উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৪,৮১৮.১৩ (+৪২৬.৮৬)

নিফটি : ২৫,৮৯৮.৫৫ (+১৪০.৫৫)

এগিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা

পশ্চিমবঙ্গে ৯৯ শতাংশের কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। » ৫

থাইল্যান্ডে গ্রেপ্তার লুথরাভাইরা

গোয়ার নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে থাইল্যান্ডের ফুকেটে আটক করা হয়। দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে ভারতে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৫°	১২°

ট্রাম্পের উদ্যোগে গোল্ড কার্ড ভিসা » ৭

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 203

উত্তরের খোঁজে

দাদা আর বাবুদের মানে বদল বাংলায়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাঙালির দাদা আসলে কে? আপনি সিনেমাভক্ত হলে বলবেন, দাদা অবশ্যই মিঠুন চক্রবর্তী। আপনি খেলাভক্ত হলে বলবেন, দাদা আসলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

মারাঠিদেরও দুই দাদা রয়েছেন। দুজনেই অভিনেতা। দাদা কোন্ডকে ও দাদা সালভি। হিন্দি বা উর্দুভাষীদের অনেকের কাছে দাদা মানে ঠাকুরদা বা দাদু!

এবং এই প্রজন্মের লোকেদের জন্য জানানো যাক, এঁরা কেউ আসলে আসল দাদা নন। যে বাঙালি ব্যক্তিত্ব মুম্বইয়ে যখন রাজত্ব করেছেন, তিনি তখন দাদা হয়ে উঠেছেন ভক্ত ও অনুগামীদের চোখে। কাছের লোকেদের কাছে।

বিমল রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, মান্না দে, কিশোরকুমার, বিশ্বজিৎ, প্রদীপকুমার সবাই নিজের নিজের বৃত্তে হয়ে উঠেছেন 'দাদা'। শুধু সৌরভের মতো কাগজের হেডলাইনে তাঁদের ক্ষেত্রে 'দাদা' শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। তাঁরা অবশ্য কেউই দৈনিক কাগজে খবরে আসেননি, তখন সেই প্রথাও ছিল না।

নরেন্দ্র মোদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন একদিক দিয়ে। দ্বিতীয়বার চোখ খুলেছেন আরেকটি সংলাপে; ঠিক আছে, দাদা বলছি না।

বাবু বলি!

আমাদের ধুতি-পাঞ্জাবির মতোই 'বাবু' শব্দটাও প্রায় উঠে যেতে বসেছে বিধান থেকে বাঙালির অভিধান থেকে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি বিয়েবাড়ি থেকে উধাও, এটায় যেন শুধু রাজনৈতিক নেতাদের অধিকার এখন। প্রধানমন্ত্রী এটা জানেন না বলে আরও সমস্যা। তাঁকে সব জানতে হবে, মানে নেই। তাঁর টিম তো অন্তত জানবে!

কোনও শব্দের মানে কী করে কখন যে পালটে যায়, তা আমরা নিজেরাই জানি না। মিঠুন বা সৌরভ যখন নিজেদের সাম্রাজ্যে নিজেকে প্রমাণ করছেন, তখন আমরা বলতাম, এরপর দশের পাতায়

ভোটের ঘণ্টা

- বাংলাদেশ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। সেদিনই জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট।
- সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ, রাত থেকেই শুরু হবে গণনা।
- দলীয় প্রতীকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে নিবন্ধিত ৫৬টি রাজনৈতিক দল।
- গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।
- বর্তমানে দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন।
- প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

গণতন্ত্র ফিরবে কি? নির্বাচন ঘোষণার পর কমিশনের কার্যালয়ের সামনে মোতায়েন পুলিশ। ঢাকায় বৃহস্পতিবার।

অনশনে 'ভুখা' শ্রমিকরা

কোনও বাগানে পাঁচ, কোনও বাগানে সাতটি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া। নেতারা এসে আশ্বাস দিলেও মজুরি মেলেনি। ক্ষোভে আজ বীরপাড়ায় ধর্নায় ৬ বাগান।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১১ ডিসেম্বর : খিদে বড় বালাই। আর খিদের জ্বালাতেই রাজনীতির রং ভুলেছেন ওঁরা। পতাকা সরিয়ে রেখে আন্দোলন করছেন একসঙ্গে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে মেরিকো টি কোম্পানির সাতটির মধ্যে ছয়টি চা বাগানের কোনওটিতে পাঁচটি, কোনওটিতে সাতটি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া। বাগানগুলিতে কাজ বন্ধ। মজুরি চেয়ে সোমবার থেকে কারখানার সামনে ধর্না দিচ্ছিলেন বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা। বুধবার ওঁদের সঙ্গে দেখা করে মজুরি মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। তবে বিধায়কের কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। বৃহস্পতিবার দিনভর অনশন করেন বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা। শ্রমিকদের ক্ষোভ এতটাই যে, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বীরপাড়া চা বাগানের ইউনিট সভাপতি বীরু লোহারই বললেন, 'ওঁরা তো অনেকদিন ধরে দেখছি দেখব করে যাচ্ছেন। কিন্তু শ্রমিকদের পেটের খিদে তো কথা মানে না। তাই অনশন করছি।'

বকেয়া মজুরির দাবিতে বীরপাড়া চা বাগানে শ্রমিকদের অনশন।

এদিকে, ওই সময় বীরপাড়ায় বাকি পাঁচটি চা বাগানের শ্রমিকরা একসঙ্গে বৈঠক করছিলেন। পরে বৈঠকে যোগ দেন বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরাও। সিদ্ধান্ত হয়, শুক্রবার থেকে বীরপাড়া চৌপথিতে ধর্না দেবেন বান্দাপানি, তুলসীপাড়া, বীরপাড়া, হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধুমচিপাড়া বাগানের শ্রমিকরা। তুলসীপাড়া চা বাগানের শ্রমিক মহাকাল ওরাওঁ বলছিলেন, 'একাধিকবার বীরপাড়া থানায় স্মারকলিপি দিয়েছি। ১০ ডিসেম্বর বকেয়া মজুরির টাকা মেটানোর কথা ছিল। তবে মেটানো হয়নি। তাই রাজনৈতিক রং ভুলে একসঙ্গে বৈঠক করেছি আমরা।' এদিন বৈঠক হয় পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির উদ্যোগে। সংগঠনের নেত্রী অনুরাধা তলোয়ার বলেন, 'মেরিকো টি কোম্পানি শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মতো কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু মজুরি দিচ্ছে না। এর থেকে বড় অন্যায় বোধহয় আর কিছু হয় না।' অনুরাধার অভিযোগ, শ্রম দপ্তর বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের নয়, মালিকপক্ষের স্বার্থ দেখে অবস্থান নিচ্ছে। এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

চাল কম, গমের বেশি বরাদ্দ র‍্যাশনে

» দুইয়ের পাতায়

শা'র চোখ ভয়ংকর, বেনজির তোপ মমতার

'যা খুশি করো, কিচ্ছু করতে পারবে না'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : অমিত শা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেন আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতই হোক বা তৃণমূল-বিজেপির বিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবসময়ই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি টার্গেট। তিনি বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কিছুটা ছাড় দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুযোগ পেলে শা'র ওপর সবসময়ই খড়্গহস্ত মমতা। বুধবার অমিত শা ও রাহুল গান্ধির বেনজির বাগযুদ্ধের সাক্ষী ছিল লোকসভা। সেই একই ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তুলোধোনা করেছিলেন তৃণমূলকে।

তিনি বলেছিলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের পাশে দাঁড়ালে বাংলা থেকে আপনারা (তৃণমূল) মুছে যাবেন।' ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেকথার প্রত্যাঘাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষ্ণনগরের জনসভায় বৃহস্পতিবার কার্যত ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেন তিনি। সেই ভাষা শালীনতা, সৌজন্যের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে বলে চর্চা শুরু হয়েছে। মমতার ভাষায়, 'এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। তাঁর দুই চোখই ভয়ংকর। দেখলেই মনে হয় দুর্যোগের বার্তা। এমন কোনও কাজ নেই যে তিনি করতে পারেন না। তাঁর এক চোখে দুর্যোধন, অন্য চোখে দুঃশাসন।'

কৃষ্ণনগরের জনসভায় পথশ্রীর শিলান্যাস করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

তৃণমূলকে মুছে ফেলতে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বুধবারের হুমকির পালটা মমতা বৃহস্পতিবার বললেন, 'আমি ফের বলছি, বাংলায় এনআরসি হবে না, ডিটেনশন ক্যাম্পও হবে না। বাংলার মানুষ নিশ্চিন্তে থাকুন। বাংলা থেকে কাউকে তাড়াতে দেব না। আর কাউকে তাড়ালে তাঁদের কীভাবে ফিরিয়ে আনতে হয়, তা আমি জানি।' বাংলায় বিহারের মতো পরিণতি হবে বলে শা'র আস্ফালনের জবাবও দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'বিহারে তোমরা যা পেরেছ, এখানে তা করতে দেব না। বিজেপির আইটি সেলের তৈরি করা ভোটার তালিকা দিয়ে ভোট করানোর পরিকল্পনা করছ তো? যা খুশি করো, এরপর দশের পাতায়

পুনর্বাসন নিয়ে ক্ষোভ মেজবিলের ব্যবসায়ীদের

মিছিল করে জায়গা দখল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১১ ডিসেম্বর : মহাসড়কের জন্য উচ্ছেদ হওয়া আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির ব্যবসায়ীদের গত জুন মাসে পুনর্বাসন দেয় জেলা পরিষদ। শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির অধীনে মেজবিলের ব্যবসায়ীরাও একই দাবিতে নানা আন্দোলনে শামিল ছিলেন। কিন্তু ওই ব্যবসায়ীরা এখনও জায়গা পাননি। তাই পুনর্বাসনের প্লট বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার আন্দোলনে নামেন তাঁরা। মেজবিল থেকে মিছিল করে তাঁরা চলে আসেন পলাশবাড়িতে। সেখানে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে তাঁরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন। তারপর আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় মেজবিলের ব্যবসায়ীরা পলাশবাড়ির ফাঁকা জায়গাগুলি দখল করে নেন। তবে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা হবে বলে জেলা পরিষদ জানিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে'র কথায়, 'মহাসড়ক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। যদিও কেন্দ্র থেকে ব্যবসায়ীদের কোনওরকম সহযোগিতা করা হয়নি। আমরা প্রথম থেকেই ব্যবসায়ীদের পাশে আছি। এদিনের ঘটনা শুনেছি। কিছু ব্যবসায়ী জায়গা পাননি। বিষয়টি নিয়ে সবার সঙ্গে ফের আলোচনা করা হবে।'

মেজবিলের ব্যবসায়ীরা বলছেন, তাঁরা এক বছর আগেই রাস্তার কারণে দোকান ভেঙে দিয়েছেন। এখনও কেউ বেকার বসে আছেন। কেউ দিনমজুরি করছেন। সবাই আশায় ছিলেন যে, একদিন প্রশাসনের তরফে দোকান করার জন্য জায়গা পাবেন। কিন্তু এতদিনেও সেটা হল না। মেজবিল বাসস্ট্যান্ডে বাবু দে'র মুদিখানার দোকান ছিল। তিনি বললেন, 'আমরা দোকান ভেঙে এখন অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির অধীনে থেকে আমরাও আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু পরে জায়গা বণ্টনের সময় আমাদের বঞ্চিত করা হয়। সেজন্য এদিন ফের আন্দোলনে নামা।'

পলাশবাড়িতে জায়গা দেওয়া হয়েছে সেই জুন মাসে। তাহলে মেজবিলের ব্যবসায়ীদের এতদিন পর কেন আন্দোলন? ব্যবসায়ী সঞ্জীব দে'র কথায়, 'আমাদের তখন থেকেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আমাদেরও জায়গা দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও সেই পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই এবার বাধ্য হয়ে পথে নামা।'

এরপর দশের পাতায়

ব্যবসায়ীদের মধ্যে উত্তেজনা পলাশবাড়িতে।

বিরোধ যেখানে

- জুন মাসে পলাশবাড়িতে জায়গা দেওয়া হয়েছে জাতীয় সড়কের জন্য উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের
- শিলবাড়িহাটের ব্যবসায়ীরা জায়গা পেলেও মেজবিলের ব্যবসায়ীরা জায়গা পাননি
- শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন মেজবিলের ব্যবসায়ীরা
- পরে অবশ্য আলোচনার জেরে ব্যবসায়ীরা দখল করা জায়গা ছেড়ে দেন

মোটা টাকায় অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করায় বিতর্ক

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১১ ডিসেম্বর : রক্তদান শিবির করার কেউ অনুমতি চাইলেই এখন কপালে চিন্তার ভাঁজ তৈরি হয় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। কারণ শিবির করতে যাওয়ার জন্য নিজস্ব কোনও অ্যাম্বুল্যান্স নেই হাসপাতালের। কিন্তু তাই বলে কি রক্তদান শিবির বন্ধ থাকছে! তা কিন্তু নয়। বরং রক্তদান শিবিরের আবেদন এলে সেখানে যাতায়াতের জন্য এখন অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। মোটা টাকায় বাইরে থেকে অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করেই এখন রক্তদান শিবির সহ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পরিষেবা সামলাতে হচ্ছে। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে হাসপাতালের চিকিৎসক সহ রক্ত নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার।

বিকল অ্যাম্বুল্যান্স।

> এই মুহূর্তে অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করেই রক্তদান শিবির করা হচ্ছে। বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানে।
>
> **শুভাশিস শী** *সুপার, ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল*

যদিও ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'এই মুহূর্তে অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করেই রক্তদান শিবির করা হচ্ছে। বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানে।'

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে প্রায় ৯ বছর। তারপর ৫ বছর ধরে হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালু করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালে প্রথম থেকেই নিজস্ব কোনও অ্যাম্বুল্যান্স নেই। তাই এতদিন অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করেই রক্তদান শিবির সহ নানা কাজ চালাতে হচ্ছে তাদের। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফালাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে থাকা একটি আধুনিকমানের অ্যাম্বুল্যান্স এতদিন ব্যবহার করত সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত জুন মাস থেকে নাকি ওই অ্যাম্বুল্যান্সটিও বিকল হয়ে পড়ে আছে। তারপর থেকেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে এনে কাজ সারছে। এরপর দশের পাতায়

থমকে পুরোহিত, ক্যামেরাম্যান বললেই সিঁদুর দান

বিয়েতে আগে পুরোহিতরাই শেষ কথা বলতেন। এখন অবশ্য ফোটোগ্রাফার আর ক্যামেরাম্যানরাই শেষ কথা। একবার মালাবদল হলেও তাঁদেরই নির্দেশে সেই পর্বের 'রি-টেক'। ফোটোসেশনের মাঝে বিয়ে হচ্ছে বলে মনে হয়, মন্তব্য পুরোহিতের।

বিয়াহ অভিযান

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১১ ডিসেম্বর : আগে বাঙালি বিয়ের আসরে পুরোহিতদের কথাই ছিল শেষ কথা। তাঁরা যা বলবেন সেটাই পাত্র-পাত্রী সহ সবাই মানতে বাধ্য। আর এখন? খোদ পুরোহিতরাই ব্যাকফুটে। ফোটোগ্রাফার আর ক্যামেরাম্যানরাই এখন শেষ কথা বলেন। শুভদৃষ্টি, মালা বদল, সিঁদুরদান থেকে কন্যাদান- সব রীতিতেই তাঁদেরই 'অ্যাকশন, কাট'। পরিস্থিতি বর্তমানে এমনই হয়েছে যে, বরের পাশে দাঁড়ানো পুরোহিতও আজকাল মাঝেমধ্যে খানিক থেমে তাকান ফোটোগ্রাফারের দিকে। পরবর্তী শটের নির্দেশ পেতে!

এই পরিস্থিতিতে পড়ায় তাঁদের কী অবস্থা তা দিনহাটার পুরোহিত কার্তিক চক্রবর্তীর কথাতেই স্পষ্ট। হাসতে হাসতে বললেন, 'আগে বরের ভুল হলে আমরা মন্ত্র থামাতাম, এখন থামাই ক্যামেরাম্যানের ডাকে! হঠাৎই নির্দেশ আসে, ''স্টপ! বরকে একটু বাঁদিকে করুন, ফ্রেমে আসছে না।' কার্তিকের স্বগতোক্তি, 'আমরা তো ভাবি, আসলে মন্ত্র কে দিচ্ছে- আমরা না উনি!'

শুভদৃষ্টি তো এখন আলাদা গল্প। পুরোহিত উত্তম চক্রবর্তীর কথায়, ''শুভদৃষ্টি যেমন তেমন হলে হবে না। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, একটু হাসি হেসে, আবার একটু চোখ নামিয়ে করতে হবে। এসব করে একবার বর-কনে চোখ মিলিয়েই ফেলেছেন, 'না না, আবার করুন! আলো ঠিক ছিল না,' বলে ক্যামেরাম্যান গর্জে উঠলেন।'' ঠিক যেন ভালোবাসার রিটেক। মুখচন্দ্রিকা, মালাবদলও এই 'ডিরেকশন'-এর বাইরে নয়। পুরোহিত গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী বললেন, 'মালা পরানোর সময় স্লো-মোশনে তা করানোর নির্দেশ আসে।'

এসব ঠিক আছে, কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা যে জায়গায় হয় সেটি হল বাসি বিয়ে। এখন আর দুপুরে বিয়েতে বসা যায় না। বাড়ির ছাদে, নইলে দূরের সবুজে ঘেরা মাঠে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোটোসেশন না করলে বাসি বিয়ে নাকি জমে না! বরের ধুতি সামলে ধরা, কনের ঘোমটা ঠিক করা, দুজনের হাত ধরে হাঁটা- সব ক্যামেরাম্যানই শিখিয়ে দেন। পুরোহিত মিলন চক্রবর্তী মজা করে বললেন, ''আমাদের তো মনে হয়, আজকাল ফোটোসেশনের মাঝখানে বিয়ে হয়। যতক্ষণ ক্যামেরাম্যান সন্তুষ্ট না হচ্ছেন, ততক্ষণ বিয়ের প্রধান রীতিগুলোও শুরু হয় না। এমনও হয়েছে- বাসি বিয়ের সময় বেলা ৩টে বেজে গিয়েছে, আমরা বসে আছি, আর বর-কনে তখনও দূর মাঠে সূর্যাস্তের ব্যাকগ্রাউন্ডে 'ক্যান্ডিড শট' দিচ্ছেন!''

পুরো ব্যাপারটাই এখন বিয়ের নতুন 'ট্রেন্ড'। তবে কেউ ক্ষুব্ধ নন, বরং হাসি-ঠাট্টা করেই মানিয়ে নিচ্ছেন সবাই। তবে পুরোহিতদের একটাই কথা- 'ঈশ্বর মন্ত্রে আছেন, কিন্তু বিয়ে কখন শুরু হবে তা ক্যামেরাম্যান ঠিক করছেন!'

ছবি : মানসী দেব সরকার

নতুন বছরে কেন্দ্রের পরিকল্পনা

চাল কম, গমের বেশি বরাদ্দ র‍্যাশনে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১১ ডিসেম্বর : নতুন বছরের শুরুতে র‍্যাশনে পরিবর্তন আনতে উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র। খাদ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর, র‍্যাশনের বিভিন্ন প্রকল্পে চালের পরিমাণ কমিয়ে গমের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকেই পরিবর্তিত র‍্যাশন দেওয়া হবে। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই সরকারি নির্দেশ চলে এসেছে। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য প্রকল্পে পরিবার কিংবা কার্ড পিছু যত কেজি করে চাল কমানো হচ্ছে, ঠিক তত পরিমাণ গম বাড়ানো হবে। তবে গ্রাহকদের মতে, এরাজ্যে অধিকাংশ বাঙালিই ভাত খেতে পছন্দ করেন। সেক্ষেত্রে চালের পরিমাণ না বাড়িয়ে উলটে গমের পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়টি ঠিক হল না।

তবে র‍্যাশনে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার যে সমস্ত কার্ড রয়েছে, সেইসব উপভোক্তার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণে কোনও পরিবর্তন করা হবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। এনিয়ে কোচবিহার জেলা খাদ্য নিয়ামক পুরবা ভুটিয়া বলেন, 'ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের (এনএফএসএ) অধীনে থাকা কার্ডগুলিতে জানুয়ারি মাস থেকে চালের পরিমাণ কমিয়ে গমের পরিমাণ বাড়ানো হবে। এবিষয়ে আমাদের কাছে নির্দেশ এসে গিয়েছে।' র‍্যাশন কার্ড সবমিলিয়ে পাঁচ ধরনের। এর মধ্যে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএফএসএ) অর্থাৎ কেন্দ্রের অধীনে তিন ধরনের কার্ড রয়েছে। আর রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার আওতায়-১ ও ২-এর আলাদা কার্ড রয়েছে।

জানা গিয়েছে, এনএফএসএ-র অধীনে কোচবিহার জেলায় ২১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৬৭টি কেন্দ্রের কার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ২০২৫ সালে এএওয়াই কার্ডে পরিবার পিছু ২১ কেজি করে চাল ও ১৪ কেজি করে গম দেওয়া হত। ২০২৬ সাল থেকে ১৫ কেজি চাল ও ২০ কেজি করে গম দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অপরদিকে পিএইচএইচ কার্ডে এতদিন কার্ড পিছু ৩ কেজি করে চাল ও ২ কেজি করে গম দেওয়া হত। এরপর থেকে ২ কেজি চাল ও ৩ কেজি করে গম পাবেন গ্রাহকরা। তবে এব্যাপারে রাজ্যের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের জিরানপুরের বাসিন্দা রানা বর্মন বলেন, 'আমরা মাসে ২১ কেজি করে চাল পাই। কিন্তু এখন চাল কমিয়ে দিলে অসুবিধা হবে। আমরা ভাত খেতেই পছন্দ করি।'

পরিযায়ী পাখির ভিড় জলঢাকা চরে

ময়নাগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই হাজির পরিযায়ী পাখির দল। সাইবেরিয়া, রাশিয়া, কাজাখস্তান থেকে ডুয়ার্সে হাজির অতিথি পরিযায়ী পাখিরা। তারা আস্তানা গেড়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। রামশাই এলাকার জলঢাকা ও মূর্তির সংগমস্থল এদের কলরবে আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। প্রতিদিনই পাখি দেখতে এলাকায় ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা।

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বললেন, 'পরিযায়ী পাখির আগমনে এই এলাকা একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। তবে এই পাখিগুলিকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেদিকেও নজর দিতে হবে।'

গরুমারার জঙ্গল ঘেঁষেই রয়েছে রামশাইয়ের জলঢাকা নদীর চর। এখানে শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখির ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে ডানা মেলে উড়ছে। আবার কখনও জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। রুডি শেলডাক, নর্দার্ন ল্যাপউইং সহ বিভিন্ন প্রজাতির কয়েকশো পরিযায়ী পাখির দেখা মিলছে এখানে।

বিগত কয়েক বছর ধরে শীতের কয়েকটি মাসে এখানে পরিযায়ী পাখির দেখা মিলছে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেছেন, 'পাখির সংখ্যা দেখে মনে হচ্ছে বন্যার কোনও প্রভাব পড়েনি। ওই পাখিগুলিকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে বনকর্মীদের সেটা দেখতে বলা হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কল্যাণ আবাসন সংস্থা
(আবাসন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকারের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা)
দশম তলা, 'বি' ওইং, জনপথ ভবন, জনপথ, নিউ দিল্লি-১১০০০১
ফোন : ০১১-২৩৭১৭২৪৯/২৩৩৫৫৪০৮, ইমেল : cgewho@nic.in,
Website: www.cgewho.in

চাহিদা সমীক্ষা

নিম্নলিখিত স্থানগুলির জন্য চাহিদা সমীক্ষার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হল। কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ), রাইপুর (ছত্তিশগড়), পণ্ডিচেরী, লখনউ (উত্তর প্রদেশ) এবং লুধিয়ানা (পাঞ্জাব)
কী করে আবেদন করবেন ঃ
সিজিইডব্লিউএইচও-এর ওয়েবসাইট 'www.cgewho.in'-এ বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলি এবং আবেদনপত্রটি ডাউনলোডের জন্য পরিদর্শন করুন।
কোনও প্রকার প্রশ্নের জন্য আপনি নিম্নের ব্যক্তিবর্গের সহিত যোগাযোগ করতে পারেন ঃ
শ্রী রোশন কিশোর, (মোবাইল নং) : ৯৫৬০০২২২৩২
শ্রী নীতীশ গর্গ, (মোবাইল নং) : ৮৮২৬৪৬১১১৪
সিইও, সিজিইডাব্লিউএইচও কোনও কারণ না দর্শিয়ে প্রকল্পটি অথবা চাহিদা সমীক্ষাটি প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
মুখ্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা
সিজিইডব্লিউএইচও
cbc 20105/12/0014/2526

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে পার্কিং স্ট্যান্ডের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশন-এর অধীনে ফালাকাটা (এফএলকে), বামনহাট (বিএক্সটি), কোচবিহার (সিওবি), চ্যাংরাবান্ধা (সিবিডি), বানারহাট (বিএনকিউ), নিউ ময়নাগুড়ি (এনএমএক্স), বিন্নাগুড়ি (বিএনভি), নিউ মাল জংশন (এনএমজেড), মালবাজার (এমএলবিজেড) এবং ধুবড়ী (ডিবিবি) স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-পার্ক-৪২-১০, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** এএ/১-এর জন্য ঃ ৩৬৫ এবং এএ /২ থেকে এএ/১০ঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এফএলকে-এমএক্স-২৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান ফালাকাটা-এ দুই চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদূর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদূর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান মালবাজার-এ দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমজেড-এমএক্স-২৮-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান নিউ মাল জংশন-এ দুই চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদূর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদূর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৯	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/১০	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	ডিবিবি (ধুবড়ী) স্টেশনে মিক্সড পার্কিং।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

ইলা মা এবং আয়ুষীর গান **গুডমর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে** সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ আসছে বছর আবার হবে, দুপুর ১.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.০০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.১৫ অচেনা অতিথি, রাত ১০.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.১৫ দুজনে, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.১৫ ফিরিয়ে দাও
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ পরিণাম, দুপুর ১২.০০ মাটির মানুষ, ২.৩০ কমলার বনবাস, বিকেল ৫.০০ প্রাণের স্বামী, রাত ১০.৩০ গুরুদক্ষিণা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গান্ধর্বী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৭ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, দুপুর ২.০৬ এতরাজ, বিকেল ৪.৫৭ বাগি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৩.৫০ সৈনিক, রাত ১০.০০ বিশ্বনাথ
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.৫০ জুমানজি : ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, ২.৫৪ রাজ, বিকেল ৫.১৩ মরজাওয়াঁ, সন্ধে ৭.৫২ ভুলভুলাইয়া-টু, রাত ১০.৩৪ ড্রাঙ্কেন মাস্টার
জি সিনেমা : বেলা ১১.০৮ ইন্ডিয়ান, দুপুর ২.১৬ গদর-টু, বিকেল ৫.৪৫ ভোলা, সন্ধে ৭.৫৫ সিকান্দর, রাত ১১.০৩ মিশন মজনু

গ্রেট স্পিসিস অফ আফ্রিকা রাত ১০.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

ছোট বউ সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

গদর-টু দুপুর ২.১৬ জি সিনেমা

e-Tender
Block Development Officer Alipurduar – I Development Block invites e-tender from the bonafide Contractors for various development works vide e-N.I.e.T. No. WB/APD/APD-I/BDO-ET/14/2025-2026.
Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned or website (for E-tender). No notices regarding these will be published in the newspaper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar – I Development Block

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/42/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission : 19-12-2025 upto 18:00 hours. For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-009/2025-26 (2ND CALL) and e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-010/2025-26 (2ND CALL)** Last date of online bid submission **30.12.2025 09:00 AM.** For further details you may visit https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
BDO, Banarhat Block

ভূমি নকশার হালনাগাদ, সমন্বয় সাধন, সত্যায়ন ও কম্পিউটারাইজেশন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১১২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং ঃ ৩০-এপি-II-২০২৫; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনের আসাম অংশের জন্য ব্লক সেকশন সহ স্টেশন ও রেলওয়ে কলোনির জন্য মিউটেশন সহ ভূমি নকশার হালনাগাদ, সমন্বয় সাধন, সত্যায়ন ও কম্পিউটারাইজেশন। টেন্ডার মূল্য: ৬১,১৮,১৩৪.০৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,২২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-Tenders vide e-NIT No.:
WBMAD/JM/APAS/E/eNIT-3/25-26
Memo No.: 4451/JM dt. 10.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_972334_1
Last Date of bidding (online): 01.01.2026 up to 18.55 Hrs (6.55 P.M.) For details please visit: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

ল্যান্ড প্ল্যানের উন্নীতকরণ, সমন্বয় সাধন, সার্টিফিকেশন এবং কম্পিউটারাইজেশন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৯-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা.** ২৯-এপি-II-২০২৫। **কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের পশ্চিমবঙ্গ অংশের জন্যে ব্লক খণ্ড সহিত স্টেশন এবং রেলওয়ে কলোনির হেতু মিউটেশনের সঙ্গে ল্যান্ড প্ল্যানের উন্নীতকরণ, সমন্বয়সাধন, সার্টিফিকেশন এবং কম্পিউটারাইজেশন। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,২৭,৩৯,২০২.১২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৬৩,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্বয়ংক্রিয় টেনশনিং ডিভাইসের সাময়িক পুনঃ মেরামতের জন্যে প্রস্তাব
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৫৪_২৫-২৬ তারিখঃ ১০-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে স্বয়ংক্রিয় টেনশনিং ডিভাইসের সাময়িক পুনঃমেরামতের জন্যে প্রস্তাব (ফেজ-II)। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,২৮,৭৭,০৯৩.১৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৬৪,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (ডিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-NIT No: 10/WBSRDA/DD/2025-26 (1st call) Dated- 09.12.2025 of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No. : 921/WBSRDA/DD, Dated : 09.12.2025
(E-Procurement)
Details of **eNIT NO:- 10/WBSRDA/DD/2025-26 (1st call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT ||WBSRDA||DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 10.12.2025 at 10.00 Hrs.
Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

Tender Notice
e-NIT No. 26/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-08.12.2025, 27/e-Chl-1/B/2025-26 Dated- 09.12.2025, 28/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-08.12.2025, 29/e-Chi-1/B/2025-26 Dated- 04.12.2025, 30/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-06.12.2025, 31/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-10.12.2025 Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website www.wbtenders.gov.in. Details may be seen in the office during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District Website, Malda in all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-I Development Block

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given to all concern that my client **Smt. Soma Ghosh Sengupta @ Soma Sengupta**, wife of Sri Abhijit Ghosh, residing at Devi Bari, Cooch Behar Town, Ward No. 19, P.S. Kotwali, P.O. & Dist- Cooch Behar is the absolute owner of the landed property measuring 3 katha 2 dhur more or less of R.S. Khatian No. 4598 appertaining to R.S. Plot No. 6034 corresponding to L.R. Khatian No. 18662, L.R. Plot No. 8087, of Mouza-Sahar Cooch Behar, J.L No. 130, situated at Ward No. 19 under Cooch Behar Municipality, Police Station - Kotwali, District -Cooch Behar and my client has lost one of her original Chain Deed of Sale being No: I- 6015 for the year 1982 dated 13/08/1982, Volume No: 67, Page No: 156 to 158, executed at the office of the District Sub-Registrar, Cooch Behar in the name of Sikha Sen Gupta, wife of Sri Chittaranjan Sengupta and the husband of my client Sri Abhijit Ghosh lodged a General Diary before the Kotwali P.S. Cooch Behar, vide G.D.E No: 1386 dated 23/11/2025 by declaring the said fact. If any persons, bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances.
Sd/-
Kumardip Mukherjee
(Adovocate, Cooch Behar)
9851757579 (Cell)

অ্যাফিডেভিট

গত 11/12/2025 তারিখে J.M. 1st Class, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি সহদেব বসুনীয়া ও গোকুল চন্দ্র বসুনীয়া থেকে বকুল বসুনীয়া হলাম। গ্রাম+পোস্ট-পাটছড়া, কোচবিহার।

•

আমি, Krishna Barman আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 3/12/25 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Krishna Das থেকে Krishna Barman এবং বাবা M.Das থেকে Nripen Kumar Barman নামে পরিচিত হলাম। (C/119650)

•

আমি MD Mostafa, S/O Late Abdul Hamed Sarkar Alias Kandra Mohammed গ্রাম- পশ্চিম বিরনগর, পোঃ+থানা রায়গঞ্জ জেলা- উত্তর দিনাজপুর, আমার WBBSE ম্যাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটে আমার নাম Md Mostafa S/o- Kandra Mohammad থাকায় ও আমার খতিয়ান No. 2689 : JL No-182, Mouza- Bara Barua, আমার নাম Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed ও অন্য আর একটি খতিয়ান No.- 225, JL No-187, Mouza ছোটোনারায়ণ পুর আমার নাম Mahammad Mostafa, S/o- Abdul Hamed Sarkar থাকায় ও ভোটার লিস্ট - 2002, 31 Raiganj (SC) পার্ট No -212, SL No-416 আমার নাম Mostafa Md, S/o- Abdul Hamed Md থাকায় গত 19/11/25 এ প্রথম শ্রেণী J.M রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Md Mostafa, S/o Kandra Mohammad, Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed, Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed Sarkar, Mostafa Md, S/o Abdul Hamed Md থেকে Md Mostafa, S/o Late Abdul Hamed Sarkar Alias Kandra Mohammed করা হলো যাহারা যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119654)

TENDER NOTICE
NIT No:76 TO 93 & 95 TO 97 fund: APAS/15th FC/RMC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT No: 76 to79 is 16/12/2025, NIT No:80 to 88 is 19/12/2025, NIT No:89 to 90 is 25/12/2025, NIT No:91 to 92 is 30/12/2025, NIT No:93 is 31/12/2025 (15th. FC), NIT No:95 is 05/01/2026, NIT No:96 is 15/12/2025 & NIT No: 97 is 01/01/2026(15th FC & RMC). The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.
Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

কর্মখালি

সারদা বিদ্যামন্দির (হাইস্কুল) (উঃমাঃ) হেমতাবাদ, উত্তর দিনাজপুর। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে M.A/M.Sc, B.Ed-Bengali-১ জন, English-১ জন, Physics-১ জন, Biology-১ জন, শূন্যপদ পূরণের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের সাক্ষাৎকার-24/12/2025 বুধবার, সকাল ১১টা। স্থান- বিদ্যালয় পরিসর। আবেদন জমা- 15/12/2025 থেকে 22/12/2025 (11টা-2টা)। মোবাইল নং- 9434580308 / 7430872274 / 9733068088. (C/119653)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮৯৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
SHOLAY : THE FINAL CUT
*ing : Dharmendra, Amitabh, Hemamalini
Time : 1 P.M. (One Show)
KIS KISKO PYAAR KAROON-2
Time : 4.45 P.M. & 7.15 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR (H)
(Ranbir Singh, Akshay Khanna, etc.)
Show Time : 2:15 P.M. & 6:00 P.M.
AC. with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
রাঙা বাটি — SHOW TIME 10.45 AM, 1.15 PM BENGALI (U/A)
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস — SHOW TIME 4.15 PM BENGALI (A)
TERE ISHK MEIN — SHOW TIME 7.00 PM HINDI (U/A)

From 12th December 2025
at
Dinabandhu Mancha
DEEP FRIDGE
Bengali
Time : 4.00 P.M. and 7.00 P.M.

কর্মখালি
উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে
শিলিগুড়ি অফিসের জন্য ডিটিপি অপারেটর
ডিটিপি অপারেটর
ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য উত্তেজনায় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বিপদে পড়তে হতে পারে। মায়ের কাছ থেকে উপহারপ্রাপ্তি। বৃষ : আগে থেকে ঠিক করা কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। বাড়িতে বন্ধু সমাগম। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। মিথুন : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। সৎ কাজে অর্থব্যয় করে শান্তিলাভ। দাম্পত্যে সামান্য সমস্যা। অতি উচ্চাশায় সমস্যা। কর্কট : দাঁতের সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অতি আবেগে অপব্যয়। ঋণ শোধ করে স্বস্তি। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন। জনকল্যাণে অর্থদানে মানসিক শান্তি। বাবার রোগমুক্তি। কন্যা : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে কাজ পণ্ড করে ফেলবেন। নতুন সম্পর্কে পড়বেন। তুলা : সংগীত ও অভিনয় শিল্পীদের জন্য আজ নতুন সুযোগ আসতে পারে। পথে চলতে সাবধান থাকুন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায়িক সমস্যা মিটবে। ধনু : অকারণে কাউকে মানসিক আঘাত দিয়ে অনুতাপ। অতি আকাঙ্ক্ষায় দুর্ভোগ। নতুন গাড়ি কেনা হতে পারে। মকর : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। কুম্ভ : উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। হৃদরোগীরা সাবধানে থাকুন। আজ মূল্যবান কিছু পেতে পারেন। মীন : বাবার কথা মেনে চলুন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৫ অঘোন, সংবৎ ৮ পৌষ বদি, ২০ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৩, অঃ ৪।৫০। শুক্রবার, অষ্টমী রাত্রি ৭।১। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৮।৪৬। প্রীতিযোগ অপরাহ্ণ ৪।৮। বালবকরণ প্রাতঃ ৬।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- শিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৮।৪৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।১ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৮।৪৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ৭।১ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি ৮।৫২ গতে ১১।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১০ গতে ৯।৫১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৪৬ গতে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ৩।১ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।১ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৩।১ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ৮।৪৬ গতে ৩।১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূপাষ্টকাশ্রাদ্ধ। মহাকাল ভৈরব দেবাবির্ভাব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৭ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৩।৩৫ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৪ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১২।৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৬।১৩ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যবসায় প্রতারিত হয়ে ‘আত্মঘাতী’

মাদারিহাট, ১১ ডিসেম্বর : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটে মাদারিহাট থানা সংলগ্ন রেললাইনে। হাসিমারা জিআরপি সূত্রে খবর, মৃতের নাম প্রতাপ ব্রাহ্মিণ। বয়স ৪২ বছর। তিনি মাদারিহাট সুভাষনগরের বাসিন্দা ছিলেন। লটারির টিকিটের ব্যবসা করতেন তিনি।

প্রাথমিক তদন্তে রেল পুলিশ জানতে পেরেছে, ব্যবসায় প্রতারিত হয়ে এদিন শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের সামনে ঝাঁপ দিয়ে ‘আত্মঘাতী’ হয়েছেন ওই ব্যক্তি।

রেল পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের কাছ থেকে দুটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। যার মধ্যে একটি নোট মাদারিহাট থানার পুলিশকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। ওই নোটে লেখা রয়েছে, লটারি ব্যবসার পার্টনার রাজু সাহা প্রতাপকে আর্থিক বিষয় নিয়ে চাপ দিতেন। সে কারণেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। অপর নোটে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার জন্য পরিবারের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রতাপের দাদা চয়ন ব্রাহ্মিণ জানান, কয়েকদিন ধরেই ভাইয়ের মন ভারাক্রান্ত ছিল। লটারির দোকানও দু’দিন বন্ধ রেখেছিল। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সীমানায় এসপি

বারবিশা, ১১ ডিসেম্বর : বারবিশা লাগোয়া অসম-বাংলা সীমানা পরিদর্শন করলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। বৃহস্পতিবারের পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শ্রীনিবাস এমপি, কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। অসম-বাংলা সীমানার পাকরিগুড়ি নাকা চেকিং পয়েন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ইন্দো-ভুটান সীমান্তের কুমারগ্রাম থানার পরিকাঠামোও ঘুরে দেখেন এসপি।

এসপি বলেন, ‘কীভাবে এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও ভালো করা যায় সে ব্যাপারে থানার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে।’

কাজ শেষে বাড়ির পথে

মাঝেরডাবরি এলাকায় চা পাতা মাথায় ফিরছেন শ্রমিকরা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

শামুকতলা, ১১ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চা বাগান এবং বনবস্তি সহ প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। ভ্রাম্যমাণ ওই কেন্দ্রেই থাকবেন চিকিৎসক, নার্স সহ টেকনিসিয়ানরা। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছে যাবে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র। সেখানে বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি করাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। প্রাথমিক চিকিৎসাও করা হবে।

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্পণ বিষয়ী বলেন, ‘যেসব এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে, সেসব জায়গায় এই চিকিৎসাকেন্দ্র পৌঁছে যাবে। গাড়িতে ডাক্তার, নার্স, টেকনিসিয়ান সব সময় থাকবেন।’

সাঁকো নিয়েও রাজনীতি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১১ ডিসেম্বর : নদী পারাপারের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হল ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসপাড়া এলাকায়। ওই এলাকায় থাকা বেলাকোবা নদীর ওপর বাঁশের সাঁকোটি প্রায় দু’বছর আগে ভেঙে পড়ে। তারপর থেকে বছরের অন্য সময় নদী পেরিয়ে যাতায়াত করলেও, বর্ষাকালে প্রায় দু’কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হত এলাকাবাসীকে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বৃহস্পতিবার সাঁকো তৈরি করেন। এদিকে সাঁকো তৈরি হতেই এলাকায় রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন থাকতে কেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সাঁকো তৈরি করতে হল এই প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের জন্য এই সাঁকো তৈরি করেছে তৃণমূল। তাছাড়া বর্ষাকালে যখন সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ল তখন সাঁকো তৈরি না করে কেন এই শুখা মরশুমে সাঁকো তৈরি করা হল এই প্রশ্নও তুলেছে তারা। যদিও তৃণমূলের পালটা দাবি এলাকায় কালভার্ট তৈরি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক সহযোগিতা না করায় কালভার্ট তৈরি হয়নি। কিন্তু স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত তো তৃণমূলের দখলে। তাহলে পঞ্চায়েত থেকে কেন সাঁকো তৈরি করা হল না।

স্বেচ্ছাশ্রমে তৈরি হওয়া সাঁকোতে পারাপার স্থানীয়দের। বৃহস্পতিবার।

তৃণমূল নেতাদের যুক্তি, একশোদিনের কাজ বন্ধ থাকায় স্থানীয় প্রশাসনও সাঁকো করতে পারছিল না। সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য দলের কর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরি করেছেন বলে দাবি তাঁদের।

তৃণমূলের শালকুমার অঞ্চল সভাপতি রণজিৎ ঘোষের কথায়, ‘সাঁকো না থাকায় দাসপাড়ার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই আমরা দলের কয়েকজন ব্যক্তিগত খরচে সাঁকোটি তৈরি করে দিলাম। এলাকার বাসিন্দারাও বাঁশ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।’

এদিকে সাঁকো তৈরি হওয়ায় খুশি দাসপাড়ার বাসিন্দারা। স্থানীয় অখিল দাস বললেন, ‘বর্ষাকালে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছিল। সাঁকো তৈরি হওয়ায় এখন অনেকটা সুবিধা হল।’ যদিও কালভার্ট তৈরির দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় তপন দাসের কথায়, ‘সাঁকো হওয়ায় আপাতত সমস্যা মিটল। তবে এখানে কালভার্ট তৈরি করতে হবে। তাহলেই স্থায়ী সমাধান সম্ভব।’

এদিকে তৃণমূলের কর্মীরা সাঁকো তৈরি করতেই এলাকায় রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনের বক্তব্য, ‘গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এরকম একটি সাঁকো বানাতে পারছে না। এটা তো তৃণমূলের ব্যর্থতা। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই লোক দেখানো সাঁকো করা হয়েছে।’

যদিও শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি ঘোষ জানালেন, সাঁকো তৈরি করার মতো স্কিম নেই। তাই করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুভাষচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, ‘একশোদিনের কাজ যখন চালু ছিল তখন স্থানীয় প্রশাসনের তরফেই এসব সাঁকো করা হত। এখন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে সাঁকো তৈরির কোনও প্রকল্প নেই। তাই দলের অঞ্চল সভাপতি কাজটা করে দিয়েছেন।’ বিষয়টি নিয়ে অযথা রাজনীতি করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর।

সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ

পুর এলাকায় বুথসভা বিজেপির

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১১ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয়তা কয়েকগুণ বেড়েছে। ফালাকাটায় অবশ্য একধাপ এগিয়ে বিজেপি। কয়েকদিন ধরে গেরুয়া শিবির ফালাকাটা পুর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে ‘বুথসভা’ শুরু করেছে। বিধানসভা ভোটের আগে একেবারে বুথ স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ বলে বিজেপির দাবি। পদ্ম শিবির সক্রিয় হলেও তৃণমূলকে অবশ্য সেভাবে মাঠে দেখা যাচ্ছে না। এনিয়ে তৃণমূলের অন্দরে কানাঘুষো শুরু হয়েছে।

বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন, ‘গত লোকসভা নির্বাচনে আমরা পুর এলাকায় ভালো ফল করেছিলাম। সামনের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে আরও বড় ব্যবধানে পরাজিত করার পরিকল্পনা করে এগোচ্ছি। এজন্য বুথসভা শুরু হয়েছে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে পুর এলাকায় আমরা বড় ব্যবধানে লিড দেব।’

গত লোকসভা নির্বাচনে ফালাকাটা পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৬টিতে বিজেপি লিড দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লিড পেয়েছিল ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডে তৃণমূলের থেকে বিজেপি ১০১৬টি ভোট বেশি পায়। ১৬টি ওয়ার্ডে শাসকদলকে পিছনে ফেলে বিজেপি। তবে শুধু ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৩১৫ ভোটে ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ১০১ ভোটে তৃণমূল বিজেপির থেকে এগিয়ে ছিল।

লোকসভা ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি ও ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারীকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গত নভেম্বর মাসে তাঁদের জায়গায় পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দায়িত্ব পান।

ফালাকাটায় বিজেপির বুথসভা। -সংবাদচিত্র

নয়া কৌশল

- বুথসভায় বিধানসভা ভোট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে
- বুথসভায় গেরুয়া শিবিরের নানা কৌশল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে
- তাদের এই কর্মসূচি পুর এলাকার ৪৯টি বুথে হবে
- বিজেপির দাবি, বুথস্তরের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতেই এই পদক্ষেপ

তার আগে পুর এলাকার দায়িত্বে থাকা তৃণমূলের টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে-কে দল পদ থেকে সরিয়ে দেয়। তার বদলে এখন রাজু মিশ্র টাউন ব্লক সভাপতি হয়েছেন।

দলীয় সূত্রে খবর, রাজু মিশ্র দায়িত্ব পাওয়ার পর এখনও বড় ধরনের কোনও কর্মসূচি হাতে নিতে পারেননি। বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা সভা করলেও সেভাবে সাফল্যের মুখ দেখেনি ঘাসফুল শিবির।

যদিও তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, সুকান্তের পালটা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় তাঁরা সাফল্য পেয়েছে। মাঝেমধ্যেই ওয়ার্ডগুলিতে বৈঠক হচ্ছে। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্রর কথায়, ‘দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছে সেভাবেই কাজ করছি। আমরা এসআরআই নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। বিজেপি শুধুই ভোটের রাজনীতি করছে। মানুষ তাদের জবাব দিতে তৈরি হচ্ছে।’

বিজেপি সূত্রে খবর, বুথসভায় বিধানসভা ভোট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কোনও কর্মী অন্য দলে গেলেন কি না, মহিলা ও বেকার তরুণদের ভোট নিজেদের দিকে টানতে বুথসভায় গেরুয়া শিবির নানা কৌশল নিচ্ছে। তাদের এই কর্মসূচি পুর এলাকার ৪৯টি বুথে হবে।

মাদকাসক্ত তরুণ আটক

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার ছোট দলদলি থেকে এক মাদকাসক্ত তরুণকে আটক করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। ওই তরুণের নাম অনুগ্রহ মোচারি। পুলিশ সূত্রে খবর, আটক করার পর ওই তরুণকে কামাখ্যাগুড়ির একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় মাদকাসক্তদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে এবং সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে পুলিশ ভবিষ্যতেও কঠোর পদক্ষেপ করবে।

Ministry of Culture
Government of India
BIRLA INDUSTRIAL & TECHNOLOGICAL MUSEUM
(A Unit of National Council of Science Museums)
Ministry of Culture, Government of India
19A, Gurusaday Road, Kolkata – 700 019

Advertisement No. 09/2025

Applications are invited from the eligible candidates having Masters' Degree in Science for engagement of **'Science Communicators'** at North Bengal Science Centre, Siliguri for a period of one year and further extendable for another year subject to satisfactory performance on a consolidated monthly stipend of ₹35,000/-. Last date of receipt of application is **04.01.2026**. For details, visit **www.bitm.gov.in > Notice > Recruitment**. Interim enquiries will not be entertained.

দাদার লাঠির ঘায়ে ভাইয়ের মৃত্যু

বক্সিরহাট, ১১ ডিসেম্বর : জমিতে দিনমজুরি করে কষ্টের উপার্জিত টাকায় শখ করে একটি মোবাইল ফোন কিনেছিলেন দাদা। আবদার করায় ভাইকে সেই মোবাইলটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আর তাতেই বিপত্তি। মোবাইলটি বাজি রেখে জুয়া খেলে তা হেরে যান ভাই। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল বচসা। আর তাতেই ভাইকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন দাদা। কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় সুশীল ওরাওঁ (২৫) নামে ওই তরুণের।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল ফরেস্ট বস্তি এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। ঘটনায় বুধবার রাতেই ছেলের বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বৃদ্ধা মা। এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, ‘তদন্তের সূত্রে দাদা সুভাষ ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।’ বৃহস্পতিবার ধৃতকে তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে পেশ করলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্থানীয় সূত্রে খবর, স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই ছেলে সুশীল ওরাওঁ এবং সুভাষ ওরাওঁকে নিয়ে সংসার চালাতেন মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রসিকবিল ফরেস্ট বস্তির বাসিন্দা বৃদ্ধা ফাগুনি ওরাওঁ। প্রতিবেশীদের দাবি, অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে রোজগারের টাকায় শখ করে একটি মোবাইল ফোন কিনেছিলেন দাদা সুভাষ। দিন তিনেক আগে ভাইয়ের আবদারে সেই মোবাইল ফোনটি ভাইকে ব্যবহার করতে দিয়ে কাজে গিয়েছিলেন দাদা।

কী ঘটেছিল সোমবার রাতে? পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, জুয়ায় বাজি রেখে সেই মোবাইল ফোনটি হেরে যান ভাই। তা জানতে পেরে দুই ভাইয়ের তুমুল অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ, লাঠি নিয়ে হাতাহাতির সময় সুভাষ তাঁর ভাইয়ের মাথায় লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সুশীল। স্থানীয়দের উদ্যোগে তাঁকে প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মুহূর্তে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। মা ফাগুনি ওরাওঁ বলেছেন, ‘আমি দুই ছেলেকে বড় করেছি কত কষ্টে। স্বামী মারা যাওয়ার পর ওরাই তো ছিল আমার ভরসা। কিন্তু সেই দুজনের ঝগড়ার শেষ পরিণতি যে এমন হবে, কল্পনাও করিনি। আজ এক ছেলে মরে গেল, আরেকজন জেলে, আমি এখন কার ভরসায় বাঁচব?’

প্রতিবেশী রাম ওরাওঁ বলেছেন, ‘দুই ভাইয়ের ঝগড়া নতুন কিছু নয়, প্রায়ই দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি চলত। কিন্তু সেদিন পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হবে আমরা ভাবিনি। আঘাতটা খুব জোরে লেগেছিল। সবাই মিলে সুশীলকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু আর বাঁচানো গেল না।’ এক মোবাইল ফোনের জন্য এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে রসিকবিল বস্তি আজও ছিল স্তব্ধ।

মাটির ঘর হারিয়ে যাচ্ছে আদিবাসী মহল্লায়

এভাবেই মাটির ঘরগুলিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১১ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর এলেই বদলে যায় ছবিটা। বড়দিনের আগে সেজে ওঠে ডুয়ার্সের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলি। আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলার বানিয়াডাবরি, বানিয়াগাঁও, কদমপুর, জয়পুর, জিৎপুর, পুখুরিয়া, গারোখুটা, সম্বলপুরের মতো সাঁওতাল জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে চোখে পড়বে নিকানো উঠোন। নিখুঁত পরিপাটি করে সদ্য লেপা মাটির ঘর। তাতে মাটি দিয়ে সুন্দর আঁকিবুকি। গোটা ঘরজুড়ে শৈল্পিক ছোঁয়া।

আদিবাসী এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রতিবছর এই সময় নতুন রূপ দেওয়া হয় মাটির ঘরগুলিকে। এটাই সাঁওতাল জনজাতিদের দীর্ঘকালের পরম্পরা। মাটির ঘরগুলি বিভিন্ন রংয়ের কাগজ এবং ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। বড়দিন এবং নববর্ষে ধামসা-মাদলের তালে চলে নাচ, গান এবং খানাপিনা।

বানিয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা হিতকারি গুড়িয়া জানালেন, বড়দিন এবং নববর্ষের আগে আদিবাসীরা মাটির ঘর লেপে বিভিন্ন রেখাচিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলেন। এটা দীর্ঘদিনের পরম্পরা।

কিন্তু দীর্ঘদিনের সেই পরম্পরা কতদিন ধরে রাখতে পারবেন সেটি নিয়েই সংশয়ে রয়েছেন আদিবাসী মহল্লার বাসিন্দারা। কারণ সাঁওতাল জনজাতি এলাকায় ধীরে ধীরে মাটির ঘর হারিয়ে যেতে বসেছে। এক দশক আগেও মাটির ঘরের যে সংখ্যা ছিল, এখন তা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।

বানিয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা কমলিনী টুডুর কথায়, ‘সরকারি আবাস যোজনা এর অন্যতম কারণ। প্রকল্পের নিয়ম মেনে টিনের ছাউনি দেওয়া পাকা ঘর বানাতে গিয়ে মাটির ঘর হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও আধুনিকতার স্পর্শে এখন মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। এছাড়াও মাটির ঘর তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণে ঝক্কি-ঝামেলা থাকায় ও ব্যয়বহুল হওয়ায় মাটির ঘর কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ।’

> সরকারি আবাস যোজনা এর অন্যতম কারণ। প্রকল্পের নিয়ম মেনে টিনের ছাউনি দেওয়া পাকা ঘর বানাতে গিয়ে মাটির ঘর হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও আধুনিকতার স্পর্শে এখন মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।
>
> **কমলিনী টুডু**
> *বাসিন্দা, বানিয়াগাঁও গ্রাম*

বিষয়টি নিয়ে শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘মাটির দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মাটির ঘর। ইট, পাথর দিয়ে তৈরি হচ্ছে বড় বড় ইমারত। আদিবাসী মহল্লাতেও এর প্রভাব পড়েছে। এর ফলে আদিবাসী গ্রামগুলি থেকে মাটির ঘর হারিয়ে যাচ্ছে। মাটির ঘরগুলি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা বিবিজান বিবি - কে 11.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74E 90686 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "কে ভেবেছিল যে আমি এই বয়সে এসে একজন কোটিপতি হয়ে উঠবো? এই সময় যখন আমি অন্যের সাহায্যপ্রার্থি, ঠিক সেই সময় আমার ভালবাসার মানুষদের সাহায্য করতে পারব বলে আমি নিজে গর্বিত বোধ করছি। ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিডিও-কে স্মারকলিপি

জটেশ্বর, ১১ ডিসেম্বর : স্কুলের একাধিক সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার বিডিওকে স্মারকলিপি দিলেন ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিসাবাড়ি সরুগাঁও এলাকার মাগুরটারির বাসিন্দারা। অভিভাবকদের অভিযোগ, সরুগাঁও বড়গাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই স্কুলের জমিতে স্থানীয় এক বাসিন্দা চাষ করছেন। আরও অভিযোগ, প্রায় পাঁচ বছর আগে স্কুলের গাছ কাটা হলেও তার টাকার কোনও হদিস নেই।

ভগীরথ রায় নামে এক অভিভাবক বলেন,‘পাঁচ বছর আগে স্কুলের গাছ বিক্রির হিসেব নেই। আবার জমিও যদি কাউকে চাষ করতে দেওয়া হয়েছে। তাহলে সেই টাকা কোথায়?’ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষ বর্মন বলেন,‘দুটি গাছ ভিইসি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাটা হয়েছে। সেই টাকা ভিইসি কমিটির কাছেই রয়েছে। স্কুলের পাশের জমিতে কিচেন গার্ডেন তৈরি হবে।’

উন্নয়নে রাজনৈতিক রং, ক্ষোভ সিপিএমের

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ ডিসেম্বর : উন্নয়নে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরব সিপিএম। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে মুজনাই রেলস্টেশনের লেভেল ক্রসিং থেকে ধূমচি বিট অফিস পর্যন্ত ৩ কিমি দীর্ঘ রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। সমস্যায় চাঁপাগুড়ি এবং ধূমচি ফরেস্টের রাভাবস্তির কমবেশি ৭-৮ হাজার বাসিন্দা। অভিযোগ, রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার দুজন সদস্য সিপিএমের বলে রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে না। সিপিএমের ওই দুই সদস্য রবিউল ইসলাম ও সংগীতা টিগ্গা ভগতের প্রশ্ন, রাজনৈতিক রং দেখেই কি চাঁপাগুড়ির রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে না?

মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলম অবশ্য সাফ বলছেন, 'রাজনৈতিক রং দেখার প্রশ্ন নেই। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা পুনর্নির্মাণে জেলা পরিষদ কিংবা ডব্লিউবিসিএসআরডিএ পদক্ষেপ করবে।' এদিকে জেলা পরিষদের সদস্য তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহার বক্তব্য, 'জেলা পরিষদের পক্ষে এত বড় রাস্তা সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর কিংবা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে পদক্ষেপ করতে হবে।'

রাস্তা পুনর্নির্মাণের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুই গ্রামের মহিলা বাসিন্দারা মাদারিহাটের বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দেন। নেতৃত্বে ছিলেন সংগীতা। সংগীতার কথায়, 'বহু বছরের সমস্যা। প্রশাসনের হেলদোল নেই। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সম্ভবত রাজনৈতিক রং দেখা হচ্ছে।'

ভুয়ো শংসাপত্র

কালচিনি, ১১ ডিসেম্বর : হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা চঞ্চল নার্জিনারি গত বিধানসভা নির্বাচনে ভুয়ো তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র বের করে কালচিনি বিধানসভার সংরক্ষিত আসনে একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার অখিল ভারতীয় আদিবাসী মুক্তি মোর্চার তরফে চঞ্চলের বিরুদ্ধে জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হল। সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি প্রকাশ লোহার বলেন, 'চঞ্চলের আসল পদবি দাস। তিনি ভুয়ো তথ্য দিয়ে তপশিলি উপজাতির শংসাপত্র বের করেছেন। জেলা শাসকের কাছে ওঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছি। পাশাপাশি আগামীদিনে যাতে কেউ তপশিলি উপজাতির ভুয়ো শংসাপত্র বের করতে না পারেন, সেই বিষয়ে লক্ষ রাখার দাবিও জানানো হয়েছে।' প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দেবনাথ আগেই চঞ্চলের বিরুদ্ধে জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এদিন শান্তনুও অখিল ভারতীয় আদিবাসী মুক্তি মোর্চার সঙ্গে চঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে যান।

পরিবর্তন সভা

ফালাকাটা ও সোনাপুর, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার শিশাগোড়ে পরিবর্তন সভা করে বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটি। সেখানে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি ভূষণ মোদক, ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক জয় সূত্রধর, সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা বক্তব্য রাখেন। এর পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা ও সাহেবপোঁতা বাজারেও বিজেপির পক্ষ থেকে পরিবর্তন সভা আয়োজন করা হয়।

মেডিকেল ভ্যান

সোনাপুর, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিট পরিষেবা চালু হল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে। এদিন বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইরাগুড়িতে এই ভ্যানের উদ্বোধন হয়। এই ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিটে বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা থেকে ইসিজি সহ একাধিক সুবিধা পাওয়া যাবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল সহ অনেকে।

ছবি : প্রতীকী (এআই)

কুকর্ম ভাইরাল, লজ্জিত কিশোর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ! চুরিতে সাহায্য করেছিল বন্ধুকে। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় সেই দৃশ্য রেকর্ড হয়ে যায়। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়ে যায়। তারপর! যা হওয়ার তাই- লজ্জায় মুখ দেখানোর উপায় নেই। অবশেষে সেই দোকান মালিকের কাছে ক্ষমা চেয়ে কিছুটা যেন ভারমুক্ত হল সেই কিশোর।

৩ ডিসেম্বর শোভাগঞ্জ এলাকায় চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ফেঁসে যায় একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্র। সিসিটিভি ফুটেজের সেই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই অভিভাবকদের বকুনি খেতে হয় তাকে। অনুশোচনার জেরে বৃহস্পতিবার স্কুলে যাওয়ার আগে ওই দোকান মালিকের সঙ্গে দেখা করে সে এবং ভুল স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। বিষয়টি জানার পর আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ওই কিশোর অবশ্য সরাসরি চুরি করেনি, সে উপহার কেনার অছিলায় দোকান মালিককে ব্যস্ত রেখেছিল। আর তার বন্ধু ওই মালিকেরই পাশের ওষুধের দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় চার হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ভাগে সে অবশ্য ২০০ টাকা 'বকশিশ' পায় বলে জানায়। যদিও এখনও মূল অভিযুক্ত সামনে আসেনি। দোকান মালিক তাকে ক্ষমা করে দিলেও মূল অভিযুক্তের খোঁজ দেওয়ার শর্ত রেখেছেন।

ওই পড়ুয়ার কথায়, 'বিষয়টি প্রথমে বুঝতে পারিনি। বন্ধুর কথামতো কাজ করেছি। ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে রাতে ঘুমাতে পারছি না। খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না। তবে ভিডিও পোস্টটি সামাজিক মাধ্যম থেকে মুছে দিলে ভালো হয়। বাড়ির লোক বকাঝকা করছে।'

এদিন স্কুলের পোশাক পরিহিত ওই পড়ুয়া দোকানে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে অবাক হয়ে যান মালিক গোপাল ভদ্র। তাঁর কথায়, 'পড়ুয়ার কথায় সত্যতা ছিল। তাই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে মন চায়নি। চুরি করার ভাইরাল ভিডিও মুছে দেওয়ার অনুরোধ করে। তাকে এই বিষয়ে আশ্বাস দিলেও মূল অভিযুক্তের খোঁজ দিতে বলেছি।' পুলিশের এক কর্তার মন্তব্য, 'ওই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে দোকান মালিকের অভিযোগ নেই। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়েছে।' ক্লাস শেষে বিকেলে ফোনে ফের দোকান মালিকের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা হয়েছে ওই পড়ুয়ার। তিনি তাকে বন্ধুকে নিয়ে থানায় আসতে বলেন। কথামতো সে বন্ধুকে নিয়ে থানায় হাজির হয়, দোকান মালিকও আসেন। দোকান মালিক শুধু পুলিশের সামনে দাবি রাখেন, চুরি করা টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

ক্রেশের দায়িত্ব নিয়ে হাতাহাতি

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১১ ডিসেম্বর : ক্রেশের দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, শামুকতলা থানার পুলিশকে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। ঘটনায় রিতা ওরাওঁ নামে এক মহিলা জখম হয়েছেন। সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার-২ বিডিও।

গত ১০ নভেম্বর ধওলাঝোরা চা বাগানে ক্রেশের উদ্বোধন হয়। সেদিন সেটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহিলাদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের বক্তব্য, ওই এলাকার ২৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের অন্ধকারে রেখে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে ওই ক্রেশ চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনের পরেই ক্রেশে তালা ঝুলিয়ে দেন বিক্ষুব্ধরা। বৃহস্পতিবার সেটির পরিষেবা চালু করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর মহিলারা সেটি খুলতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। যা পরে হাতাহাতিতে গড়ায়। পুলিশ গিয়ে দু'পক্ষকে সামাল দেয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্যোতি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মিনা ওরাওঁ বলেন, 'আমরা আবেদনের ভিত্তিতে দায়িত্ব পেয়েছি। তাই আমরা সেটি পরিচালনা করার জন্য এদিন গেলে আমাদের ওপর চড়াও হয় ওরা।' অপরপক্ষের রিতা ওরাওঁ, বীণা লোহাররা বিক্ষোভে শামিল হয়ে দাবি করেন, পুরোপুরি অনৈতিকভাবে তাঁদের অন্ধকারে রেখে একটি নির্দিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। রিতা বলেন, 'সমস্ত প্রশাসনিক কর্তার কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আমরা চাই রোটেশনালি অন্যান্য

> আমরা আবেদনের ভিত্তিতে দায়িত্ব পেয়েছি। তাই আমরা সেটি পরিচালনা করার জন্য এদিন গেলে আমাদের ওপর চড়াও হয় ওরা।
>
> **মিনা ওরাওঁ**
> *দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্যোতি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য*

স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হোক।' সুজাতা বরা নামে এক মহিলার মন্তব্য, 'সভা করে সমস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলার মতামত নিয়ে ক্রেশের দায়িত্ব দিতে হবে।'

শ্রমিক নেতা কেদার নেওয়ারের কথায়, 'এই পরিস্থিতি কোনওভাবেই কাম্য নয়। সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসে বিষয়টি মিটমাট করে দায়িত্ব দেওয়া উচিত প্রশাসনের।' বিডিও নিমা শেরিং শেরপা বলেন, 'দুই পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করা হবে।'

মহাসড়কের ৫ জায়গায় ফুটব্রিজ

পারাপার সমস্যা মিটলেও আন্ডারপাস তৈরি হল না

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা মহাসড়কের কাজের শুরু থেকেই বেশ কয়েকটি জায়গায় রাস্তা পারাপার নিয়ে বড় সমস্যা ছিল। চার লেনের রাস্তা পারাপার করতে সমস্যা হবে বলে বিভিন্ন মহল থেকেই অভিযোগ এসেছিল। বিশেষ করে স্কুল, বড় বাজার, হাসপাতালের মতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আন্ডারপাস তৈরির দাবি ছিল। মহাসড়কের কাজ শুরু হয়ে যাওয়ায় নকশা পরিবর্তন করে আন্ডারপাস না করা হলেও পাঁচ জায়গায় ফুটব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)।

সলসলাবাড়ি-ফালাকাটার ৪১ কিমি রাস্তার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ফুটব্রিজগুলি তৈরি হবে। সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, রাইচেঙ্গা, পলাশবাড়ি, মরিচবাড়ি, বুড়িঘাট এবং সোনাপুর সংলগ্ন এলাকায় ওই ফুটব্রিজ তৈরি হবে।

কোথায় কোথায়

সলসলাবাড়ি-ফালাকাটার ৪১ কিমি রাস্তার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ফুটব্রিজগুলি তৈরি হবে

রাইচেঙ্গা, পলাশবাড়ি, মরিচবাড়ি, বুড়িঘাট এবং সোনাপুর সংলগ্ন এলাকায় ওই ফুটব্রিজ তৈরি হবে

ইতিমধ্যে মরিচবাড়িতে ফুটব্রিজ তৈরি শুরুও হয়েছে

ইতিমধ্যেই মরিচবাড়িতে সেই ফুটব্রিজ তৈরি শুরুও হয়েছে। বাকি জায়গাগুলিতেও দ্রুত কাজ শুরু হবে। মরিচবাড়িতে কাজ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি জায়গার মধ্যে যেখানে সড়কের কাজ শেষ হয়েছে, সেখানে ফুটব্রিজের কাজ শুরু হবে।

মহাসড়কে তৈরি হচ্ছে ফুটব্রিজ। মরিচবাড়িতে।

এনএইচএআই-এর ডেপুটি ম্যানেজার অজয় কুমার বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় যে ফুটব্রিজগুলি তৈরি হবে, সেটা দিয়ে সহজেই রাস্তার এক পাশ থেকে আরেক পাশে মানুষ যেতে পারবে। বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হবে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকবে না।'

এনএইচএআই-এর আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ফুটব্রিজগুলি লোহার তৈরি হবে। রাস্তার দু'পাশে ব্রিজে ওঠার সিঁড়ি থাকবে। লোহার কাঠামো অন্য জায়গা থেকে তৈরি করে এনে যেখানে ব্রিজ হবে সেখানে জোড়া দেওয়া হচ্ছে। মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থার এক আধিকারিক সম্বর সিং বলেন, 'আমাদের ওই ফুটব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা জানানো হয়। সেইমতো কাজ করা হচ্ছে। যেখানে রাস্তায় পিচ ঢালাই শেষ হচ্ছে সেখানে ফুটব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে।'

যেসব জায়গায় ফুটব্রিজ তৈরির কথা হচ্ছে, সেই এলাকাগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই খুশির আমেজ। মরিচবাড়ি এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণপদ বর্মন, প্রমোদ বর্মনরা জানালেন, রাস্তা পার করে কীভাবে বাচ্চারা স্কুলে যাবে, এতদিন সেই চিন্তায় ছিলেন তাঁরা। সেটা দূর হয়েছে কাজ শুরু হওয়ায়।

পলাশবাড়ি সংলগ্ন শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়ের মন্তব্য, 'আমরা অনেকবার ফুটব্রিজের দাবি করেছি। এটা হওয়া দরকার। এই জায়গায় তিনটি স্কুল, একটি হাসপাতাল রয়েছে। ফুটব্রিজ না দিলে বিপদ হত।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বাঁদরামি। কোচবিহারের রসিকবিলে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক চক্রবর্তী।

বছর গড়ালেও তালাবন্ধ নয়া সার্কেল ভবন

পুরোনো অফিসের বেহাল অবস্থা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১১ ডিসেম্বর : প্রায় তিন বছর আগে জটেশ্বর বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ফালাকাটা উত্তর মণ্ডল পরিদর্শকের নতুন অফিস ভবন তৈরি শুরু হয়। ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দে দীর্ঘ দু'বছর টিমেতালে কাজ চলার পর ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু উদ্বোধন আজ পর্যন্ত হয়নি। প্রায় এক বছর ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেটি। কবে উদ্বোধন হবে তা জানাতে পারেনি শিক্ষা দপ্তর। তবে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, এখনও ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগ সহ নানান কাজ বাকি রয়েছে। সেগুলি সম্পন্ন হলে তবেই ভবনটির উদ্বোধন হবে। এবিষয়ে প্রাথমিকের ফালাকাটা উত্তর মণ্ডল পরিদর্শক (এসআই) পিউ দে বলেন, 'ঘরে আসবাবপত্র ঢোকানো বাকি রয়েছে। নতুন ডিআই ম্যাডাম সবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে জানিয়ে ভবনটির উদ্বোধন করা হবে।'

জটেশ্বরে অবস্থিত প্রাথমিকের পুরোনো সার্কেল ভবনটি বেহাল হওয়ায় বৃষ্টির সময় ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। একাধিকবার ছাদের চাঙড় ভেঙে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মাথায় পড়ার অভিযোগও উঠেছিল। সেই পুরোনো ভবন ভেঙে নতুন ভবন তৈরির দাবিতে সরব হয়েছিলেন শিক্ষকরা। সেই দাবি মেনেই নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রাথমিকের ফালাকাটা উত্তর মণ্ডলের দলগাঁও, দেওগাঁও, খগেনহাট, এথেলবাড়ি সহ বেশকিছু এলাকায় মোট ৭৯টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। নতুন ভবনে স্কুলগুলির শিক্ষকের মিটিং হল, বইখাতার জন্য গোডাউন রয়েছে। রয়েছে সার্কেল পরিদর্শকের আলাদা ঘর। কম্পিউটার রুম, শিক্ষাবন্ধুদের জন্য আলাদা ঘর রয়েছে। পুরোনো ঘর ছেড়ে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হলে সকলের কাজের সুবিধা হবে বলে দাবি শিক্ষক সংগঠনগুলির। নতুন ভবন উদ্বোধন না হওয়ায় পুরোনো ঘরের গোডাউনে ৭৯টি স্কুলের বইখাতা থাকছে। শিক্ষকদের নিয়ে জরুরি মিটিং বা কর্মশালা পার্শ্ববর্তী স্কুলের শ্রেণিকক্ষে করতে হচ্ছে।

সুবিধা অধরা

- নতুন ভবনে স্কুলগুলির শিক্ষকদের মিটিং হল, বইখাতার জন্য গোডাউন রয়েছে
- রয়েছে সার্কেল পরিদর্শকের আলাদা ঘর
- কম্পিউটার রুম, শিক্ষাবন্ধুদের জন্য আলাদা ঘর রয়েছে
- প্রায় সব কাজই শেষ, শুধু ঘরে আসবাবপত্র ঢোকানো বাকি রয়েছে

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ফালাকাটা উত্তর মণ্ডল সম্পাদক নিশিকান্ত সরকার বলেন, 'প্রায় তিন বছর হতে চলেছে, এখনও ভবনটির উদ্বোধন হল না। মিটিংয়ের জন্য বোর্ড স্কুলের ঘর ব্যবহার করতে হয়।'

ঠিকাদারি সংস্থার তরফে অনুপম দত্ত বলেন, ভবন নির্মাণ সমাপ্ত আমাদের তরফে আমরা ভবন হস্তান্তরিত করেছি, বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি শুনেছি। ওই কাজটির আমরা বরাত পাইনি তাই বিস্তারিত বলতে পারব না।

গাঁজা পাচারে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ ডিসেম্বর : গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য তাপস মোদক (৩৩)। তিনি দিনহাটার ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। বুধবার রাতে কোচবিহার শহর লাগোয়া হরিণচওড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তাপস একসময় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। বিজেপির টিকিটে তাপস পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হলেও লোকসভা নির্বাচনের পর তিনি তৃণমূলে যোগ দেন।

তাপসকে ফাঁসানো হতে পারে বলে দাবি করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়াংকা দে সরকারের বক্তব্য, 'সকালেই গ্রেপ্তারের বিষয়টি শুনেছি। তবে আমার মনে হচ্ছে ওঁকে ফাঁসানো হতে পারে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করুক। তাহলেই সত্যিটা বের হবে।' যদিও বিজেপির দাবি, অসামাজিক কাজকর্ম করার জন্যই অভিযুক্ত বিজেপি থেকে গিয়ে তৃণমূলে আশ্রয় নিয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকে মাদক পাচারকারীদের রমরমা বাড়ছে। এটা তারই একটি উদাহরণ। একজন পঞ্চায়েত সদস্য যদি গাঁজা পাচারে অভিযুক্ত হন তাহলে সমাজের কাছে কী বার্তা পৌঁছাবে?'

বুধবার রাতে হরিণচওড়া এলাকা থেকে তাপসকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিনহাটা থেকে কোচবিহারের দিকে তিনি একটি ছোট গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে ২৬ কেজি ৭৮০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার তাঁকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ডেপুটি পুলিশ সুপার বিনোদ গজমের বলেছেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলাম যে গাঁজা পাচার করা হচ্ছে। তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা সহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তবে গাঁজাগুলি কোন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল বা কোথায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তা স্পষ্ট নয়। ঘটনায় তাপসের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা জানতে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

এর আগেও শাসকদলের একাধিক জনপ্রতিনিধি ও নেতাকে মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বারবার এধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে এধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছে দল। পুলিশের তরফে নিয়মিত অভিযান চালানো হয় বলে দাবি করা হলেও গোটা জেলাই গাঁজা, ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের করিডর হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। নিয়মিত অভিযান চালিয়ে চক্রের পান্ডাদের ধরার দাবি উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে।

ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য। কোচবিহার জেলা আদালতে।

দমকলকেন্দ্রের জন্য মাটি পরীক্ষা

শামুকতলা, ১১ ডিসেম্বর : শামুকতলায় দমকলকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগোল। বৃহস্পতিবার শক্তিনগর এলাকায় দমকলকেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত জমির মাটি পরীক্ষা করেছে পুলিশ আবাসন দপ্তর। নমুনা হিসাবে কিছুটা মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন দপ্তরের আধিকারিকরা। মাটি পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ আবাসন দপ্তরের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মানব সরকার। তিনি বলেন, 'দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য প্ল্যান করা হয়েছে। ভবনের ভিত কীভাবে তৈরি হবে, তা নিশ্চিত করার জন্য মাটি পরীক্ষার প্রক্রিয়া হল। আশা করা যায়, খুব তাড়াতাড়ি ভবন তৈরির কাজ শুরু হবে।'

ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ও দমকলমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়ে আবেদন জানানো হয়। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে বলেন, 'এবার মনে হচ্ছে, দমকলকেন্দ্র তৈরি হবে। অনেকদিন ধরে আমরা দাবি জানাচ্ছি। সরকার অনুমোদনও দিয়েছে। আমরা চাইছি, দ্রুত দমকলের ভবন তৈরির কাজ শুরু হোক। দমকলকেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেওয়ায় এদিন ব্যবসায়ী সমিতি এবং তৃণমূল কিষান খেতমজুর আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক কমিটির তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

গত ২৭ নভেম্বর শামুকতলায় দমকলকেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন

দেয় রাজ্য সরকার। একইদিনে রাজ্যে আরও সাতটি নতুন দমকলকেন্দ্র স্থাপন করার ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। গত দুই বছর ধরে ওই দমকলকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। দফায় দফায় জমি পরিদর্শন ও জরিপ করা হয়। তবে একটা অনিশ্চয়তা চলছিলই। এবার জমির মাটি পরীক্ষায় কী ফল আসে, অপেক্ষায় শামুকতলাবাসী।

আপাতত পথশ্রীর ৬টি রাস্তা পাচ্ছে কুমারগ্রাম

কুমারগ্রাম ও কালচিনি, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার গোটা জেলার পাশাপাশি কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে পথশ্রী-৪ প্রকল্পে মোট ৬টি রাস্তার শিলান্যাস উপলক্ষ্যে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বউবাজার এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রামের বিডিও সন্দীপ ধাড়া, জয়েন্ট বিডিও সৌমব্রত সরকার, কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ বর্মন, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ধীরেশচন্দ্র রায় সহ বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা।

কুমারগ্রামের বিডিও সন্দীপ ধাড়া জানিয়েছেন, কুমারগ্রাম ব্লকে পথশ্রী-৪ প্রকল্পের অধীনে মোট ৮টি রাস্তা পাকা করা হবে। আপাতত ৬টি রাস্তার শিলান্যাস করা হল। ওই ৬টি রাস্তার দৈর্ঘ্য সাড়ে ৩ কিমি। বরাদ্দ ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। আরও দুটি রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। ওই দুটি রাস্তা দেড় কিমি দীর্ঘ। এর জন্য ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে ওই দুটি রাস্তার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেওয়া হবে।

ওই ৬টি রাস্তা হল-- চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/৭২ অংশে দক্ষিণ চ্যাংমারিতে রবি সরকারের বাড়ি থেকে দীপেন কোঙারের বাড়ি পর্যন্ত, কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/১৬২ অংশে দক্ষিণ নারারথলিতে ভারতী দাসের বাড়ি থেকে কাজল বিশ্বাসের বাড়ি হয়ে মিনতি রায়ের বাড়ি পর্যন্ত এবং ১০/১৫০ অংশে তেলিপাড়ায় গোয়াবাড়ি টোলপ্লাজা শনি মন্দির থেকে দিলেশ কার্জির বাড়ি পর্যন্ত, ভক্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/১১৮ অংশে মাঝেরডাবরিতে সুকান্ত সাহার বাড়ি থেকে টাকুলা সেতু পর্যন্ত, তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/১২ অংশে বিনোদ তির্কির বাড়ি থেকে ভীম বাসফোঁড়ের বাড়ি পর্যন্ত এবং ১০/০২ অংশে পূর্ত দপ্তরের পাকা রাস্তা থেকে বিশাল ওরাওঁয়ের বাড়ি পর্যন্ত। ওই গ্র্যাভেল রাস্তাগুলোকে পাকা করে কংক্রিটের (সিসি রোড) রাস্তায় উন্নীত করার কাজ শুরু হল।

অন্য যে দুটি রাস্তা এরপর তালিকায় রয়েছে, সেগুলি হল চ্যাংমারির ১০/৮২ অংশে ঘাকসাপাড়ায় পূর্ত দপ্তরের পাকা রাস্তা থেকে রবিচাঁদ কাছুয়ার বাড়ি হয়ে জয়ন্ত দাসের বাড়ি পর্যন্ত এবং রায়ডাক গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/২৪ অংশে রায়ডাক চা বাগানে নিরাজ লাকড়ার বাড়ি থেকে জাকেরিয়াস বাক্সলার বাড়ি হয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পর্যন্ত। ওই দুটি রাস্তাকেও সিসি রোড হিসেবে তৈরি করার কাজ দ্রুত শুরু হবে।

কালচিনিতেও এদিন লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ লতাবাড়ির মেচবস্তিতে ১.৪ কিলোমিটার কংক্রিটের রাস্তার নির্মাণকাজের সূচনার মধ্যে দিয়ে কালচিনি ব্লকে পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের সূচনা হয়।

চ্যাংমারি বৌবাজারে রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার।

প্রথম জামিন

শিলদায় পুলিশ ক্যাম্পে মাওবাদী হানায় হাইকোর্টে প্রথম জামিন। শর্তসাপেক্ষে ধৃতিরঞ্জন মাহাতোকে ১০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন দিল আদালত। তবে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

গালি, হুমকি

কলকাতার অভিজাত আবাসনের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে বিএলও-কে গালিগালাজ করা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ওই ভোটারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্বাচন কমিশন।

মেট্রো জট

চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজের জন্য জট কাটাতে ফের বৈঠকের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।

লাঠিচার্জ

বিজেপির নারকেলডাঙা থানা ঘেরাওকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বিজেপির দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে।

লেগেছে গুঁড়ের পরশ... বৃহস্পতিবার বীরভূমের নলহাটিতে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

এগিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা

৯৯ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম জমা, চিন্তা কম তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করেছিল তৃণমূল। কারণ, অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিকই এসআইআর ফর্ম পূরণ করার জন্য এই রাজ্যে আসতে পারবেন না বলে তাদের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল, ৯৯ শতাংশের কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ফলে মালদা-মুর্শিদাবাদ-দুই দিনাজপুর- কোচবিহার সহ বিস্তীর্ণ এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট নিয়ে তৃণমূলের যে আশঙ্কা ছিল, তা অনেকটাই দূর হয়েছে বলে মনে করছেন দলের নেতারা। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে প্রায় ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কর্মরত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ২১ লক্ষ ২ হাজার ৫৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, এসআইআর আবহে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নাগরিকত্ব নিয়ে যে আশঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছিল, প্রথম থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সেই মেঘ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের পক্ষ থেকে এই শ্রমিকদের এসআইআর ফর্ম পূরণ করা নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কোনও শ্রমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ফিরতে না পারলেও তাঁদের নিকট আত্মীয় ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন। কমিশনের নির্দেশ মেনে প্রয়োজনীয় নথিও তাঁরা জমা দিয়েছেন।

ফলে তাঁদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছেন না তৃণমূল নেতারা। পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অনেক অত্যাচার বিজেপি সরকার করেছে। এখনও চারজন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিজেপির যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিযায়ী শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের নাম বাদ গেলে আন্দোলন তীব্র হবে।'

পরিসংখ্যান

- রাজ্যে ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক
- ২১ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন
- পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড গোটা বিষয়ে তদারকি করেছে

ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ নিয়ে আগেই সরব হয়েছিল তৃণমূল। তা নিয়ে রাজপথেও নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য প্রথম থেকেই বুথস্তরে দলীয় কর্মীদের নামিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তার ফলে বিএলওরা যখন ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে ফর্ম দিতে গিয়েছেন, তখন তৃণমূলের বিএলএরা তা পূরণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। তার ফলেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে দুশ্চিন্তা তৃণমূলের কেটেছে বলে মনে করছেন দলের নেতারা।

গাড়ি দুর্ঘটনায় এখনও অধরা অভিযুক্তরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানের মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কার ঘটনায় পরতে পরতে রহস্য দানা বাঁধছে। ঘটনার দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টা পর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভোলানাথ ঘোষ। জানা গিয়েছে, ন্যাজাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগপত্রে প্রথমেই শেখ শাহজাহান, তাঁর স্ত্রী তসলিমা বিবি, গফফর শেখ, সাবির আলি মোল্লা, ছয়রাপ মির, আবুল কাহার মোল্লা, আবদুল আলি মোল্লা ও নজরুল মোল্লার নাম রয়েছে। এই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ভোলানাথ নিজেই। তাই ঘটনার দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও কেন তাঁদের তরফে মামলা রুজু করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল।

সূত্রের খবর, খুন ও খুনের চেষ্টার ধারাতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, শেখ শাহজাহানের পরিকল্পনাতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। শাহজাহানের স্ত্রীর নাম উল্লেখের কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে, শাহজাহান তাঁর স্ত্রীকে প্রথমে এই পরিকল্পনার কথা জানান। তারপরই বাকিদের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা সাজান। যদিও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে ঘাতক লরির চালক আবদুল আলি মোল্লা, নজরুল মোল্লা সহ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গাড়িটিতে ধাক্কা মারার পর নজরুল মোল্লার বাইকে চেপেই পালিয়ে যায় আবদুল। সূত্রের খবর, জেলবন্দি শাহজাহানের সমস্ত কিছু দেখাশোনা করতেন আলি। এদিকে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ এখন তদন্তের মূল হাতিয়ার পুলিশের। অকুস্থলে কোনও সিসি ক্যামেরা নেই তাই মালঞ্চ থেকে সরবেরিয়া পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ন্যাজাট থানার পুলিশ ও ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ভোলানাথের চার চাকার গাড়ি ও ঘাতক লরিটির ফরেন্সিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। কোন কোন অংশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভোলানাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, গুরুতর আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

ইডি-সিবিআইয়ের মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ। তাঁর বয়ান থেকেই বেশ কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছিল তদন্তকারীদের কাছে। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, ২০১৬ সালে আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ীর থেকে কয়লা কিনে ইট-ভাটায় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেছিল শাহজাহান। ২০১৭ সালে পার্টনারশিপে মাছের ব্যবসা, ২০১৮ সালে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছিল শাহজাহান। কীভাবে শাহজাহানের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছিল, তা খোলসা করেন ভোলানাথ। একসময় শাহজাহানের সমস্ত হিসেবনিকেশ থাকত তাঁর কাছে।

লরির চালকই দেখাশোনা করতেন সব, অভিযোগ

বিডিও'র শুনানি ঝুলেই

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : শূন্য পেয়েও বিডিও হয়েছেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এই সংক্রান্ত মামলা দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে। একাধিকবার মামলাটি শুনানির জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে তালিকাভুক্ত হলেও তা শুনানির জন্য ওঠেনি। বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলেও তা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের তরফে। যদিও মূল মামলাকারীর তরফে আইনজীবী আগামী সপ্তাহেই শুনানির জন্য আবেদন করেন। তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানুয়ারিতে ফের মামলাটি শুনানির আশ্বাস দিয়েছে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ সহ একাধিক বিষয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল বহু বছর আগে। সেই সূত্রেই বিতর্কিত বিডিওর নিয়োগের বিষয়টিও উঠে আসে। অভিযোগ, সাদা খাতায় চাকরি হয়েছিল প্রশান্তর। শূন্য পেয়েও ডব্লিউবিসিএস উত্তীর্ণদের তালিকায় নাম ছিল তাঁর। মামলাটি বহু বছর শুনানির জন্য ওঠেনি। কিন্তু দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের ঘটনার পর নতুন করে বিডিওর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাটি শুনানির জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। তারপর একাধিক বার শুনানির তালিকা ভুক্ত হলেও আদালত নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় শুনানি হয়নি। এদিন মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে।

নিয়োগে অনিয়মের মামলা

মূল আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, 'এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা স্বস্তি পেয়ে যাচ্ছেন।'

বারাসত আদালত থেকে বিডিওর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তাঁর আগাম জামিন বাতিল চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ সম্প্রতি এই মামলাটি শুনানিতে উঠলে কেস ডায়েরি তলব করেছেন। ১৬ ডিসেম্বর মামলাটির শুনানিও হবে।

অনিকেত আরজি করেই, সুপ্রিম নির্দেশ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টেরই নির্দেশ বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ নয়, অনিকেতকে পোস্টিং দিতে হবে আরজি করেই। দু-সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ। তারপরই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অনিকেত সহ আরজি কর আন্দোলনের অন্য প্রতিবাদী চিকিৎসকরা।

কাউন্সেলিং অনুযায়ী পোস্টিং না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনিকেত। একক বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চ উভয়পক্ষই অনিকেতকে আরজি করে বহাল রাখার নির্দেশ দেয়। তার

পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি ফাইল করে রাজ্য। তবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি শীর্ষ আদালত। তবে এখনই পোস্টিং পাবেন বলে মনে করছেন না অনিকেত। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হবে বলেও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, রাজ্য প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাই তিনি আশা করছেন দেরিতে হলেও বোধোদয় হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে তাঁকে আরজি করের অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগে পোস্টিং দেওয়ার দাবি করেছেন অনিকেত। তিনি বলেন, 'প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে। এর আগে কোনও মামলায় এরকম ঘটনা নিয়ে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না।' সুপ্রিম নির্দেশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া। তিনি বলেন, 'রাজ্যের উচিত, এই ধরনের অন্যায় যেন ভবিষ্যতে না ঘটে সেদিকে নজর দেওয়া।'

বিধানসভার শীত অধিবেশন এখনও অনিশ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত শাসক ও বিরোধী বিধায়করা সকলেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর মন্ত্রী-বিধায়কদের এসআইআর-এর কাজ দেখতে নিজের এলাকাতেই থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই অবস্থায় রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শীতকালীন অধিবেশন ডাকা হয়। অথচ এবার ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহও প্রায় শেষ হতে চলল। কিন্তু শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে কোনও সাড়াশব্দ নেই। এমনিতেই রাজ্য সরকার অধিবেশনের জন্য বিল, প্রস্তাব ও অন্যান্য কোনও বিষয় থাকলে বিধানসভার অধ্যক্ষকে জানালে অধিবেশন ডাকা হয়। এবার এখনও রাজ্য সরকার অধ্যক্ষকে কিছু জানায়নি। ফলে এবার শীতকালীন অধিবেশন ডাকার বিষয়টি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অনিশ্চিতই থেকে গিয়েছে।

এই নিয়ে এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও মন্তব্য করেননি। তৃণমূল পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষও জানিয়েছেন, শীতকালীন অধিবেশনের প্রস্তুতি শুরু করার ব্যাপারে তাঁর কাছে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি।

অথচ আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে এই শীতকালীন অধিবেশনই শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হওয়ার কথা। আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে কয়েকদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট অধিবেশন হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে শীতকালীন অধিবেশন এবার না বসলে সপ্তদশ বিধানসভার আর কোনও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে না।

এই নিয়ে অবশ্য সরকার, বিরোধীপক্ষ ও বিধানসভার সচিবালয়ের কেউই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। বিধানসভার সচিবালয়ের দু-একজন আধিকারিক অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, এসআইআর-এর কাজ শেষ হয়ে এলে দু-তিন দিনের জন্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ডাকা হলেও হতে পারে।

রানি আমার... বৃহস্পতিবার কলকাতার মল্লিকঘাটে। ছবি- রাজীব মণ্ডল

যৌন সম্পর্কে নাবালিকার সম্মতি নয়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'প্রেমের সম্পর্ক থাকলেই যৌন সম্পর্কে সম্মতি দিতে পারে না নাবালিকা', একটি পকসো মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। তবে নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে যৌন সঙ্গমের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিকের যাবজ্জীবন সাজা বহাল রেখেছে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'নিযাতিতা নাবালিকা। তাই সে বৈধ ও আইনত প্রয়োগযোগ্য সম্মতি দিতে অক্ষম ছিল।' একজন নাবালিকা যৌন সম্পর্কের পরিণতি সম্পর্কে নাও জানতে পারে। অভিযুক্তের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নাবালিকার। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়ে নাবালিকা। এই ঘটনাতেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ও পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযুক্ত।

আদালত সূত্রের খবর, নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্ত প্রেমিক ২০১৪ সালে সম্পর্কে জড়ান। ২০১৬ সালে তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। তখন নাবালিকার বয়স মাত্র ১৪ বছর। ২০১৭ সালে নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বিষয়টি প্রকাশ্যেই আসতেই অভিযুক্ত গর্ভস্থ সন্তানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে নিযাতিতা একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। তারপরই নাবালিকা ও তাঁর পরিবার থানায় মামলা দায়ের করে। হাইকোর্টে এই মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, অভিযুক্ত যে নিযাতিতার সন্তানের বাবা নয়, তা অস্বীকার করা যায় না। নিযাতিতার বয়ান ও ডিএনএ রিপোর্ট সহ একাধিক প্রমাণ স্পষ্ট করেছে, নিযাতিতার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল অভিযুক্তের। যদিও অভিযুক্তের আইনজীবীর দাবি, নিযাতিতার বয়স স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু আদালতের যুক্তি, মামলা চলাকালীন অভিযুক্ত বয়স নিয়ে কোনও আপত্তি তোলেনি। তাই নিম্ন আদালতের রায়কেই বহাল রেখে হাইকোর্টের তরফে স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিতে বলা হয়েছে। অভিযুক্তকেও অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ওই রায়ে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত যদি জামিনে মুক্ত থাকে. তাহলে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করে যাবজ্জীবনের সাজা কার্যকর করতে হবে।

পকসো মামলায় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

গোয়ালপোখরের ডাক্তারি পড়ুয়াকে অবিলম্বে ভর্তি করতে নির্দেশ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা প্রান্তিক শ্রেণির অন্তর্গত পড়ুয়ার মেধাকে উৎসাহিত করতে হবে', উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের এক ডাক্তারি পড়ুয়ার মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, 'প্রান্তিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা পড়ুয়ার এগিয়ে আসার লড়াইকে উৎসাহিত করতে হবে। আদালত এই বিষয়টি গুরুত্ব দেয়।' আবেদনকারী ওই পড়ুয়াকে অবিলম্বে তাঁর বরাদ্দ আসনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তিনি নির্দেশ দেন, ওই পড়ুয়ার ভর্তির পর ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল কমিটি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ করবে। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন ও মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি এই বিষয়ে যথোপযুক্ত সহযোগিতা করবে।

ইসলামপুর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে আবেদনকারী নাহিদ আলমের বাড়ি। কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠা নাহিদের ছোট থেকেই লড়াই ছিল আর্থিক সংকটের বিরুদ্ধে। চলতি বছর নিটে বসে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তির সুযোগ পান তিনি। কিন্তু ভর্তি ও পড়াশোনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধার্য ছিল। সুদূর গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে জানতে পারেন, বজবজ নয়, তাঁকে এসএসকেএমে একলপ্তে ২৫ লক্ষ টাকা ড্রাফটে দিতে হবে। কিন্তু চেকের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে আসনটি সংরক্ষণ রাখতে চান তিনি। কিন্তু তা না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নাহিদ। তাতেই এদিন রায় দিয়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'একজন যোগ্য প্রার্থী কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের কারণে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না। সংবিধানের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল অংশের উত্থান ঘটানো। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আবেদনকারী সাংবিধানিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।'

প্রান্তিক শ্রেণির মেধাকে উৎসাহ দেওয়ার পরামর্শ হাইকোর্টের

বিক্ষোভে পর্যবেক্ষক

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : ফের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় এসআইআর-এর কাজ সরেজমিনে দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফলতায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুরুগান। ফিরে এসে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি। তবে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানা বা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ জানাননি মুরুগান। সন্ধ্যায় ফলতার ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যে রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশ। মানুষ বিক্ষোভ দেখাতেই পারে। সেটা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। দেখতে হবে আমরা কাজটা করতে পাচ্ছি কি না?'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার এসআইআরের কাজ দেখভাল করার দায়িত্ব মুরুগানের। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ ফলতা বিডিও অফিসে যান তিনি। বিডিও অফিসে বসেই ভোটার তালিকা নিয়ে বিডিও শানু বক্সীর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে বিডিওকে সঙ্গে নিয়েই দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি বুথ পরিদর্শনে যান। এই সময়ই স্থানীয় কিছু মহিলা তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

৩০ লক্ষ ভোটারের 'নো ম্যাপিং'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআর-এর নাম নথিভুক্তিকরণের শেষদিনে ভোটার তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি নাম বাদ পড়তে চলেছে। তবে এর বাইরেও পারিবারিক সম্পর্কে কোনওরকম যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়ায় আরও ৩০ লক্ষ নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা। এরই সঙ্গে সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ের সূত্রে যে ৮৮ শতাংশের বেশি নাম নথিভুক্ত হয়েছে, তা থেকেও যাচাইয়ের পর কয়েক লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছে কমিশন। সব মিলিয়ে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটির মতো নাম বাদ পড়তে পারে। এদিনও উলুবেড়িয়ায় দলীয় সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটি নাম বাদ যাচ্ছে বলে ফের দাবি করেছেন।

বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর বিএলও অ্যাপে নতুন করে আর কোনও নাম নথিভুক্ত করা যাবে না। তবে নথিভুক্ত নামের তথ্য সংশোধনের সুযোগ থাকবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। মানুষ জানতে চায় খসড়া ভোটার তালিকা থেকে কত নাম শেষ পর্যন্ত বাদ পড়তে চলেছে? শুনানিতে ডাক পাবেন কারা? কমিশনের সাফ কথা, মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট এবং নিখোঁজ বলে চিহ্নিত মোট ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি খসড়া ভোটার তালিকায় থাকবে না। যারা শুরুতেই 'নো ম্যাপিং' হয়ে গিয়েছেন, সেই ৩০ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে। এমনকি যাঁরা ইতিমধ্যেই সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ে চিহ্নিত, তাঁদের নথিতে কোনও গণ্ডগোল থাকলে তাঁদেরকেও শুনানিতে ডাকা হতে পারে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ৪০ লক্ষের বেশি লোক ডাক পেতে পারে এমনটাই মনে করছে কমিশন।

কাদের শুনানি

- যারা শুরুতেই 'নো ম্যাপিং' হয়ে গিয়েছেন, সেই ৩০ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে
- যাঁরা ইতিমধ্যেই সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ে চিহ্নিত, তাঁদের নথিতে কোনও গণ্ডগোল থাকলে তাঁদেরকেও শুনানিতে ডাকা হতে পারে
- সব মিলিয়ে ৪০ লক্ষের বেশি লোক ডাক পেতে পারে এমনটাই মনে করছে কমিশন

ফর্ম জমা কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচনি দপ্তরে দফায় দফায় জমা পড়া নথি যাচাইয়ের কাজ চলেছে। দফায় দফায় এই তথ্য যাচাইয়ে নাকাল হতে হচ্ছে বিএলওদেরও। বুধবারই বিএলও অ্যাপে নথুন একটি অপশন যুক্ত হয়েছে। যার নাম 'বিএলও মম'। এরপর এদিন আরও একটি নতুন অপশন যোগ করে পূরণ করা ফর্মের তথ্য আবার যাচাই করে দেখতে বিএলওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ বিএলওদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, বারবার এই তথ্য যাচাই করার নির্দেশ দিয়ে কমিশন তাঁদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করছে।

যদিও এ ব্যাপারে সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'আমরা চাই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে নির্বাচন কর্মী যেন বিপদে না পড়েন। সে কারণেই এই সংশোধন করার সুযোগ। তবে তারপরেও যদি ভুল থাকে তার জন্যে আইনানুযায়ী শাস্তি পেতে হবে।'

লাভ-ক্ষতির রিপোর্ট

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্য সরকারের প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও কর্পোরেশনের গত তিন আর্থিক বছরের লাভ ও লোকসানের হিসাব পেতে চায় নবান্নের অর্থ দপ্তর। চলতি মাসের ২৪ তারিখের মধ্যে তাদের এই আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ দপ্তরকে পেশ করতে বলা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট পোর্টালে আয়-ব্যয়ের হিসাব আপলোড করার পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য পরিসংখ্যান দিতে সক্ষম একজন নোডাল অফিসারের নামও জানাতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের এই সংক্রান্ত সার্কুলার (নম্বর ১৩০৬-এফবি) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রধান সচিব ও সচিবদের পাঠানো হয়েছে।

এদিন জারি করা সার্কুলারে এও জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির আগামী ২০২৬-২০২৭-এর বাজেট পরিকল্পনায় এই হিসাবনিকাশকে কাজে লাগানো হবে। অর্থাৎ, প্রধান ৩০টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আগামী পরিকল্পনা কীভাবে স্থির করা হবে, তার ওপর তাদের গত তিন আর্থিক বছরের লাভ-লোকসান নির্ভর করবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

থারুর-কাঁটা

চার বছর পর ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর নিয়ে যত না হইচই, তার দশগুণ বেশি শোরগোল হচ্ছে রুশ প্রেসিডেন্টের সম্মানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নৈশভোজ নিয়ে। বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ভারতে এলে তাঁর সম্মানে রাষ্ট্রপতির নৈশভোজের আয়োজন দীর্ঘদিনের প্রথা। কিন্তু শোরগোলের কারণ অন্য। ওই নৈশভোজে বিরোধী নেতাদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিরোধী মহলের মধ্যে একমাত্র আমন্ত্রিত ছিলেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে কিন্তু নৈশভোজের আমন্ত্রণ পাননি। স্বভাবতই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা পদমর্যাদার দিক থেকে একজন পূর্ণমন্ত্রীর সমান। বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান এলে সরকারের কর্মসূচিতে বিরোধী নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ রাখার প্রথা আছে। কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্ট ভারতে থাকাকালীন রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাতের কর্মসূচি রাখা হয়নি ও রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে নিমন্ত্রণ জানানো হয়নি। একইভাবে ব্রাত্য রাখা হয়েছে রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা খাড়গেকে।

রাহুল-মল্লিকার্জুন যেখানে ব্রাত্য, সেখানে শশী থারুরকে এত খাতির নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। থারুরের বক্তব্য, সংসদের বিদেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কেন আর কেউ আমন্ত্রণ পাননি, তিনি জানেন না। তবে তাঁরা থাকলে ভালো হত।

থারুর যাই বলুন, আদতে তিনি বহুদিন ধরে মোদির পছন্দের মানুষ। লন্ডনে জন্ম, মুম্বইয়ে মানুষ, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তনী তিনি। থারুর শুধু ২০০৯ থেকে লোকসভার সদস্য নন, তিনি একাধারে প্রাক্তন আমলা, আন্তর্জাতিক কূটনীতিক, বিশিষ্ট লেখকও। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, গার্ডিয়ান সহ আন্তর্জাতিক মানের পত্রপত্রিকার কলামনিস্ট তিনি। রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদেও কাজ করেছেন। অপারেশন সিঁদুরের পর কেন্দ্র প্রচারের উদ্দেশ্যে যে ক'টি সাংসদ দল তৈরি করেছিল, তার মধ্যে থারুরের দলটিকে দেওয়া হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে যাওয়ার ভার।

রাহুলের অভিযোগ, অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা এলে সরকারই বিরোধী নেতার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের আয়োজন করত। মোদি জমানায় সেই প্রথার লঙ্ঘন হচ্ছে। এই আমলে রাহুল কখনও বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। বিজেপি অবশ্য রাহুলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির দাবি, মোদি জমানাতেই শেখ হাসিনা সহ চার বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ রাহুল পেয়েছিলেন। আবার আমন্ত্রণ পেয়েও সরকারি বহু অনুষ্ঠানে রাহুল গরহাজির থেকেছেন।

রাষ্ট্রপতি পদে রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি পদে কেপি রাধাকৃষ্ণনের শপথে আসেননি রাহুল। সুতরাং রাহুলের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মনে করে বিজেপি।

রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে হাজির থাকার পর পুরো অনুষ্ঠান এবং রুশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন থারুর। তবে কেন্দ্রের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ এবং পবন খেরা। অতীতে এমন নজির নেই বলে তাঁদের অভিমত। একইসঙ্গে থারুরের নিন্দা করেছেন তাঁরা। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়েও তাঁরা সন্দিহান।

বেশ কিছুদিন ধরে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদের প্রতি মোদি সরকারের দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। থারুরও কখনও প্রকাশ্যে মোদির প্রশংসা করছেন, আবার কখনও কোনও ইস্যুতে কংগ্রেসের সমালোচনা করছেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিদেশে প্রচারের পর মোদির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন থারুর। শশী থারুর বলেই এআইসিসি এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

প্রতিনিয়ত থারুরের আচরণে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিড়ম্বনায় পড়লেও তাঁকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। কারণ একটাই, কংগ্রেস কোনও ব্যবস্থা নিলে থারুর হয়তো বিজেপিতে চলে যাবেন। তাই চরম অপমান হজম করেই থাকতে হচ্ছে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে। কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হবে?

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

শোক এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি

সময়ের সঙ্গে শোকজ্ঞাপনের রীতি বদলায়। শোকবিস্মৃত হতে পারে বলেই মানুষ পুনরায় কাজে ফিরতে পারে।

সন্দীপন নন্দী

বিংশ শতাব্দীতে শোকের আয়ু বড়জোর এক বছর। আমি জানি দুঃখের ডালি আজও উজাড় হয়নি কিন্তু একদিন হবে।

-- *নাজিম হিকমত*

আসলে শোক এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিসম। অতর্কিতে গলে যেতে পারে, অচিরে ভেঙে যেতে পারে। তবু শোক যে প্রকাশ পাবেই ইহাও অনিশ্চিত, সম্ভবের অতীত। কারণ শোক দোকানশোভিত পণ্য নয় বরং একান্ত ব্যক্তিগত। পরম সন্তাপে অনন্য আত্ম অনুভূতিই শোক। যা সহসা প্রচ্ছন্ন, কদাপি প্রকট। যার উন্মেষে ফালাফালা হয় আনন্দ, উৎসব ও উপলব্ধি। অথচ শোকপ্রকাশের ন্যারেটিভ নিয়েও সমাজে সমালোচনা অশেষ, অব্যাহত, অন্তহীন। দেখা যায় সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত শোকপালনও পারিপার্শ্বিক অভিযোগে বৃহৎ এবং বড় হয়ে ওঠে, 'লোকে কী বলবে'! শ্মশানফেরত ক্রন্দনহীন আশ্চর্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও জিজ্ঞেস করা হয়, 'বাবার জন্য দুঃখ হয় না?' আর এভাবেই সদ্য শোকের বাড়িতে অনুতাপের মহৎ ইন্টারভিউ চলে। অথচ শোকজ্ঞাপনও যে এক পাক্ষিক অভিব্যক্তি এবং যার ক্ষণিক বিচ্যুতিতেই দুঃখরা মুহূর্তে ফাঁপা ও ফাঁকা নিয়মরক্ষার নাটক হয়ে যায়, এ তো মনস্তত্ত্বের গহন বিষয়। কিন্তু শোককালে কাউকে জোর করে কাঁদানো যেমন অনভিপ্রেত, তেমন কেউ অঝোর নয়নে কাঁদছেন, তাঁকে বিরত করাও বিশেষ বীরত্ব নয়। অথচ প্রতিটি মৃত্যুপরবর্তী সময়ে কাছের মানুষেরা দূরের মানুষেরই অংশ হয়ে যান, যা সর্বৈব সত্য এবং জন্মমৃত্যুর মাঝে অপেক্ষমাণ নিয়তির এক অদৃশ্য সেতুমাত্র। কিন্তু কালে কালে শোক সম্পর্কে মানুষের প্রভূত ভাবা প্র্যাকটিসের অন্ত নেই।

তাই গভীর শোক প্রাপ্তির পল অণুপল পেরিয়ে স্বাভাবিক হতে হবে, মূলস্রোতে ফিরতেই হবে বলে পাড়াপড়শি, অফিস কলিগের যে দাবি ওঠে তা ক্রমে অমানবিক, অসহনীয় হয়ে যায়। আদতে অনুপস্থিতির শিল্পে কেউ তো কারও বিকল্প হতে পারে না। ফলে দিনশেষে বিপুল পৃথিবীর সকলেই অপূর্ব একা হয়ে রয়।

এখন প্রশ্ন, শোক অস্তিত্বের কী বিশিষ্ট সময়সারণি হয়? নাকি শোকের উদযাপন এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম? আসলে শোককে সময়ের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকতার তত্ত্বে বাঁধা অর্থহীন। বরং দুঃখ-ভয়-সংকট হতে প্রত্যাবর্তনের পরও যদি জীবনে শোক ফিরে ফিরে আসে, যদি নবফাল্গুনের প্রথম দিনে চলে যাওয়া মানুষটিকে বেশি বেশি তবু মনে পড়ে, তাঁদের আসতে দাও। কিন্তু এভাবে বলপূর্বক শোক উদযাপনে হৃদয় বিক্ষিপ্ত পাপই দিয়ে যায়, যা একপ্রকার ট্র্যাজেডি। কেননা আমাদের জীবনে ছোট ছোট সুখ আছে আনন্দ নেই। দুঃখ আছে গভীর বিষাদ নেই। তাই মিলন ও বিচ্ছেদের মাঝে যে সুর বাজে, তাহার নাম হয়তো অ্যাডজাস্টমেন্ট।

এদিকে, অযুত জিজ্ঞাসা অতুল শোকেও মুহ্যমান অবলীলায় প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেয়। কী? বন্যার পর নাগরাকাটায় অলিগলি বাড়িতে কী দীপাবলির মোম জ্বলেছিল এবার? মিরিক, সুখিয়াপোখরির ধসবিধ্বস্ত পাহাড়ি গ্রামে নেপালিদের ঢাইসু পরব হল কী প্রবল সমারোহে? তমান্নার গ্রাম কালিগঞ্জে কী গত মহরমে তাজিয়া বেরিয়েছিল? এই নিত্যশোকের পরিমার্জন আদৌ সম্ভব নাকি স্রেফ মরণকে 'তুঁহু মম শ্যামসমান' ভেবেই স্বর বদলায় নীরবতা? তাই উৎসবঋতু এলেই সকলের বেশি বেশি প্রিয়মুখ মনে পড়ে। যেমন গত দশমীর বিসর্জনসন্ধ্যায় নদীর পাঁকে ডুবল বান্টি। বিনিদ্ররজনীর জলযুদ্ধে ডুবুরি বডি দিলেন আত্মীয়ের হাতে। সেই থেকে 'অমর রহে' লেখা বান্টির বাঁধানো ছবির তলেই দুর্গাপুজোর ক'দিন জ্বলে ওঠে অনির্বাণ মোম। শুধু দুর্ঘটনার বছর পুজোয় মাইক বাজেনি বান্টির পাড়ায়। তারপর যে-কে-সেই। বরং সে পাড়ায় আজ এক বিধুর বিস্মৃতির অতীব এক স্বাভাবিক নাম বান্টি। আসলে শোকের উৎসব এমনই। 'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'। কেউ লেখেন 'ন হন্যতে'। তবে অধিকতর চোখে পড়ে 'তুমি রবে নীরবে' লাইনখানি।

বেনারসের মণিকর্ণিকা ঘাটে শেষকৃত্যের ছবি। -ফাইল চিত্র

উৎসবঋতু এলেই সকলের বেশি বেশি প্রিয়মুখ মনে পড়ে। যেমন গত দশমীর বিসর্জনসন্ধ্যায় নদীর পাঁকে ডুবল বান্টি। বিনিদ্ররজনীর জলযুদ্ধে ডুবুরি বডি দিলেন আত্মীয়ের হাতে। সেই থেকে 'অমর রহে' লেখা বান্টির বাঁধানো ছবির তলেই দুর্গাপুজোর ক'দিন জ্বলে ওঠে অনির্বাণ মোম। শুধু দুর্ঘটনার বছর পুজোয় মাইক বাজেনি বান্টির পাড়ায়। তারপর যে-কে-সেই। বরং সে পাড়ায় আজ এক বিধুর বিস্মৃতির অতীব এক স্বাভাবিক নাম বান্টি। আসলে শোকের উৎসব এমনই।

তো উৎসব মরশুমেও ঘরে ঘরে ফ্রেমবন্দি চিত্রগুলো এভাবেই মৃত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখে। যে গোপন সন্তাপের উচ্ছ্বাস নেই উদযাপন আছে, আশ্বাস নেই আগ্রহ আছে। তাইতো শীতের সকাল হয়, খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রাদ্ধের বিজ্ঞাপন দর্শনে। সেদিন সে মৃত্যুই যেন বিশেষ সংবাদ হয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। শোকসংবাদেও মানবের আত্মগৌরব ঘোষিত হয়। তারপর বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে। আর এসব দেখতে দেখতেই নিভৃতে শোকের বাজার তৈরি হয়েছে। যেথায় ক্রমে শোক বিক্রি হয় আর প্রাত্যহিক প্রাণের লাভ ও ক্ষতিরা জুড়ে যায় মরণগণিতে।

তবু জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে স্টিফেন কোর্টে অগ্নিদগ্ধ নাগরিকরা অনাত্মীয়ের মতো যেন দাঁড়িয়ে থাকে আজও। হে সহনশীল চারপাশ 'তাহাদের কথা' মনে পড়ে? অথবা লালকেল্লা বিস্ফোরণে শিরোনামহীন মর্গে প্রাণ গেল যে কন্যার অথবা আপেল বিক্রিরত সেই অখ্যাতভাই, যার হাত-পা ঝড়ের মতো উড়ে এল নিরুপদ্রব সন্ধ্যায়! মনে পড়ে? আচ্ছা একদা রেল দুর্ঘটনার গাইসাল, দোমোহনি বা রাঙ্গাপানির মৃতদেহের ভিড় থেকে একটি লাশের নামও কী মনে আছে আপনার? নেই। আসলে এককথায় প্রকাশিত নির্লিপ্ত উত্তরগুলো এভাবেই অহেতুক আছড়ে পড়ে। এটাই শোকবিস্মৃতির পরম ম্যাজিক ও রিয়ালিজম।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকজ্ঞপনের রীতি ও শিরোনাম বদলায়। যে শোকের চিৎকার নেই, ছবি নেই, কলরব নেই, দখল নেই তার দৃশ্যমানতাও কমতে কমতে একসময় বিস্মৃতির ধূসরে মিশে যায়। তাই এতসব মৃতমুখের ছবিসারিরা ঘরের দেওয়ালে ঝুলে থাকে স্রেফ শোককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

কিন্তু মহৎ গ্লানি এই যে, পণ্যসামগ্রীর ন্যায় শোকেরও এক্সপায়ারি ডেট হয়। তথাপি বিস্ময় জাগে, যখন দেখি প্রিয়জন বিয়োগ পরবর্তী মাসেই বীতশোক পরিবারটি ডাল লেকের শিকারায় ভাসতে ভাসতে সেলফি তুলছে অহরহ। আসলে বিরল এ অস্বাভাবিকতাই তো স্পিরিট অফ লাইফ, জীবন ফেরতে উচ্চস্বরের জয়গান। যাকে আমরা মানতেই পারিনি আজীবন।

তবু এটাই সামগ্রিক বিস্মৃতিতে শোক ভুলে অনন্ত ভালো থাকার পাসওয়ার্ড। যে কাজ পারতেই হয় এবং যা ক্রিকেটে ছয় বলে তিরিশ রান করার মতো কঠিন ও অনিশ্চিত। তবু সেই অলৌকিক ব্যাটিং আমরা প্রতিদিন করছি তো করছিই। শুধু পার্থক্য এই যে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড পেরিয়ে কেউ শোক ভুলতে পারে কেউ বয়ে বেড়ায় চিরতরে।

তাই প্রতিটি শোকের আয়ু কেটেছেঁটে ওই ন'মাস ন'দিন। কারণ শোকবিস্মৃত হতে পারে বলেই মানুষ পুনরায় কাজে ফিরতে পারে, গুজরাটের মচ্ছু নদীতে সেতু বিপর্যয়ে বহু মানবের মৃত্যুর সাঁঝবেলাতেও পরকীয়ার আইনি অধিকার নিয়ে প্যানেল ডিবেটে বসতে পারে। হ্যাঁ ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই বাঁচার বিশল্যকরণী ও সন্তাপ হরণের অবিকৃত সঞ্জীবনী সুধা।

অথচ এর পরও মৃত্যু পরবর্তী নেপথ্যে লেখা হয় দুর্দান্ত এপিটাফ, গাঁথা হয় গান, মালা পায় মৃতপ্রেয়সীর ছবিরা। আর দেখতে দেখতে একদিন উন্মুখ প্রতিমা বিসর্জনের মতো শোকও জলে ডুবে যায়, দুঃখরা দ্রবীভূত হয়। সঙ্গে অনাদিকালের ওপার হতে সুভাষ-কাকিমারা বলে ওঠে, 'দুঃখকে স্বীকার কোরো না, মরে যাবে। মরতে হলে আনন্দের হাত ধরে মরো'।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে জন্ম জনপ্রিয় অভিনেতা রজনীকান্তের।

২০০৫

সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আজকের দিনে প্রয়াত হন।

আলোচিত

আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের অনেকেই ক্লাসে সেরা হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর অভিবাসন সংক্রান্ত নানা বাধার মুখোমুখি হন। কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তাঁদের ভারতে, চিনে কিংবা ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। এটা খুবই লজ্জার বিষয়। হাস্যকরও বটে। আমরা এটা নিয়ে ভাবছি।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

উত্তরাখণ্ডের পাহাড়কে জঞ্জালমুক্ত করলেন রাশিয়ার এক তরুণী। চন্দ্রশিলা ট্রেকে গিয়ে হিমালয়ের নৈসর্গিক পরিবেশে পর্যটকদের ফেলে যাওয়া আবর্জনা দেখে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি ট্রেক থেকে নামার পথে সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করেন। বললেন, 'এই দেশটাকে আমি খুব ভালোবাসি।'

ভাইরাল/২

ক্যানসারের কারণ ডিম? প্রশ্নের মুখে ভারতের নামকরা ডিম বিক্রয়কারী সংস্থা। ওই সংস্থার ডিমে ক্যানসারের রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে দাবি একটি চ্যানেলের। যদিও সংস্থাটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তাদের পণ্য দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নির্ধারক কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত।

জনমন জনমত

সম্বোধনের সহজ শর্টকাট

সম্বোধনেরও স্বভাব থাকে একথা আমরা বহুদিন আগেই ভুলে গিয়েছি। আজকাল যাকে সামনে পাওয়া যায়, তাকে 'দাদা' বলে দেওয়া যেন এক অদ্ভুত সামাজিক শর্টকাট। ভাবনা নেই, বিচার নেই- মুখের ডগায় উঠে আসা এক আধিপত্যবোধের সম্বোধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেরোসিন-শিখার যে মূর্খামির কথা লিখেছিলেন, সেটিই যেন আমাদের এই সময়ের রীতির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি- 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে/ ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।/ হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা/
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা!'

শিখার আলো এক, অথচ অহংকারের মাত্রা আকাশ-পাতাল। প্রদীপকে ভয় দেখায়, আর চাঁদকে দেখেই হঠাৎ আত্মীয়তা জাহির- এই দ্বিচারিতা আজও আমাদের কথাবার্তায় অমলিন।

আমাদের সমাজে 'দাদা' শব্দটি যেন সাংস্কৃতিক জাদুচাবি। বাঙালি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র না দেখলেও তাঁকে 'মানিকদা' বলতে পারলেই মনে করে এবার শিল্পের পরীক্ষায় আর আলাদা পড়াশোনা লাগবে না। দেবব্রত বিশ্বাস হয়ে যান 'জর্জদা', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে যান 'পুলুদা'। আর গুণী নারীরা স্বভাবতই হয়ে ওঠেন 'মোহরদি', 'রিনাদি'।

এই সম্বোধনের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক ধরনের অলস আত্মতৃপ্তি - গুণের সাধনায় অংশ না নিয়েও গুণীর সঙ্গে কৃত্রিম আত্মীয়তা সাজিয়ে নেওয়া। কেবল নাম ধরে ডাকলেই মনে হয়, যেন তাঁর মহিমার একটু অংশ নিজের গায়ের উপর লেপে নিলাম।

আজকাল আবার এই অভ্যাস বাঙালির প্রথাগত বেড়া টপকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুখ দেখে বিচার তো বহুকাল আগেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। এখন সুযোগ পেলেই 'দাদা' আর ভুল করলে 'দাগা' - দুটোই প্রায় সমান সহজ।

গুণ, যোগ্যতা, চরিত্র এসবের বদলে সম্বোধনের সহজ শর্টকাটেই এখন অনেকের সামাজিক পরিচয় তৈরি হচ্ছে। যেন বললেই হল 'তুমি দাদা' এবং সেই মধ্যবর্তী হাওয়া-ভরা সম্বোধনের ভেতরেই নিজের মর্যাদা কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া।

অলোক দাস, ক্রান্তিহাট, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

আরব্য রজনীর সেই খুদে পাঠকের সন্ধানে

ছোটরা আজও কল্পনার জগতের বাসিন্দা হতে ভালোবাসে। শুধু তাদের সেখানে পৌঁছানোর রাস্তাটা দেখাতে হবে।

সাহানুর হক

'এই ছেলেটা/ নাম কিরে তোর?/ আমি বললাম/ ফুসমন্তর।'— কবি জয় গোস্বামীর লেখা 'মেঘবালিকার জন্য রূপকথা' কবিতার থেকে এই স্তবকটি খাপ খাওয়ানো যায় এক প্রজন্ম পিছনে কোচবিহার জেলার একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নিয়মিত কিছু শিশু-কিশোর পাঠকদের ক্ষেত্রেও। যারা রোজ সেই গ্রন্থাগারে এসে গ্রন্থাগারিকের কাছে একটিমাত্র বইয়ের খোঁজ করত আর বলত, 'আরব্য রজনী'র গল্প বইটি কোথায় রেখেছেন স্যর? একদিন গ্রন্থাগারিক জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রন্থাগারের এতসব বইয়ের মধ্যে থেকে তোরা এই বইটিই কেন পড়িস বল তো? কি এমন আছে এতে?' প্রশ্নে ওদের প্রত্যুৎপন্ন উত্তর ছিল, 'এখানে উড়ন্ত গালিচা আছে, জিন আছে, গুহার ভিতর গুপ্তধন আছে, আর আছে বিশালাকার দৈত্যদের রূপকথা। তাই আমাদের এই বইটিই ভালো লাগে পড়তে।'

আরব্য রজনী'র এইরকম খুদে পাঠক সেই সময়ে শুধু কি কোচবিহারের একটিমাত্র গ্রন্থাগারেই ছিল? আজ এক প্রজন্ম পেরিয়ে বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগারের ভিতরে থেকে মনে হয়, নিশ্চয়ই এইরকম খুদে পাঠক ছিল গোটা জেলাজুড়ে, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারে, দুই দিনাজপুরে, মালদা-মুর্শিদাবাদে, অথবা ছিল নদিয়া-কলকাতাও কিন্তু প্রশ্ন হল, এখন তারা কোথায়? সহজ কথায় কেন নেই বর্তমান প্রজন্ম গ্রন্থাগারে? কেন নেই 'আরব্য রজনী' নিয়ে বর্তমান সময়ের শিশু-কিশোরদের মধ্যে সেই উত্তেজনা? কেন নেই সেকেলে খুদে পাঠক আজ কোথাও?

আজকের শিশুকুল জন্ম থেকেই প্রযুক্তি পরিবেষ্টিত। মোবাইল, ট্যাব, অনলাইন গেমস ও শর্ট ভিডিও— এগুলোই তাদের জীবনে প্রধান বিনোদনের উৎস হয়ে উঠছে দিন-দিন। ৩০ সেকেন্ড অথবা ১ মিনিটে যা পাওয়া যায়, তার জন্য ৩০০ পাতার গল্প পড়ার ধৈর্য শিশুদের মধ্যে নেই এখন। কল্পনার জগত ফিকে হয়ে আসছে ধুমকেতু বেগে। আমেরিকার সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ)-এর একটি গবেষণা বলছে, ২০ শতাংশেরও কম মার্কিন কিশোর-কিশোরী নিজেদের আনন্দ ও মন ভালো রাখার জন্য বই পড়ে। পরিসংখ্যান দেখে ভয় হয়— মার্কিন দেশের পড়াশোনায় গ্রন্থাগার থেকে স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নত হওয়ার পরেও যদি ৮১.৬% স্মার্টফোন ব্যবহারকারী পরিবারের কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের বই আবদ্ধ করতে পারছে না, তাহলে ভারতের প্রায় ৮৬% স্মার্টফোন ব্যবহারকারী পরিবারের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্স কী হতে পারে?

তবে পরিবারের প্রতিটি মানুষের মধ্যেও তো বই পড়ার অভ্যাস কমেছে। অথচ সবাই চাই সন্তানের মধ্যে দ্রুত তথ্য-জ্ঞানের সঞ্চার হোক। একদিকে সন্তানের মধ্যে গল্পপাঠের ধৈর্য ও অনুভূতির বিকাশ নিয়ে ভাবার সময় নেই। অন্যদিকে স্কুলের পরীক্ষামুখী ও প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা 'গল্প সংস্কৃতি'কে আংশিক দুর্বল করে তুলছে রীতিমতো। এমনকি গ্রন্থাগারকর্মীর অভাব বহু সংখ্যক গ্রন্থাগারের সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুটোই কেড়ে নিয়েছে সমানভাবে। এই মুহূর্তে একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠে আসে, তাহলে কি আর গ্রন্থাগারে আরব্য রজনী'র পাঠক পাওয়া যাবে না কখনোই? উত্তর হল, যাবে। তবে তার জন্য দরকার প্রতিটি সচল গ্রন্থাগারে গল্প বলার আসর, শিশু-কিশোরদের জন্য গল্প অথবা কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান, 'আরব্য রজনী' নিয়ে অভিনয় বা নাট্যরূপ, 'অডিও বুক' ও 'ডিজিটাল স্টোরি টেলিং' ইত্যাদির সুব্যবস্থা। তাহলেই হয়তো আবার কোনও গ্রন্থাগার হয়ে উঠতে পারে কোনও খুদে পাঠকের কাছে 'আরব্য রজনী'র ঠিকানা।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১৬

পাশাপাশি : ১। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ৩। আকাশের চাঁদ ৫। নির্বিবাদে কষ্ট সহ্য করা ৬। অপবিত্র বস্তু ৮। বাঁকা কথা, উপহাস, আড় চাহনি ১০। নদী পার হওয়ার মাশুল ১২। দোষ ত্রুটি বা অপরাধ ১৪। তবলার সহযোগী বাদ্যযন্ত্র ডুগি ১৫। পরিমাণে অর্ধেক ১৬। জাঁকজমকপূর্ণ, কঠিন, জরুরিও হতে পারে।

উপর-নীচ : ১। পিশাচের মতো আচরণ ২। পদ্মফুলের মতো টানা চোখ ৪। যে ফুলের ফলে কাঁটা আছে ৭। ঘরের ঝুল, কালি বা কলঙ্ক ৯। বাকশক্তিহীন, যে কথা বলতে পারে না ১০। ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ১১। বাছবিচার বা বিচারবিবেচনা ছাড়া ১৩। কোনও বিষয়ের সমাধান হওয়া।

সমাধান ■ ৪৩১৫

পাশাপাশি : ১। বাইশ ৩। কোটনামি ৪। তলবি ৫। দাবিদার ৭। রফা ১০। দস্তা ১২। মিনমিন ১৪। কৌরব ১৫। ছাড়াছাড়ি ১৬। নামতা।

উপর-নীচ : ১। বাহুডোর ২। শতক ৩। কোবিদার ৬। দায়াদ ৮। ফাল্গুন ৯। পানকৌড়ি ১১। স্তাবকতা ১৩। দাবনা।

বিন্দুবিসর্গ

ভারতকে শুল্ক ধাক্কা মেক্সিকোরও

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : দ্বিপাক্ষিক যৌথ অংশীদারি নিয়ে বৃহস্পতিবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গভীর আলাপে যখন মগ্ন ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, ঠিক তখনই খারাপ খবরটা এল মেক্সিকো সিটি থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর মেক্সিকোও ভারত, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানির ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসিয়েছে। এর আগে, মোদি-ট্রাম্প ফোনালাপে দুই নেতা ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি,

মোদি-ট্রাম্প ফোনালাপ

জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। 'কমপ্যাক্ট' কাঠামোর আওতায় নতুন যৌথ উদ্যোগ জোরদারের প্রতিশ্রুতিও দেন দু'পক্ষ। আঞ্চলিক-বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে ভারতে এসেছে মার্কিন প্রতিনিধি দল। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক চলছে দফায় দফায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে কথার সঙ্গে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেছি আমরা।'

এদিকে মেক্সিকোর সেনেট ৭৬-৫ ভোটে নতুন শুল্ক কাঠামো পাস করে। ১,৪০০-র বেশি পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়বে—গাড়ির যন্ত্রাংশ, টেক্সটাইল, প্লাস্টিক, ধাতু, ফুটওয়্যার সহ বিভিন্ন শিল্পপণ্য তার মধ্যে। বেশিরভাগ পণ্যে শুল্ক হবে ৩৫ শতাংশ, কিছুতে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। নতুন শুল্কে ভারতের টেক্সটাইল, অটো পার্টস ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের প্রতিযোগিতা কমবে, বাড়বে উৎপাদন ও আমদানির খরচ।

অরুণাচলে ট্রাক দুর্ঘটনা, মৃত ১৮

ইটানগর, ১১ ডিসেম্বর : অরুণাচলপ্রদেশের হায়ুলিয়াং-চাগলাগাম সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। ১৮ জনের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেলেও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য এখনও বাকি দেহগুলি উদ্ধার করা যায়নি।

৮ ডিসেম্বর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে চালক ছাড়াও ছিলেন ২১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। ট্রাকটিকে নির্মাণস্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাকটি খাদে পড়ে গেলে ২১ জনের মৃত্যু হয়। একমাত্র জীবিত ব্যক্তি দু-দিন পর খবর দিলে দুর্ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। ১১ ডিসেম্বর থেকে উদ্ধারকার্য শুরু করেছে সেনাবাহিনী, পুলিশ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং জেলা প্রশাসন। প্রায় খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমেছেন উদ্ধারকারীরা। পরে একটি জঙ্গল ঘেরা জায়গায় ১৮টি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়। বাকি তিনটি মৃতদেহ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃতরা মূলত তিনসুকিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন।

বিমান হানায় নিহত ৩৩

ইয়াঙ্গন, ১১ ডিসেম্বর : সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে জুন্টা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ চলছে মায়ানমারে। হচ্ছে বিমান হামলাও। এবার সেই হামলা থেকে রক্ষা পেল না হাসপাতালও। রাখাইন প্রদেশে ম্রাউক-ইউ শহরে এক রাষ্ট্রায়ত্ত হাসপাতালে যুদ্ধবিমান থেকে ৫০০ পাউন্ড বোমা ফেলেছে জুন্টা সরকারের সেনা। তাতে ৩৩ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে বহু স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যার ওই ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধের শামিল বলে অভিহিত করেছে সামরিক সংগঠনগুলি। হাসপাতালকে সাধারণত নিরাপদ স্থান হিসেবেই দেখা হয়। স্বভাবতই গতকালের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। সামরিক সরকারের তরফে এমন হামলায় মানুষের সংকট বাড়ছে।

ভারতীয়দের সতর্কবার্তা

ব্যাংকক, ১১ ডিসেম্বর : থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে সম্প্রতি সংঘর্ষ ও উত্তেজনা বাড়ায় বৃহস্পতিবার ভারতীয়দের জন্য সতর্কতা জারি করল থাইল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাস। বলা হয়েছে, থাইল্যান্ডের কোনও জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে থাই কর্তৃপক্ষের দেওয়া আপডেটগুলি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিতে। প্রয়োজনে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে ও স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কেও খোঁজ নিতে বলা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে গার্ড অফ অনার দেওয়া হচ্ছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগেন্দ্র সিংকে। বৃহস্পতিবার দেরাদুনে।

ফেলো কড়ি, থাকো আমেরিকায়

ট্রাম্পের উদ্যোগে গোল্ড কার্ড ভিসা

ওয়াশিংটন, ১১ ডিসেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে মোড় ঘোরানো পরিবর্তন আনলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করলেন নতুন অভিবাসন প্রকল্প 'ট্রাম্প গোল্ড কার্ড' নামে একটি কর্মসূচি, যার মাধ্যমে আমেরিকায় দ্রুত স্থায়ী বসবাস এবং পরবর্তীতে নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ পাবেন ধনী বা মেধাবী পড়ুয়ারা। এর জন্য ব্যক্তি হিসাবে আবেদন করতে হলে প্রায় ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ৯ কোটি টাকা) 'উপহার' বা অর্থ দিতে হবে মার্কিন সরকারকে। তবে কোম্পানির তরফে কোনও কর্মীর ক্ষেত্রে আবেদন করলে খরচ দাঁড়াবে প্রায় ২০ লক্ষ ডলার।

এই ভিসার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। গত সেপ্টেম্বরে এই সংক্রান্ত নির্দেশে সই করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বুধবার ওই ভিসা কার্যকর করল মার্কিন প্রশাসন। ওইদিন থেকে গোল্ড কার্ড ভিসার জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেন, এই গোল্ড কার্ড 'গ্রিন কার্ডের মতো হলেও আরও শক্তিশালী'। এই কার্ডের জোরে আবেদনকারী দ্রুত স্থায়ী বসবাস এবং পাঁচ বছর পর নাগরিকত্বের আবেদন করার সুযোগ পাবেন। নতুন পরিকল্পনাটি আগের বিনিয়োগভিত্তিক ভিসা (ইবি-৫)-র জায়গায় আসছে। আগে এই ভিসা পেতে শুধু টাকা দিলেই হত না, অন্তত ১০ জনের চাকরি তৈরি করতেও হত। গোল্ড কার্ডে সেই কঠিন নিয়ম নেই। এখানে প্রথমে ১৫ হাজার ডলার প্রসেসিং ফি দিতে হবে, এরপর যাচাইপর্ব পেরোলেই মূল বিনিয়োগের টাকা জমা দিলে আবেদন সম্পূর্ণ হবে।

এই উদ্যোগকে যুক্তরাষ্ট্রে 'আন্তর্জাতিক মেধা আকর্ষণ ও ধরে রাখার' সেরা উপায় হিসাবে দাবি করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ভারত, চিন ও অন্যান্য দেশ থেকে উচ্চমানের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন, সেটা খুব লজ্জার। নতুন নীতি এই সমস্যার সমাধান দেবে।

তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, নতুন নীতি ধনী অভিবাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও গরিব ও মেধাবী অভিবাসীদের জন্য সুযোগ সংকুচিত করবে। ফলে আমেরিকা মেধাবী ও দক্ষ কর্মীদের একটা বড় অংশকে হারাতে পারে। এছাড়া দক্ষতা বা চাকরির ভিত্তিতে নয় বরং অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের পথ খুলে দেওয়ায় তা আইনি জটিলতা তৈরি করতে পারে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে সতর্ক করেছেন ব্যবসায়ী ও আইনজীবীরা।

কোন পথে

- ভারত-চিনের মেধাবী পড়ুয়াদের দেশে ফিরতে বাধ্য হওয়া 'লজ্জাজনক'। তাঁদের ধরে রাখতেই গোল্ড কার্ড।
- ১৫ হাজার ডলার ফি এবং ১০-২০ লক্ষ ডলার অর্থ দিলে দ্রুত মার্কিন বসবাস ও পরে নাগরিকত্বের পথ সুগম হবে।
- কোম্পানিগুলি কার্ড কিনে কর্মীর নামে ব্যবহার করতে পারবে
- এতে দক্ষ নিয়োগ সহজ হবে এবং সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব পাবে।
- নতুন নীতিতে মেধার বদলে অর্থ গুরুত্ব পাওয়ায় মার্কিন বাজারে মেধা সংকট দেখা দিতে পারে।

বাস্তব বুঝে ভোট করুন, বার্তা জেলেনস্কিকে

ওয়াশিংটন, ১১ ডিসেম্বর : রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ এখনও চলছে। সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একাধিক প্রচেষ্টা চালিয়েও সফল হননি। ইউক্রেন রাশিয়াকে জমি ছাড়বে না। রাশিয়াও অধিকৃত জায়গা ইউক্রেনকে ফেরত দেবে না। একসময়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষ হলেই তিনি ইস্তফা দেবেন। নির্বাচনে জেতা তাঁর লক্ষ্য নয়। ট্রাম্পের অভিযোগ, যুদ্ধকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে নির্বাচন এড়াচ্ছে ইউক্রেন।

এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনে নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন না হলে ইউক্রেন কীভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক দেশ বলবে? রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য জেলেনস্কিকে 'বাস্তবধর্মী' হয়ে ভোটের প্রস্তুতি নিতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রেসিডেন্ট পদে থাকার পাঁচ বছরের মেয়াদ ২০২৪ সালের মে মাসে শেষ হয়েছে। ইউক্রেনে সামরিক আইন চলছে।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাশিয়া শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। ভূখণ্ড ছাড়তে হতে পারে ইউক্রেনকে।

ট্রাম্পের ধমকে চাপে পড়ে কিছুটা সুর নরম করে মঙ্গলবার জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচন করতে প্রস্তুত যদি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, যা নিয়মিত ঘটছে। তিনি এও বলেন, 'আমি আইনপ্রণেতাদের নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধনের প্রস্তাব তৈরি করতে বলেছি। আমি নির্বাচনের জন্য তৈরি।'

থাইল্যান্ডে গ্রেপ্তার মালিক লুথরাভাইরা

পানাজি, ১১ ডিসেম্বর : গোয়ার বার্চ বাই রোমিও লেন নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ড মামলায় মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে থাইল্যান্ডের ফুকেটে আটক করেছে পুলিশ। ভারত সরকারের অনুরোধে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

বুধবার লুথরাভাইদের পাসপোর্ট বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপরই বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁদের আটক হওয়ার খবর আসে।

এদিকে এই দুর্ঘটনা রাজ্যে নাইট ক্লাবগুলির নিরাপত্তার মানদণ্ড নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এই আবহে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গোয়ার উত্তর জেলা প্রশাসন বুধবার ঘোষণা করেছে, 'নাইট ক্লাব, বার, রেস্টুরেন্ট, হোটেল ও অন্যান্য পর্যটন স্থানে আতশবাজি, স্পাকারি ও পিরোটেকনিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।' গোয়া সরকার জানিয়েছে, দোষীদের দেশে ফিরিয়ে এনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিহতদের পরিবারকে সাহায্য এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও চলছে।

সময় বাড়ল ছয় রাজ্যের, বাদ বাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে এবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার ছিল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। মেয়াদ ফুরোনোর আগেই কমিশন জানিয়ে দিল, পশ্চিমবঙ্গে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার দিনক্ষণে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখেও (১৬ ডিসেম্বর) কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান ও নিকোবরের ক্ষেত্রে এসআইআরের সময়সীমা বাড়ছে।

নির্বাচন কমিশনের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, তামিলনাড়ু ও গুজরাটে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৪ ডিসেম্বর করা হয়েছে। ওই দুই রাজ্যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে ১৯ ডিসেম্বর। অপরদিকে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান ও নিকোবরের ক্ষেত্রে এনুমারেশন ফর্ম জমার সময়সীমা বাড়িয়ে ১৮ ডিসেম্বর করা হয়েছে। ওই দুটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর। তবে এসআইআরে সবথেকে বেশি সময় দেওয়া হয়েছে বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশকে। যোগীরাজ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৩১ ডিসেম্বর। কেরলে এনুমারেশন ফর্ম জমার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর এবং খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর।

আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের

এসআইআর

নির্বাচন কমিশনের হাতে বাংলার মানুষের রক্ত। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার ফলে আতঙ্কে বিএলও সহ বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। অনেকে লিখে গিয়েছেন, তাঁদের আত্মহত্যার জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। সাধারণ মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি তামিলনাড়ু এবং কেরলেও বিধানসভা ভোট। অথচ দুটি রাজ্যকেই অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা ২০২৭ সালে। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ভোট হওয়ার কথা ২০২৮ সালে। বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম কেন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদের বাইরে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের হাতে বাংলার মানুষের রক্ত। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার ফলে আতঙ্কে বিএলও সহ বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। অনেকে লিখে গিয়েছেন, তাঁদের আত্মহত্যার জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। সাধারণ মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।'

ভোটের আগে রাজ্যে যেভাবে হুড়োহুড়ি করে এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে, তা নিয়ে গোড়া থেকেই প্রশ্ন তুলেছে শাসক তৃণমূল। এত কম সময়ে এই বিপুল কর্মযজ্ঞ শেষ করার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং রাজ্যের পক্ষে অস্বস্তিকর বলে সুর চড়িয়েছিল জোড়াফুল শিবির। কিন্তু কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোয়া, পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ ও রাজস্থানের ক্ষেত্রেও এসআইআরের সময়সীমায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সিইও দপ্তর সূত্রে অবশ্য খবর, এরাজ্যে যেভাবে এসআইআরের কাজ এগিয়েছে তাতে অতিরিক্ত সময় লাগবে না। এসআইআরের মূল কাজ প্রায় শেষ। সামনেই ভোট। কমিশনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে এই রাজ্যে। সেই কারণে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়নি বাংলাকে।

বার্ষিক কেক প্রদর্শনীতে কান্তারা থিমের কেক তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পীরা। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে।

প্রণব-স্মরণ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস যথাযথ সম্মানের সঙ্গে পালিত হল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে। প্রধানমন্ত্রী এক্সে লিখেছেন, 'প্রণব মুখোপাধ্যায়কে জন্মজয়ন্তীর শ্রদ্ধা। উনি ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত। বহু দশক ধরে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবা করেছিলেন। প্রণববাবুর বুদ্ধিমত্তা ও স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা আমাদের গণতন্ত্রকে প্রতিটি পর্যায়ে সমৃদ্ধ করেছে। এত বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আলাপের সুবাদে এত কিছু শিখতে পারাটা আমার সৌভাগ্য।'

পদ্ম নেতার মুখে 'মাতা গিনি'

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তাঁর দলের সাংসদ দীনেশ শর্মার মুখে বাংলার বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা হয়ে গেলেন 'মাতা গিনি হাজরা'। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার লোকসভায় তৃণমূলের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপিকে বাংলাবিরোধী বহিরাগত বলে তুলোধোনা করেছে বাংলার শাসকদল। বিজেপি নেতাদের মুখে বাংলা ও বাঙালি বিপ্লবীদের এহেন নাম বিভ্রাট নিয়ে এবার বিস্তর সমালোচনা চলছে।

এদিন লোকসভায় দীনেশ শর্মার কীর্তির সমালোচনা করে

নাম বিভ্রাটে মাতঙ্গিনীও

তৃণমূলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'বিজেপি সাংসদ সংসদে দাঁড়িয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার নাম একেবারে কচুকাটা করে ফেলেছেন। লজ্জার বিষয়। বাংলার সঙ্গে যে তাঁদের যোগাযোগহীনতার বহর আরও বাড়ছে, এটাই তার প্রমাণ। বাংলাবিরোধী বহিরাগতরা যখন অভিনয় করতে যান তখন এরকমই হয়।' তৃণমূলের তোপ, 'দীনেশ শর্মা একদা উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান মোটেই তেমন নয়। বহিরাগতরা বাংলার একজন শহিদের নামও ঠিক করে জানেন না। উচ্চারণ করতে পারেন না। বাংলার বীর কন্যার কথা বলতে গিয়ে এত উদাসীনতা!'

বাংলাদেশে ভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

এএইচ খান্ধিমান

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত ও দেশত্যাগী হওয়ার ১ বছর ৬ মাস পর সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে বাংলাদেশে। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং দেশের ইতিহাসে প্রথম গণভোট। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসিরউদ্দিন এই ঘোষণা করেন। তিনি জানান, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আয়োজন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথচলায় এক নতুন মাইলফলক যোগ করবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ করা হবে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত। সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হবে সাদা-কালো, আর গণভোটের ব্যালট হবে গোলাপি রঙের। ভাষণটি ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টেয় নির্বাচন ভবনে রেকর্ড করা হয়।

সিইসি যে তফসিল ঘোষণা করেছে তাতে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ১১ জানুয়ারি ও আপিল নিষ্পত্তি হবে ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা ও প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। শেষ হবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটায়। এবার মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লক্ষেরও বেশি।

এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরে। তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচন ঘিরে চলমান অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এবারের ভোটে প্রথমবারের মতো প্রবাসীরাও পোস্টাল ব্যালটের সুযোগ পাচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে তিন লক্ষেরও বেশি প্রবাসী অনলাইনে নিবন্ধন করেছেন। গত বছর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ৮ অগাস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসে।

ই-সিগারেট খাওয়া নিয়ে নালিশ লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল। আচমকা সভার অন্দরে এক তৃণমূল সাংসদের ই-সিগারেট খাওয়া নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে সরাসরি নালিশ ঠোকেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। তিনি অবশ্য কারও নাম নেননি। যদিও কোনও কোনও মহলের দাবি, তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের উদ্দেশে ওই নালিশ ঠুকেছেন অনুরাগ।

বিজেপি সাংসদ স্পিকারকে বলেন, 'স্যর, সারা দেশে ই-সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ। আপনি কি সভায় এটি খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন?' জবাবে স্পিকার বলেন, 'না তো, কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।' বিজেপি সাংসদ বলেন, 'স্যর আপনি কি দেখেছেন? কিছু তৃণমূল সাংসদ ধূমপান করছেন।' নালিশ পেয়ে অভিযুক্ত সাংসদদের তিরস্কার করেন স্পিকার। তিনি বলেন, যদি লিখিত অভিযোগ আসে এবং অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সাংসদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংসদের বাইরে তৃণমূলের সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'সংসদের অন্দরে যেভাবে নেতারা মিথ্যা কথা বলেন সেটা দুর্ভাগ্যজনক।'

'ভারতহীন' সার্কের সন্ধানে পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১১ ডিসেম্বর : খুঁড়িয়ে চলা অর্থনীতিকে ফের নিজের পায়ে দাঁড় করাতে দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট তৈরির ফন্দি এঁটেছে পাকিস্তান। তারা জানিয়েছে, চিন ও বাংলাদেশের সঙ্গে যে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা কাঠামো তৈরি হয়েছে, তা আরও বাড়িয়ে বড় বহুপাক্ষিক জোট গঠন করতে চায়, যা কার্যত নিষ্ক্রিয় 'সার্ক'-এর বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে এই নতুন জোটে ভারতকে রাখা হবে না বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে ইসলামাবাদ।

পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার জানিয়েছেন, আঞ্চলিক রাজনীতির 'জিরো-সাম মানসিকতা' (একপক্ষের লাভ হলে অন্যপক্ষের লোকসান) থেকে বেরিয়ে 'উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিকতা' গড়াই তাদের লক্ষ্য। জুনে কুনমিং-এ ঢাকা ও বেজিংয়ের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের পরই দার এর বিস্তৃত রূপ দেওয়ার কথা বলেন।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ভারসাম্য যেহেতু ভারতের উপস্থিতিতেই নির্ভরশীল, তাই ভারতকে বাদ দিয়ে কোনও আঞ্চলিক জোট টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা কম।

২০১৪ সালের পর থেকে সার্ক কার্যত নিষ্ক্রিয়। ২০১৬ সালে ইসলামাবাদে নির্ধারিত শীর্ষ সম্মেলন উরি হামলার পরে বাতিল হয়। ভারত জানিয়ে দেয়, সন্ত্রাস দমনের দাবি না মানা পর্যন্ত সার্কে ফিরবে না। এ অবস্থায় পাকিস্তান শূন্যস্থান পূরণের সুযোগ দেখছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তর্বাঞ্চলিক বাণিজ্য এখনও মাত্র ৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত-পাকিস্তান সহযোগিতা ছাড়া সত্যিকারের আঞ্চলিক সংহতি বাস্তবে আসা কঠিনই হবে।

ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাস-কাহিনী

আমাদের বলতে দিন, ভাবতে দিন, বাঁচতে...

সমান অধিকার, নারী নিরাপত্তা নিয়ে তো কতই কথা হয়। সেমিনার হয়। মিছিলে হাঁটে, স্লোগান তোলে মানুষ। কিন্তু বাস্তব যে বড় রূঢ়। প্রায় রোজই দুনিয়ার কোনও না কোনও কোনা থেকে ভ্রূণ হত্যা, নারী নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি না হলে রোগ সারানো যাবে না।

সেই লক্ষ্যে নারী সুরক্ষা ও তাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হল দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠে। উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস, জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শুভ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা সমিতির সদস্য সুদর্শনা ঘোষ, সিনির ব্লক কোঅর্ডিনেটর সুব্রত সাহা প্রমুখ।

আলোচনার মূল বিষয় ছিল, 'সেভ দ্য গার্ল চাইল্ড'। শিশুকন্যাদের প্রতি বৈষম্য দূর করা, নির্যাতন ও অন্য ক্ষতি থেকে তাদের সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সমাজে মেয়েদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন বক্তারা। কন্যাসন্তানদের জন্য চালু সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়। 'গুড টাচ' আর 'ব্যাড টাচ'-এর মধ্যে ফারাক বোঝানো হয় পড়ুয়াদের।

নবম শ্রেণির পড়ুয়া অপর্ণা দাসের মতে, 'কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে সরকারকে। কড়া আইনের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যদি এমন কয়েকটি উদাহরণ তৈরি করা যায়, তবে আশা করি এধরনের ঘৃণ্য কাজ করার আগে মানুষ দু'বার ভাববে। এছাড়া কন্যাসন্তান বোঝা- এমন মানসিকতা বদলাতে হলে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের জন্য আরও বেশি সুযোগসুবিধা চালু করলে ভালো হয়।' মৌসুমি ধর, দীপিকা দত্ত আর শ্রীমতী রায়েরও এক কথা।

রাজ্য-কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে মেয়েরা কী কী আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন, তা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আলোচনায় জোর দিতে হবে বলে মনে করে পড়ুয়া কৌশলী রায়, স্বপ্না বর্মনরা।

অন্যদিকে, বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতার বার্তা দিলেন বিএসএফ জওয়ানরাও। হিলি বিওপি'র 'আহতু' ইউনিটের উদ্যোগে বাউল পরমেশ্বর হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির হয়। সেখানে বক্তাদের বার্তা ছিল, বাল্যবিবাহ শুধু কিশোরী-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে না, সমাজের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে।

প্রশাসনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গত এক বছরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কয়েক হাজার বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। তবে, পুলিশের সক্রিয়তার সুবাদে একবছরে ১০০টিরও বেশি নাবালিকার বিয়ে আটকানো সম্ভব হয়েছে। বিএসএফের উদ্দেশ্য, পড়ুয়ারা যেন বিষয়টি নিয়ে সজাগ হয়। নিজের পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশীদের ঠিক আর ভুলের মধ্যে পার্থক্য বোঝায়। এমন ঘটনা জানতে পারলে আগেই পুলিশকে খবর দেয়।

শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ

প্রস্তুতির পাঠ

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন উপাচার্য, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ অপেক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আয়োজিত স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এরপর মৌখিক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় ছিল ৬০ নম্বর, অ্যাকাডেমিক স্কোর হিসেবে ১০, পূর্ব অভিজ্ঞতায় ১০ এবং ইন্টারভিউ ও লেকচার ডেমনস্ট্রেশনে ২০ নম্বর থাকছে। বেশিরভাগ নিয়োগপ্রার্থী হয়তো এর আগেও ইন্টারভিউ বোর্ডের মুখোমুখি হয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন এবারের প্রস্তুতিতে। আমি আজ ক্যাম্পাসের পাতায় দু'-চারটে কথা বলতে চাই। আশা করি, সামান্য হলেও আপনাদের সাহায্য হবে।

ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় শুধুমাত্র আপনার বেছে নেওয়া বিষয়ের ওপর প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় সেই নির্দিষ্ট বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আপনার ব্যক্তিত্ব যাচাই করে দেখা হয়। এখানে পরীক্ষিত হবে আপনার শিক্ষাদান পদ্ধতি, নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর জ্ঞান, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস। তাই বোর্ডের সামনে নিজের 'বেস্ট ভার্সন'-কে তুলে ধরতে হবে।

স্বচ্ছ ধারণা ও উপস্থাপনা

নিজের বিষয়ের সিলেবাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বোর্ডের সামনে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ডেমো ক্লাস নিতে হবে। ধরে নিতে হবে, যাঁরা সামনে বসে আছেন, সেসময়ের জন্য প্রত্যেকেই আপনার ছাত্র বা ছাত্রী। তবেই সাবলীলভাবে ক্লাসটি নিতে পারবেন। পড়ুয়াদের সঙ্গে ঠিক যেমনভাবে কথা বলা, প্রশ্ন করা কিংবা কেউ অমনোযোগী হল কিনা খেয়াল রাখা উচিত। ডেমো ক্লাসেও এসবের যা প্রয়োজন, সবটা করবেন। পুরো বিষয়টি যেন একদম ক্লাসের মতো হয়। তবেই জড়তা কাটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে।

ডেমো ক্লাসে বোর্ডওয়ার্ক করতে

হলে হাতের লেখা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। এখন অধিকাংশ বিদ্যালয়ে স্মার্টক্লাস খুলেছে। সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত একজন শিক্ষক পদপ্রার্থীর। নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার জেনে রাখুন। ডেমনস্ট্রেশনের নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থাকে। ব্ল্যাক বা হোয়াইট বোর্ডের সামনে কোথায় দাঁড়াতে হবে, কোথায় লিখবেন, চক/মার্কার কীভাবে ধরবেন ইত্যাদি। এসবই বিএড কোর্সে শেখানো হয়।

দর্শনধারী

প্রথমেই বলি পোশাকের কথা। লোকে বলে, আগে দর্শনধারী এবং তারপর গুণবিচারী। তাই মৌখিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ছেলেরা ফর্মাল ড্রেস পরবেন। ইস্ত্রি করা জামা, প্যান্ট। হালকা রংয়ের উলের সোয়েটার বা ডার্ক রংয়ের ব্লেজার পরা যেতে পরে। ক্লিন শেভ করলে ভালো। চটি বা চপ্পল নয়। ফর্মাল জুতো পরুন। মেয়েদের ক্ষেত্রে শাড়ি নয়তো সালোয়ার কামিজ (খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ নয়) এবং সঙ্গে মানানসই জুতো।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই ইন্টারভিউ বোর্ডের সকলকে সম্ভাষণ (Greeting) করুন। তাঁরা বসতে বললে তবেই বসবেন। পরীক্ষকরা দেখবেন, আপনি ক্লাসে কতটা সাবলীল। কতটা সহজভাবে, সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারছেন। কোনও একটি বিষয়কে ছোটদের সামনে কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন। পড়ুয়াদের সামনে নিজের জ্ঞান জাহির না করে, ভারী শব্দের বদলে সহজ ভাষায় অনেকটা গল্পের ছলে বোঝানো দরকার। মনে রাখতে হবে, একটি ক্লাসে যেমন মেধাবী ছাত্র থাকে, তেমন মধ্য ও সাধারণ মানের পড়ুয়াও থাকে। এই সমস্ত দিক ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের যাচাই করে নেওয়ার কথা।

পাঠ পরিকল্পনা

ক্লাসে শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়ে গেলে পড়ুয়ারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তাই চেষ্টা করতে হবে পাঠ্য বিষয়কে যতটা বেশি আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। বিএড কোর্সের সময় লেসন প্ল্যান তৈরি করা শেখানো হয়। সেটা একবার ঝালিয়ে নিন। পড়ানোর সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এব্যাপারে আপনার কতটুকু ধারণা আছে, তাও কিন্তু যাচাই করে দেখা হয়।

নিজের পরিকল্পনা ঠিক করুন। ক্লাসের সিলেবাস কত মাসের মধ্যে শেষ করে রিভিশন শুরু করবেন, একটি নির্দিষ্ট চ্যাপ্টার শেষ করতে কতদিন সময় লাগতে পারে কিংবা প্র্যাকটিকাল বা প্রোজেক্ট নিয়ে কী ভাবছেন ইত্যাদি বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা অবশ্যই একজন শিক্ষকের মাথায় থাকা দরকার। এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন বোর্ডের সদস্যরা।

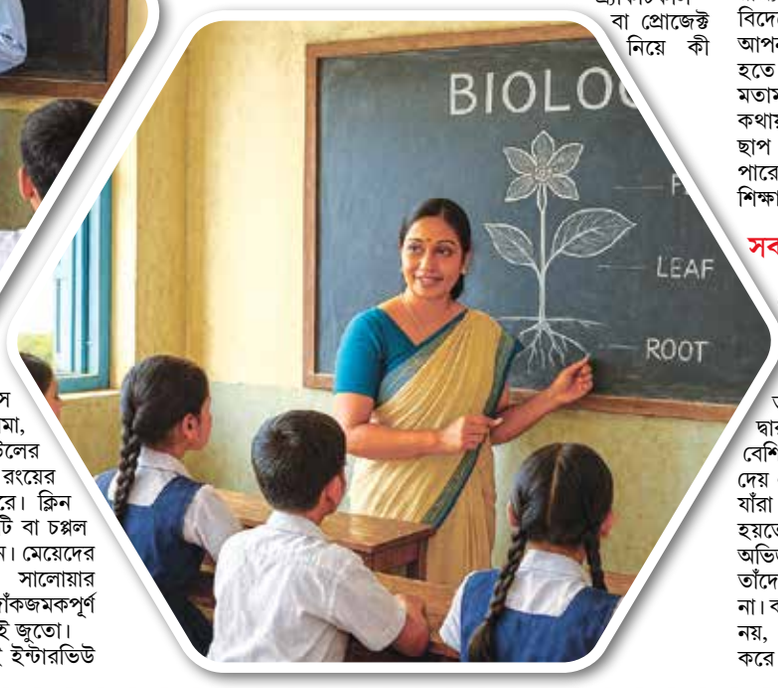

বড় দায়িত্ব

শিক্ষক হিসেবে আরও একটি দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পড়ুয়াদের পাঠদানের পাশাপাশি তাদের মানসিক গঠনের বিস্তার ঘটাতে হবে। শুধু তোতাপাখির মতো পড়িয়েই গেলাম, তেমন চলবে না। কারও বুঝতে সমস্যা হলে- আবারও বোঝানো, প্রয়োজনে আলাদাভাবে গাইড করা, তার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করা, তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া একজন মানুষ গড়ার কারিগরের কর্তব্য।

সজাগ মস্তিষ্ক

সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান যাচাই করা হতে পারে। নিজের সম্পর্কে, পরিবার-গ্রাম/শহর-ব্লক-মহকুমা-জেলা-রাজ্য সম্পর্কে খুটিনাটি তথ্য, দেশ-বিদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাওয়া হতে পারে। আপনার কোনও মতামত যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। কথায় যেন নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ছাপ থাকে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে বিভিন্ন সময়ে তৈরি হওয়া শিক্ষানীতি নিয়েও।

সবশেষে...

শিক্ষকতা আর পাঁচটি পেশার থেকে আলাদা। সম্পূর্ণ চাকরিজীবনে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের ভীত তৈরি করবেন আপনি। তারা মূল্যায়িত হবে আপনার দ্বারা। অনেক বড় দায়িত্ব, অনেক বেশি কর্তব্যপালনের সুযোগ করে দেয় এই চাকরি। ইন্টারভিউ বোর্ডে যাঁরা থাকেন, তাঁদের বেশিরভাগই হয়তো শিক্ষক এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাই, ভুলেও তাঁদের সামনে ছলনার আশ্রয় নেবেন না। কারও পক্ষে সবকিছু জানা সম্ভব নয়, তাই সেটা খোলাখুলি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

অজানাকে জানা।। মালদা কলেজস্থিত আইইউকা সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর তত্ত্বাবধানে ও মালদা বিজ্ঞান মঞ্চের সহযোগিতায় সায়েন্স সেমিনার ও রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ হল চাঁচলের সদরপুর উচ্চবিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন মালদা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ শ্যাম দাস, প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশে চাঁদের গহ্বর, শনির বলয় ও একাধিক নক্ষত্র দেখানো হয় পড়ুয়াদের।

বিশেষ দিন।। ইংরেজবাজার শহর ও শহর ১ সার্কেলের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ৫০টি প্রাথমিক স্কুলের ৫০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুকে নিয়ে হইহই করে কাটল একটি দিন। কেক কেটে শুরু উদযাপন, তারপর একে একে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যোগব্যায়াম, আঁকা প্রতিযোগিতা ও শেষে মধ্যাহ্নভোজ হল জমিয়ে। সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে দুই শিশুর জাতীয় সংগীত পরিবেশন মন কেড়ে নেয় সকলের।

সহানুভূতিই সম্প্রীতির চাবিকাঠি

'ধর্মীয় উগ্রবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক মেরুকরণ আর ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি- এসবই সম্প্রীতির জন্য বিপজ্জনক', একসুরে বললেন রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়া রূপা দত্ত ও মহিদুল ইসলাম। মহিদুল মনে করেন, 'বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও একে অপরের আচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাঠ যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই দেওয়া হয়, তবে হিংসা-দ্বেষ কমে আসবে। শিশুমনে সম্প্রীতির চাষ সবথেকে ভালো হয়। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ভীষণ জরুরি।'

মহাবিদ্যালয়ের ইন্টার্নাল কমপ্লেইন্টস কমিটি, আইকিউএসি ও রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনির সহযোগিতায় 'জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনির সম্পাদক পারমিতা রায়, কালিয়াগঞ্জ কলেজের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সোনালি চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা কলেজের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্য অনন্যা ঝা, অধ্যাপক প্রণতি

মজুমদার ও সোহিনী রায় প্রমুখ।

অনন্যা ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় অখণ্ডতা, সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোকপাত করেন নারীদের অধিকার ও নিরাপত্তার। এছাড়া, প্রত্যেক বক্তা আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের মতামত তুলে ধরেন পড়ুয়াদের সামনে। অধ্যাপক সোহিনীর কথায়, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হল একটি সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান। তাদের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক সংহতি, জাতীয় একতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।'

তাঁর মতে, 'প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এধরনের সেমিনার মাঝেমধ্যেই আয়োজন করা উচিত। সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণ ও তার কুপ্রভাব, ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব ও কীভাবে সমাজে সম্প্রীতি তৈরি করা যায়- তা নিয়ে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হওয়া দরকার।' প্রত্যেক বক্তা একমত হয়েছেন, ক্লাসরুমের প্রতিটি পড়ুয়ার মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব তৈরি করতে পারলেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে। ওরা বাড়িতে গিয়ে পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশীদের সচেতন করবে। এভাবেই একটি সমাজ সুস্থ থাকবে।

সিলেবাসের বাইরে ইতিহাসের ক্লাস

ক্যাম্পাস কথা

কল্লোল মজুমদার

ঘড়ির কাঁটা সবে ১১টা পেরিয়েছে। এমন সময় নরহাটা গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির একঝাঁক পড়ুয়া শিক্ষকদের সঙ্গে পা রাখল মালদা শহরের মিউজিয়ামে। মারুফা খাতুন একটা মূর্তির সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চাউনিতে মিশে বিস্ময় আর প্রশ্ন। খানিকক্ষণ পরে মারুফা তার ইতিহাসের শিক্ষক দীপঙ্কর দাসকে প্রশ্ন করল, 'স্যর এটা তো সরস্বতীর মূর্তি। কিন্তু, সরস্বতীর বাহন তো রাজহাঁস। তাহলে এখানে ভেড়া কেন?'

ছাত্রীর কৌতূহল দেখে অল্প হেসে দীপঙ্কর বললেন, 'কিছু প্রাচীন ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসারে সরস্বতীর বাহন ভেড়া বা মেষ। জৈন ধর্ম অনুসারে সরস্বতীর বাহন ময়ূর। আবার বৌদ্ধ মত প্রভাবিত কিছু সরস্বতীর বাহন সিংহ।'

ক্লাস বা বোর্ডের সিলেবাসের বাইরে এই পৃথিবীকে জানার যে বিশাল সিলেবাস আছে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই নরহাটা

গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষকরা দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মিউজিয়ামে নিয়ে এসেছিলেন।

সেখানে ছোটরা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখল অবাক চোখে। আর জানতে পারল, ইতিহাসের নানা অজানা তথ্য। এসব ওদের পাঠ্যবইয়ে লেখা নেই। ওরা জানতে পারে, মালদা জেলাতেই রয়েছে বৌদ্ধ পীঠস্থান জগজীবনপুর। পড়ুয়ারা বিভিন্ন সময় মালদার বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া নবাব, পাল আমলের মুদ্রা দেখে চমকে উঠল।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষারকুমার সান্যাল ও ইতিহাসের শিক্ষকরা ছিলেন মূল উদ্যোগী। তাঁদের মধ্যে দীপঙ্করের কথায়, 'আমাদের উদ্দেশ্য, পড়ুয়াদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। সিলেবাসের বাইরে বেরিয়ে অজানা তথ্য জানাতেই শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন।' তাঁর সংযোজন, 'মালদা ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। বাড়ি তৈরি বা পুকুর খননের সময় বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী উঠে এসেছে। সেসব সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে আরও জানাতে চাই।'

মিউজিয়ামে এসে দ্বাদশ শ্রেণির আহাসান জামিন, জাহাঙ্গীর আলম, তসলিমা খাতুনরা আপ্লুত।

প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ, 'এ পৃথিবীতে জানার শেষ নেই। ছোটদের মধ্যে জানার খিদে বাড়াতে হবে। দেশের ইতিহাস, সম্পদ, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে তাদের। বইয়ের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।'

পুতুলনাচ দেখাল সুদিনের স্বপ্ন

সৌকর্য সোম

প্রায় চার হাজার বছর আগে জন্ম নেওয়া এক সংস্কৃতি। কিন্তু তা আজও যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন স্নাতকস্তরের তৃতীয় সিমেস্টারের দীপ সাহা, তাঁর সহপাঠী দীপ মুখোপাধ্যায় ও স্নাতকোত্তরের তৃতীয় সিমেস্টারের আকাশ মণ্ডল। বিশিষ্ট পুতুল-নাট্যশিল্পী তথা বারুইপুর গঙ্গারিডি পাপেট থিয়েটারের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) কর্ণধার ডঃ প্রদীপ সরদার প্রশিক্ষণে সম্প্রতি মালদা কলেজে বাংলা বিভাগের আয়োজনে অন্য ধরনের এক লোকশিল্প কর্মশালা হয়ে গেল। পুতুলের মাধ্যমে কীভাবে আমাদের রোজকার জীবনের নানা সমস্যা খুব সহজে সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব তা সেখানে শামিল প্রায় ১৫০ জন দেখলেন, বুঝলেন আর খুব ভালোভাবে শিখলেনও। ওই কর্মশালায় শামিল তনুশ্রী মিত্রের উপলব্ধি, 'পুতুলনাট্য কেবল একটি বিনোদন-মাধ্যম নয়, এটি মানুষের জীবন, অনুভূতি, সংস্কৃতি ও সমাজকে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার এক শক্তিশালী শিল্পরূপ।'

মূলত এই বিষয়টি উপলব্ধির সুবাদেই দীপ সাহা লিখলেন নাটক 'আগামীর জন্য আজ', আকাশ মণ্ডল লিখলেন 'ধ্বংস হোক প্লাস্টিক দানো' আর দীপ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'নতুন জীবন'। আকাশ বললেন, 'সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিককে বন্দি করে ইকো-ব্রিকসের মাধ্যমে কীভাবে সৌন্দর্যায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যায় সেটাই আমরা আমাদের এই প্রযোজনাগুলির মাধ্যমে সবার

সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি।'

কর্মশালার শেষ দিন পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক মোট তিনটি পুতুলনাট্য পরিবেশিত হয়। পুতুল সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলা বিভাগের পড়ুয়া দীপ মুখোপাধ্যায়, শুভ্রা শর্মা, নুরজাহান, আসিকা, রুমকি ঘোষ, সুমিতা চৌধুরী, কণিকা দাস, পৌলমী সরকার, নৌসিন নোয়ার ও শিউলি মল্লিক। পুতুলনৃত্য সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলান তনুশ্রী মিত্র ও মুসকান খাতুন। বাচিক অভিনয়ে ছিলেন আকাশ মণ্ডল, দীপ মুখার্জি, স্নিগ্ধা সরকার, সনজিৎকুমার পোদ্দার, তনুশ্রী মিত্র, নাজিয়া সুলতানা, দেবায়ন বসাক ও সুবর্ণা চক্রবর্তী। নেপথ্যে আফফান চৌধুরী, পূজা কুণ্ডু ও স্নিগ্ধা সরকার গোটা বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে সামলালেন।

কীভাবে বিভিন্ন ধরনের পাপেট তৈরি করতে হবে, সেগুলিকে নাড়াতে হবে, চরিত্র অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের ব্যবহার, আলো, সংগীত ও দৃশ্যবিন্যাসের সমন্বয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, দলগতভাবে একটি গল্পকে জীবন্ত করে তুলতে হবে তা প্রদীপ শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বোঝালেন। শুভ্রারা সেসব খুঁটিয়ে শিখে নেওয়ায় তিনি খুবই তৃপ্ত, 'দণ্ড পুতুল নির্মাণ ও সঞ্চালনার কৌশল বিষয়ে যতটুকু জানি তা ওদের ভালোভাবে শেখানোর চেষ্টা করেছি।'

বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী বললেন, 'শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। আর এই সুবাদে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হয়ে ওঠার পাশাপাশি পড়ুয়ারা যদি স্বনির্ভর হতে পারে তবে তো সোনায় সোহাগা।'

ছোট্ট তারা

পাঁচ বছর বয়সি সলোমা ভুটিয়া জুনিয়ার কেজি'র পড়ুয়া। জয়গাঁর এক বেসরকারি স্কুলের ওই পড়ুয়া গান গাইতে ভালোবাসে।

এই বইটা মনে হচ্ছে ভালো। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

পর্দা উঠল ১২তম আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার। শোভাযাত্রা শুরু থেকে মেলার ভেতর পর্যন্ত উৎসবের রেশ কাটেনি। আলোয় ঝলমল স্টল, বই হাতে শিশু, কলেজ পড়ুয়াদের জটলা, বইপ্রেমীদের উৎসাহ, সবমিলিয়ে প্রথম দিনেই বইমেলা হয়ে উঠল আলিপুরদুয়ার শহরের শীতের অন্যতম আকর্ষণ। ঘুরে দেখলেন **দামিনী সাহা**।

শোভাযাত্রায় রঙিন সূচনা

বইমেলা

জেলা বইমেলার শোভাযাত্রা। আলিপুরদুয়ারে বৃহস্পতিবার।

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : দুপুরের রোদের আলো একটু একটু করে নরম হচ্ছিল। আলিপুরদুয়ার এডওয়ার্ড লাইব্রেরির সামনের রাস্তা তখন যেন রঙিন উৎসবের ময়দান। দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল মাইকের অ্যানাউন্সমেন্ট 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বইমেলার শোভাযাত্রা আরম্ভ হতে চলেছে।' কাছে যেতেই কানে আসছিল খুদে বইপ্রেমীদের উত্তেজিত গুঞ্জন। লাইব্রেরির ফটকের সামনে স্কুলের ইউনিফর্মে দল বেঁধে জড়ো হচ্ছিল ছাত্রছাত্রীরা, কারও হাতে প্ল্যাকার্ড, কেউ বা ধরে রেখেছে স্কুলের নামাঙ্কিত ব্যানার।

দুপুর দুটো বাজতেই একের পর এক স্কুলের দল পৌঁছে যায়। দাঁড়িয়ে পড়েন সেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা, নাট্য সংস্থার শিল্পীরা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা। সবার চোখেমুখে বইমেলার প্রথম দিনের উত্তেজনা। প্রায় ৮০০ জনের বিশাল শোভাযাত্রা যখন ধীরে ধীরে লাইব্রেরি মোড়ে লাইন করে দাঁড়াল, তখন দৃশ্যটি যেন শহরের হৃদয়ে অঙ্কিত এক চলমান চিত্রকর্ম।

দুপুর তিনটে বাজতেই পথচলা শুরু। একদম সামনে বইমেলার লেখাটি হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকশিল্পীরা। পিছনে প্ল্যাকার্ড হাতে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা, কেউ লিখেছে 'বই আমার বন্ধু', কেউ 'পড়ো আপন আলোয়, বড়ো হও'। কারও হাতে আবার দেখা গেল বইয়ের ছবি আঁকা প্ল্যাকার্ড। পথের দু'ধারে বক্সা ফরেস্ট রোডের দোকান, বিভিন্ন মোড়, সব জায়গা জমে উঠল উৎসুক দর্শকের ভিড়ে। হাতে মোবাইল, চোখে উচ্ছ্বাস, মুহূর্তটা সবাই ধরে রাখতে চাইছিলেন নিজের মতো করে।

মেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছে ফিতে কেটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের হাতেই আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় জেলা বইমেলার। তারপর বৈরাতি নাচের সপ্রতিভ ভঙ্গিতে অতিথিদের স্বাগত, তারপর মঞ্চে রাজ্য সংগীত পরিবেশন, উদ্বোধনী সংগীত, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, সব মিলিয়ে উদ্বোধনের মঞ্চ সংস্কৃতির রংয়ে রঙিন হয়ে উঠল। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, অতিরিক্ত জেলা শাসক সপ্তর্ষি নাগ, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, ডিপিএসসির চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন প্রমুখ।

একদিকে মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, তাঁদের বক্তব্যে জায়গা পেল বইয়ের গুরুত্ব, পাঠ্যাভ্যাসের প্রসার, তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে পদযাত্রায় অংশ নেওয়া ছোটরা ঠিক সে সময়ই ঢুকে পড়েছে মেলার বইয়ের দোকানগুলোতে। কারও হাতে গল্পের বই, কারও হাতে রংতুলির বই, কেউ আবার বাবা-মাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রিয় প্রকাশকের স্টলে। নতুন বইয়ের গন্ধে মেলা প্রাঙ্গণ মাখামাখি।

ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র অঙ্কুশ রায় বইয়ের স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'আমি তো শোভাযাত্রায় প্রথমবার এলাম। এত বই দেখে চোখ আটকে গিয়েছে! অনেক কিছু কিনব।'

তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ছয় বছরের রাই দাস। সে-ও মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে বলল, 'আমার তো বই হলেই হল। আঁকার বই, গল্পের বই, সব চাই!'

মেলা উদ্বোধন পর্যন্ত অবশ্য অপেক্ষা করতে পারেননি বইপোকারা, তার আগেই শুরু হয়ে যায় বিকিকিনি। একদিকে যখন মেলার প্রবেশপথের সামনে সকলে অপেক্ষা করছেন কখন শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাবে। অন্যদিকে তখন স্টলের সামনে জনাকয়েক উৎসাহী পাঠকের ভিড়। মহাকালগুড়ির বাসিন্দা অনামিকা বর্মন হাতে বই নিয়ে বলেন, 'অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। প্রথম দিন বই কেনার আলাদা মজা আছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতার বই নিলাম। আবার আসব।'

প্রকাশকরা ভরসা নিয়ে তাকিয়ে আছেন শহরের পাঠকমনের দিকে। কোনও প্রকাশকের স্টলে মিলছে ১০ শতাংশ ছাড়, কোথাও আবার সেটা ২৫ শতাংশ। প্রথমবার আলিপুরদুয়ার বইমেলায় হাজির বামদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'চমৎকার পরিবেশ। মনে হচ্ছে ভালোই বিক্রি হবে।'

বইপ্রেমীদের ভিড় দেখে অনেকেই বললেন, বইমেলা শুধু কেনাবেচা নয়, শহরের অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসব।

আজ শহরে

- জেলা বইমেলার দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সুকুমার রায়ের ছড়া প্রতিযোগিতা, সকাল দশটা থেকে প্যারেড গ্রাউন্ডে।
- বইমেলায় সাড়ে এগারোটা থেকে কাজী নজরুল ইসলাম বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।
- বইমেলায় দুপুর বারোটা থেকে জীবনানন্দ দাশ কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।
- বিকেল সাড়ে চারটে থেকে প্যারেড গ্রাউন্ডে ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা উপসমিতির কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান।
- জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং আলিপুরদুয়ার জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় জেলা সৃষ্টিশ্রীমেলা ২০২৫ শুরু বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট থেকে।
- পুরসভা হলে আয়োজিত হচ্ছে সপ্তম বর্ষ আন্তর্জাতিক রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসব। সকাল এগারোটায় প্যারেড গ্রাউন্ডে উদ্বোধনী সংগীতের পর শোভাযাত্রা।

স্বাস্থ্য শিবির

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : দত্তপাড়া স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ময়দানে বৃহস্পতিবার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আয়োজন করা হয়েছিল। আলিপুরদুয়ার লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় ১২২ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৫০ জন রক্তদান করেন। এছাড়াও বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ১২০ জন শিশু ও কিশোর। সংস্থার সম্পাদক বাপ্পা দে জানান, বর্ষপূর্তির এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক পরিষেবাই ছিল মূল লক্ষ্য। শহরের বিশিষ্ট অস্থি বিশেষজ্ঞ অনিন্দ্য সাহা এদিন বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পরিচালনা করেন।

আবির্ভাব তিথি

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার মা সারদার ১৭৩তম আবির্ভাব তিথিতে বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হল আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমে। এদিন ভোরবেলা মঙ্গলারতির মধ্য দিয়ে পুজো শুরু হয়। সকাল আটটা নাগাদ বিশেষ পুজো ও মাতৃসংগীত অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ধরেই চলে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান। এর পাশাপাশি এদিন সারদা সংঘের তরফে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বই আমাদের জাগিয়ে রাখে...

পরিমল দে

৮ ডিসেম্বর ২০২৫-এ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম দেখলাম 'বাংলার রাজনীতি এখন ধর্মময়'। আনন্দের বিষয় এই ধর্মীয় রাজনীতির আবহে বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার জেলাতেও শুরু হল 'জেলা বইমেলা'। আমরা এখন 'জেন-জেড' এবং কৃত্রিম মেধার যুগে বাস করছি। সমাজমাধ্যম কেড়ে নিয়েছে নিবিড়-ব্যক্তিগত জীবনের পরিসর। সামাজিক-পারিবারিক জীবনও এখন সমাজমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণে! এই অন্তহীন প্রযুক্তির যুগে একমাত্র 'বই-ছাপা বই'-ই আমাদের যুক্তির আলো দেখাতে পারে। সমকালীন বিষণ্ণতার মধ্যে 'বই পড়াই' একমাত্র চির আনন্দময় জগৎ। বইমেলা লেখক-কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-পাঠক এবং প্রকাশের হৃদয়ের মিলনমেলা। বইমেলা মানবজাতির বৌদ্ধিক-চিন্তন ও মনন-চর্চার মেলা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না'। এই বিষাদ সত্যের মাঝেও এক চিরন্তন সত্য হল- একমাত্র বই-ই কথা রাখে। আমরা নাদের আলিকে এবং বরুণাকে মনে রেখেছি। মানুষ বইকে সমরণে রাখবে বলেই রবীন্দ্রনাথ গভীর বিশ্বাসে লিখেছিলেন,

'আজি হতে শতবর্ষ প্রহর,
কে তুমি পড়ছ বসি আমার
কবিতাখানি কৌতূহল ভরে'-

পৃথিবীর শত পরিবর্তন-বিবর্তনেও গ্রন্থ শাশ্বত। বইমেলা আমাদের জীবনে এক খোলা আকাশ। সৃজনশীলতাই জীবন।

হিংসা-সন্ত্রাস-ধ্বংস-যুদ্ধ-বিদ্রোহ এত কিছুর মধ্যেও মানুষের বইয়ের চাহিদা তো কমছে না। বিশ্বব্যাপী বইমেলা হচ্ছে। ২০২৪-২০২৫ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বই বিক্রি হয়েছে প্রায় ২৭ কোটি টাকার। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ-পাঠক-লেখক-কবির সমাবেশ ঘটেছে বইমেলা চলাকালীন। গ্রন্থের শক্তি অপরিসীম। কার্ল মার্কস-এর 'দাস ক্যাপিটাল' মহাত্মা গান্ধির 'আত্মজীবনী' দুটি ভিন্নপথে বিশ্ব সমাজ পরিবর্তনের দিশা দেখিয়েছে। একটিমাত্র বই গান্ধিজির জীবন পালটে দিয়েছিল একরাতের মধ্যে। বইটির নাম 'আনটু দিস লাস্ট'। লেখক রাস্কিন। বইটি গুজরাটিতে গান্ধিজি অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদটি সর্বোদয় নামে বিখ্যাত। আরেকটি গ্রন্থ মানবসভ্যতায় বারবার খোঁজ পড়বে-পরিবেশ-প্রাণ ও জীবনরক্ষার জন্য। বইটির নাম 'রিটার্ন টু নেচার'। লেখকের নাম এডলাস জাস্ট। মানবজাতিকে একদিন প্রকৃতির কোলে ফিরতেই হবে। একদিন যন্ত্র জীবের অবসান ঘটবে- প্রকৃতির হবে মানুষের আশ্রয়! এই বিশ্বাস রাখতে ক্ষতি কী?

তবে ডুয়ার্সে, আলিপুরদুয়ার জেলার আমরা এখনও প্রকৃতির কোলেই আছি। এখানে বইমেলাও অনুষ্ঠিত হয় বিশাল-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার অন্যতম প্রাপ্তি লোকায়ত জীবনের সন্ধান। বইমেলাকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ। উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্স-তরাইয়ের ইতিহাস কেন্দ্রিক গ্রন্থের প্রাপ্তি ও বিশাল পরিমাপের।

বইমেলার কয়েকটি দিন শীতের আমেজে বই কেনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবি সম্মেলন- আলোচনাচক্র এগুলো বইমেলার অনন্য প্রাপ্তি। যেকালে বইমেলা ছিল না, সেকালে বইয়ের পাঠকরা বিছানার পাশে হাতের কাছেই বই রাখতেন। যেমন গান্ধিজির বিছানায় থাকত এডুইন আর্নল্ডের 'দি লাইট অফ এশিয়া', নেহরুর বেড-সাইডে থাকত তাঁর নিজের লেখা 'আত্মজীবনী', 'ভারত সন্ধানে' ও 'বিশ্ব ইতিহাস'।

বই আমাদের জাগিয়ে রাখে, ঘুম পাড়ায় আবার দাঁড় করিয়েও রাখতে পারে! অন্তত বাংলার সভাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাদের দাঁড়াতে বাধ্য করেছেন। 'দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে। তিষ্ট মনকাল'।

ছুটির পর দলবেঁধে ঘরে ফেরা। আলিপুরদুয়ারের মিলন সংঘ এলাকায়।

ব্লকেও হোক বইমেলা : উদয়ন

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে গেল ১২তম আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা। প্রথমদিনে বইয়ের আবহে ভরা মঞ্চ হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর বক্তব্যে। শুধু জেলা শহর নয়, সব মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস ছড়িয়ে দিতে ব্লকের বিভিন্ন শহরে বইমেলার আয়োজন করার পক্ষে সওয়াল করেছেন মন্ত্রী। মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই জেলা বইমেলা ঘিরে গত দুইমাসের বিতর্ক আবারও সামনে চলে আসে। কারণ এ বছর মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে জেলা বইমেলা আয়োজিত হোক, এমন প্রস্তাব উঠেছিল এবং তা নিয়ে একাধিক বৈঠক, আলোচনা ও মতভেদ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ আলিপুরদুয়ার শহরেই আয়োজন করা হয় জেলা বইমেলার।

উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে এদিন মন্ত্রী প্রশ্ন তুললেন, 'বইমেলা কি শুধু জেলা শহরের মানুষজনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে? যদি এই বইমেলাকে আন্দোলন হিসেবে ধরা হয় তাহলে এই বই পড়ার অভ্যাস নীচুতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হয়। তেমনটা হলে অন্তত পক্ষে তা মহকুমা শহরগুলোতে করা উচিত।' কিন্তু আলিপুরদুয়ারে তো কোনও মহকুমা নেই? সেক্ষেত্রে ব্লকগুলিতে এই আয়োজন করা যেতে পারে বলে মত মন্ত্রীর।

জেলা বইমেলা কমিটির বৈঠকে সাহিত্যিক মহল থেকে পাঠক, অনেকেই যুক্তি দেন, জেলা বইমেলা হল জেলার সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র। সেই আয়োজনের জন্য সদর শহরই সবচেয়ে যোগ্য। অন্যদিকে বিপক্ষের যুক্তি, জেলা বইমেলা শুধু শহরবাসীর উৎসব নয়, এক বছর অন্তত ব্লক শহরেও বইমেলা হওয়া উচিত।

উদয়ন গুহর বক্তব্যে সেই বিতর্কই যেন ফের জোরালো হয়ে উঠল। মঞ্চ থেকে তিনি জানান, দিনহাটার বাসিন্দা হিসেবে তিনি নিজে একবার কোচবিহার জেলা বইমেলা দিনহাটায় আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখনকার জেলা

আলিপুরদুয়ার

গ্রন্থাগার দপ্তরের পূর্ণ সহযোগিতা না মেলায় এবং যাতায়াতজনিত সমস্যার কারণে সেই উদ্যোগ স্থায়ী হয়নি। তাঁর অভিযোগ, 'কতব্যক্তিদের অসুবিধার কারণেই জেলা বইমেলা বরাবর সদরেই আটকে থাকে।'

এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, 'বইমেলা করতে যে পরিকাঠামো লাগে, তা জেলা শহরেই সবচেয়ে সহজলভ্য। ফালাকাটায় একবার করা হয়েছিল, কিন্তু সাফল্য অনেক কম ছিল। এবছর মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে মেলা আয়োজনের প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু বাস্তব সমস্যার কারণে কমিটি আলিপুরদুয়ার শহরকেই বেছে নিয়েছে।'

উদ্বোধনী সংগীত

'বইমেলা মোদের প্রাণের মেলা, জ্ঞান বিজ্ঞানের খেলা, কাটে সারাবেলা', বৃহস্পতিবার এই গান গেয়েই উদ্বোধন হল ১২তম জেলা বইমেলার। এই গানের কথা, সুর এবং মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কিবোর্ড বাজিয়েছেন বুল্টন দে, অক্টোপ্যাডে মনোজিৎ চক্রবর্তী এবং তবলায় সংগত করেছেন বিশ্বজিৎ দাস। বই ছাড়া যে অগ্রগতি সম্ভব নয়, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই গানের মধ্যে দিয়ে।

লোকসংস্কৃতি

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কবি জগন্নাথ বিশ্বাস এবং কবি সমীরেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর কবিতায় ডুয়ার্স প্রকৃতি ও জনজাতির প্রভাব এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে সেমিনার হয়। সেমিনারে অংশ নেন কবি সৌভিক দে সরকার, কবি সুবীর সরকার। সঞ্চালনায় ছিলেন দেবাশিস ভট্টাচার্য। দুই কবির লেখায় ডুয়ার্সের জনজাতি, প্রকৃতি, বনজঙ্গল, লোকসংস্কৃতি সহ নানা বিষয় ফুটে উঠেছিল।

সেলফি জোন

ছবির মধ্যে দিয়ে একটা মুহূর্তকে বারবার ফিল করা যায়। তাই তো যে কোনও জায়গায় গিয়ে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায়। আর বইমেলায় গিয়ে সেলফি তোলা হবে না, সেটা কি হয়? ১২তম জেলা বইমেলায় তাই দুটি সেলফি জোন রয়েছে। একটি সেলফি জোনে রয়েছে বিভিন্ন মনীষীর ছবি সহযোগে বই।

বইমেলা লাইভ

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের লোগো সহযোগে জেলার বইমেলা নিয়ে রয়েছে আরেকটি সেলফি জোন।

আয়োজন

জেলা বইমেলার প্রথম দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিল সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। বিরাজ বাগোয়ার, দেবাশিস খেরোয়ার, পরদুম থাপা, হাবিল কুস্মাদের মধ্যে কেউ দর্শনার্থীদের মাতাল গানে, কেউ বাজিয়েছে বাদ্যযন্ত্র। অনুষ্ঠান শেষে হাততালির মাধ্যমে তাদের আরও উৎসাহ দেওয়া হয়।

বই প্রকাশ

ওরাওঁ সম্প্রদায়কে নিয়ে জানতে চান, তাঁদের জীবন থেকে জীবিকা কেমন বুঝতে চান, তাহলে পড়তে পারেন 'ওরাওঁ কবিতা'। বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলার কবি অনুপা সিংহ কেরকেট্টার লেখা বইটি প্রকাশিত হল। এই নিয়ে অনুপার পাঁচটি বই প্রকাশ পেল। ২০১৬ সাল থেকে তিনি লেখালেখি করছেন। বেশিরভাগ লেখাতেই ওরাওঁ সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠে। এই বইটিও ব্যতিক্রম নয়।

তথ্য ও ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পেট্রোলের খোলা বিক্রিতে বিপদের আশঙ্কা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : শহরের বুকে দুটো তেলের পাম্প। সেখানে সবসময়ই ভিড় লেগে থাকছে গাড়িতে পেট্রোল বা ডিজেল ভরার জন্য। তবে শহরে আরেকটা ছবিও দেখা যায়। বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হচ্ছে খোলা পেট্রোল, ডিজেল। বিপদের আশঙ্কা সেখানেই। পাশাপাশি এই অবৈধ ব্যবসায় প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় প্রশ্ন উঠছে।

বক্সা ফিডার রোড আলিপুরদুয়ার শহরের মূল রাস্তা বলা চলে। সেই ব্যস্ততম রাস্তার দুই পাশেই এই ব্যবসা চলছে। বিএফ রোডের দু'পাশে পানের দোকান, মুদিখানা, গ্যারাজে অবৈধভাবে পেট্রোল, ডিজেল বিক্রি হচ্ছে।

একজনকে দেখে ব্যবসা শুরুর 'সাহস' পেয়েছেন আরেকজন। এদিন যেমন শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কোর্ট মোড়ে বেশ কয়েকটি দোকানে খোলা পেট্রোল, ডিজেল বিক্রি করতে দেখা গেল। অথচ জেলা প্রশাসন থেকে পুলিশ, বিভিন্ন দপ্তরের কার্যালয় এই চত্বরেই। এই নিয়ে পরিমাপ বিষয়ক দপ্তরে যোগাযোগ করলেও আবছা উত্তর পাওয়া গিয়েছে। দপ্তরের ইনস্পেকটর বিদ্যুৎ মালাকারের কথায়, 'তেলের পাম্পগুলোয় আমার নজর রাখি। সেখানে কিছু ভুল কাজ হচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখা হয়। কিন্তু সেখান থেকে কেউ পেট্রোল, ডিজেল কিনে বাইরে বিক্রি করছে কি না, সেটা আমরা দেখি না।'

বক্সা ফিডার রোডের পাশে হামেশাই চোখে পড়ে এমন দৃশ্য।

তেলের পাম্পগুলোর দায়িত্ব রয়েছে ওই দপ্তরের ওপর। তাহলে বাইরে অবৈধভাবে তেল বিক্রি হলে সেদিকে কে নজর দেবে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কয়েকদিন আগেই শোভাগঞ্জ এলাকায় একটি তেলের পাম্পে দুর্ঘটনা হয়। এত সুরক্ষা থাকলেও পাম্পগুলোয় দুর্ঘটনা হচ্ছে, তখন খোলাবাজারে তেল বিক্রি বিপদ ডেকে আনছে। শহরের নিউটাউন এলাকার বাসিন্দা শংকর মল্লিক বলেন, 'রাস্তায় যেতে আমারও নজরে এসেছে অনেক দোকানের সামনে পেট্রোল বোতলে রেখে বিক্রি হচ্ছে। সেটা খুবই বিপজ্জনক।' প্রশাসনের এই নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন দেবীনগরের বাসিন্দা নিখিল তপাদার।

আলিপুরদুয়ার শহরের শোভাগঞ্জ ও সুভাষপল্লিতে তেলের পাম্প রয়েছে। অন্যদিকে, শহর সংলগ্ন বীরপাড়াতেও কয়েকটি পাম্প রয়েছে। তবে চৌপথি থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত বিএফ রোডের পাশে তেলের কোনও পাম্প নেই। চৌপথি থেকে প্রায় সাত কিমি দূরে ডিআরএম চৌপথিতে পাম্প রয়েছে। অত বড় জায়গার বাসিন্দাদের অনেক সময়ই তেলের প্রয়োজন হয়। বাধ্য হয়ে তাই তাঁরা খোলাবাজার থেকে তেল কিনেছেন। কাছাকাছি তেলের পাম্প থাকলে এই ব্যবসার রমরমা অনেকটাই কমবে বলে মত শহরবাসীর। প্রশাসন যদি এ বিষয়ে পদক্ষেপ করে, তাহলেই বিপদের আশঙ্কা অনেকটাই কমবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

পৃথিবীর যমজ, মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এক দারুণ খবর এনেছেন! আমাদের থেকে মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে পৃথিবীর আকারের এক গ্রহ— নাম গ্লিজ ১২বি। সবচেয়ে উত্তেজনার বিষয় হল, এটি তার তারকার বাসযোগ্য অঞ্চলে আছে! অর্থাৎ, সেখানে তাপমাত্রা এমন হতে পারে যে তরল জল থাকতে পারে, আর হয়তো প্রাণও! জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা এবার এর বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করে দেখবেন। আমরা কি এবার ভিনগ্রহের 'যমজ ভাই'-এর কাছাকাছি এলাম? এই আবিষ্কার সৌরজগতের বাইরে প্রাণের সন্ধানের জন্য এক বিশাল পদক্ষেপ।

সিলিন্ডার নিয়ে মঞ্চে, বাবার সম্মান

ব্রাজিলের লরেঞ্জো মনফার্দিনি তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেওয়ার সময় যা করলেন, তাতে সবার চোখ ভিজে গেল! তিনি মঞ্চে তার ডিপ্লোমা নিতে এলেন একটা গ্যাস সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে! এই সিলিন্ডার তার বাবার প্রতীক, যিনি ২৬ বছর ধরে ঘরে ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়েছেন, আর সেই কষ্টের রোজগারে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন। লরেঞ্জো তার বাবার প্রতি বিনয় আর কৃতজ্ঞতা জানাতেই এমনটা করলেন। তার এই কাণ্ড প্রমাণ করল, বাবার কঠোর পরিশ্রম আর ত্যাগের কাছে ডিগ্রি কেবল একটি কাগজমাত্র।

টুনা মাছের জীবন, থামলেই ফিনিশ

টুনা মাছের জীবনটা এক অদ্ভুত নিয়মের ফাঁদে বাঁধা: এদেরকে একটানা সাঁতার কাটতেই হবে, নাহলে মরে যাবে! কারণ কী জানেন? তারা অন্য মাছের মতো ফুলকা দিয়ে জল পাম্প করতে পারে না। তাদের মুখ খুলে এগিয়ে যেতে হয়, যাতে সাঁতারের ফোর্সে জল ফুলকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অক্সিজেন দিতে পারে। যদি তারা থামে, তবে জলের প্রবাহ বন্ধ, আর তারা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়! এদের আবার ভেসে থাকার জন্য সুইম ব্লাডারও নেই। টুনা মাছের জীবন যেন স্পিড এবং সারভাইভালের এক নিখুঁত উদাহরণ।

টাকা নয়, খামারে কাজ আর বিশ্বভ্রমণ

যাঁরা ঘুরতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য দারুণ খবর! WWOOF(World Wide Opportunities on Organic Farms) একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আপনি জৈব খামারগুলোতে কাজ করবেন আর তার বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পেয়ে যাবেন— কোনও টাকা খরচ ছাড়াই! ১৯৭১ সালে শুরু হওয়া এই প্রোগ্রামটি এখন ১৩০টিরও বেশি দেশে চালু আছে। দিনে চার থেকে ছয় ঘণ্টা কাজ করলেই হল— বাকি সময়টা ঘুরে বেড়ান, আর স্থানীয় সংস্কৃতি উপভোগ করুন। এটা কেবল চাষবাস নয়, বরং শেখা, ভ্রমণ আর নতুন বন্ধু বানানোর এক চমৎকার সুযোগ।

WWOOF FoWO Federation of WWOOF Organisations

কর্মবিরতি

কালচিনি, ১১ ডিসেম্বর : বকেয়া সাম্মানিক দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার প্রাণীবন্ধু, প্রাণীমিত্র সহ প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের দপ্তরের অধীনে কর্মরত কর্মীরা রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি পালন করলেন। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের বকেয়া মেটানোর দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কালচিনি ব্লকের প্রাণীবন্ধু উত্তম মণ্ডলের অভিযোগ, দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁরা সরকারি প্রতিটি প্রকল্প নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। তবে চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে তাঁরা মাসিক সাম্মানিক, উৎসাহ ভাতা পাননি। এতে তাঁদের মতো কর্মীরা তীব্র আর্থিক সংকটে ভুগছেন। এছাড়াও প্রাণী গণনা প্রকল্পের কাজ করেও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের টাকা তাঁরা পাননি। উত্তম বলেন, 'সারা রাজ্যের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি ব্লকে আমাদের বকেয়া না মেটা পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কালচিনি ব্লকে সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ২৩ জন কর্মী। কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করায় আগামীদিনে গৃহপালিত প্রাণীদের টিকাকরণ সহ নানা কাজে সমস্যা দেখা দেওয়ার উপক্রম হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের এগজিকিউটিভ অফিসার কৌশিক বরুয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কর্মীদের বকেয়ার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, দ্রুত বকেয়া সাম্মানিক দেওয়া হবে।'

বিএলও-দের সঙ্গে বাদের তালিকা নিয়ে মতবিরোধ

সই-এ না তৃণমূল বিএলএ-দের

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর-এর ফর্ম অনলাইনে জমা দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে। কাজ মিটতে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে বিএলও-রা। তবে শেষলগ্নে জেলা নির্বাচন দপ্তরের বিএলও-দের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিএলও-দের তৈরি করে দেওয়া মৃত, নিখোঁজ ও স্থানান্তরিত ভোটার তালিকায় সই করতে অস্বীকার করছেন শাসকদলের বিএলএ-রা, এমনটাই অভিযোগ। যদিও তৃণমূলের তরফে বলা হচ্ছে, তালিকায় বেনিয়ম হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই মৃত ও নিখোঁজ ভোটারদের নাম তালিকায় থেকে গিয়েছে। সেই কারণেই তাঁরা সই করেননি বলে দাবি।

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূলের বিএলএ-১ তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রতি বুথে বিএলও-রা একটি করে তালিকা দিচ্ছেন। যেখানে মৃত ভোটার সহ নিখোঁজ ভোটারদের নাম থাকছে। বিএলএ-দের সেখানে সই করতে বলছেন। কিন্তু আমরা স্পষ্ট বলেছি, কারও ডেথ সার্টিফিকেট না দেখে সই করব না। তাই আমাদের বিএলএ-রা সই করছেন না।'

> “মৃত, নিখোঁজ ভোটারদের নাম তালিকায় থাকছে। বিএলএ-দের সেখানে সই করতে বলছেন। কারও ডেথ সার্টিফিকেট না দেখে আমরা সই করব না।
>
> **সৌরভ চক্রবর্তী**
> প্রাক্তন বিধায়ক

সাতকাহন

- বৃহস্পতিবার রাতে এসআইআর-এর অনলাইনে ফর্ম জমা শেষ হয়েছে
- মৃত, নিখোঁজ ও স্থানান্তরিত ভোটার তালিকায় সই করছে না তৃণমূলের বিএলএ-রা
- ডেথ সার্টিফিকেট না দেখে তালিকা তৈরি হয়েছে বলে দাবি
- বিএলওদের মতে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হয়েছে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএলও পালটা বলেন, 'আমরা প্রতিটা বাড়ি গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলে মৃত ও নিখোঁজ ভোটারের তালিকা তৈরি করেছি। এরপর সেখানে পরিবারের সদস্যের সই সহ আরও চারজন ভোটারকে সাক্ষী রেখে রেজোলিউশন করে তালিকা তৈরি করেছি। অস্বচ্ছতার কিছু নেই।' বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কটাক্ষ, 'আসলে এসআইআর হওয়ার পর এখন সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে তৃণমূল। তাই তারা এখন নির্বাচন দপ্তরকে নানাভাবে সমস্যায় ফেলতে চাইছে।'

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, প্রত্যেক বুথে মৃত, স্থানান্তরিত ও নিখোঁজ ভোটারের একটি তালিকা তৈরি করেছেন বিএলও-রা। ওই তালিকায় বিএলএ-২'দের সই করানো হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় মোট ১৩৫০টি বুথ। কিন্তু অধিকাংশ বুথে তৃণমূলের বিএলএ-২'রা ওই তালিকায় সই করছেন না বলে অভিযোগ। তাঁদের যুক্তি, ডেথ সার্টিফিকেট না থাকলেও পরিবার মৃত বলেছে অনেকক্ষেত্রে। যে কোনও ভোটারকে চাইলে ডাকতে পারে নির্বাচন কমিশন। তখন যদি কেউ বলে যে, আমি জীবিত। তখন তো সেই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না তৃণমূল। তৃণমূলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিএলও-দের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

জেলা নির্বাচন দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলার সন্দেহজনক ভোটারদের ডাকা হতে পারে। চার-পাঁচটা বুথ মিলিয়ে এক জায়গায় হিয়ারিং হতে পারে। তবে কতজন ভোটারকে ডাকা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মাধ্যমিকের আগে জেলায় প্রস্তুতি বৈঠক

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে জেলা প্রশাসন, সেন্টার সেক্রেটারি ও সেন্টার ইনচার্জদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা সদরের নিউটাউন গার্লস স্কুলে প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিন বৈঠকে জেলার মাধ্যমিক আহ্বায়ক শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, যুগ্ম আহ্বায়ক শৌভিক দে সরকার সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রেজিস্ট্রেশনের তথ্য প্রকাশ করে পর্ষদের সভাপতি জানান, গত বছরের তুলনায় এবার জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ হাজার বৃদ্ধি পাবে। গত বছর জেলায় প্রায় ১৭,৫৭৬ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তবে এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় কতজন পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে, নির্দিষ্ট করে বলা যায়নি।

জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে বন, পাহাড়ি এলাকা ও বেহাল রাস্তা নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। এ বছর জেলায় মাধ্যমিকের ১৮টি সেন্টার ও ৭০টি ভেনুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত প্রায় ৪১ কিলোমিটার ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। এই রাস্তার গা ঘেঁষে অনেক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া বক্সা, জয়ন্তী এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের একটা বড় অংশের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়ে আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায়। প্রায় ৩০ কিলোমিটার বা তারও বেশি বনাঞ্চলের পথ অতিক্রম করে কেন্দ্রে পৌঁছোতে হিমসিম খেতে হয় তাদের। চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের অনেককেই পরীক্ষা শুরুর বেশ খানিকক্ষণ পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছোতে দেখা গিয়েছিল। তবে এই বিষয়ে বন দপ্তরের বিশেষ যানবাহন ছাড়াও এনবিএসটিসি-র পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান পর্ষদ ও শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা। পরীক্ষাকেন্দ্রে বিদ্যুতের সরবরাহ ঠিক রাখা ছাড়াও অগ্নিনির্বাপণে বিশেষ নজরদারি চালাবে দমকল অফিস। এছাড়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয় বৃহস্পতিবারের বৈঠকে। বৈঠক শেষে পর্ষদের টেস্ট পেপার উন্মোচন করে পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'অন্য বছরের তুলনায় অনেক আগে টেস্ট পেপার পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হল।' আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে ক্যাম্প করে ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর জেলার অন্য স্কুলগুলির জন্য টেস্ট পেপার বিতরণ করা হবে বলে জানান তিনি।

ছেলেকে নিয়ে নিখোঁজ বধূ

জামালদহ, ১১ ডিসেম্বর : ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে 'আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছি' বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন এক বধূ। ওই বধূর নাম তাপসী বর্মন। বয়স ২৮ বছর। বাড়ি মেখলিগঞ্জের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে। চলতি মাসের ৪ তারিখ ঘটনাটি ঘটে। বহু খোঁজ করার পরেও তাপসীর কোনও সন্ধান না পেয়ে বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর স্বামী। পুলিশ জানিয়েছে, ওই বধূর খোঁজে তল্লাশি চলছে। আশপাশের একাধিক থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। তাপসীর আরেক ছেলে রয়েছে। তার বয়স ১০ বছর। মা ও ভাইকে এক সপ্তাহ না দেখতে পেয়ে সেও ভেঙে পড়েছে। বধূর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে কোনও অশান্তি চলছিল না। তবে স্থানীয়দের সন্দেহ, ব্যক্তিগত কারণ অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় পা দিয়ে থাকতে পারেন তাপসী। তবে তাঁর রহস্যজনক অন্তর্ধান নিয়ে রহস্য ঘনিয়েছে।

বিশেষ পুজো

শামুকতলা, ১১ ডিসেম্বর : শামুকতলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে শ্রীশ্রী মায়ের ১৭৩তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে শামুকতলা শক্তি সংঘের পুজোমণ্ডপে বৃহস্পতিবার বিশেষ পুজো এবং ধর্মীয় আলোচনা ও কীর্তনের আয়োজন করা হয়।

আরামে আম্মু।। জম্মুর 'জাম্বো জু'তে বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

গাড়ি চলাচলের জট কাটাতে বৈঠক

খুশি সমতল, হতাশা পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : পাহাড়-সমতলের সমস্ত পর্যটকবাহী গাড়ি সর্বত্রই চলাচল করতে পারবে। কোথাও কোনও বাধা এলে প্রশাসন আইনানুগ পদক্ষেপ করবে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের ডাকা বৈঠকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র বলেছেন, 'পাহাড় ও সমতলের সমস্ত পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সবাইকে স্পষ্টভাবে আমরা জানিয়ে দিয়েছি, সব গাড়ি সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারবে। আশা করছি, আর কোনও সমস্যা হবে না।'

এদিনের বৈঠকে সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা খুশি হলেও পাহাড়ে হতাশা লক্ষ করা গিয়েছে। দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল অপারেটরস (ডাটা)-এর সভাপতি প্রদীপ লামা বলেন, 'বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি।'

বেশ কয়েকদিন ধরে পাহাড় ও সমতলে পর্যটকবাহী গাড়ি চলাচল নিয়ে বিরোধ চলছে। কয়েকদিন পাহাড়ের গাড়িচালকরা সমতলের গাড়িগুলিকে টাইগার হিল, সিটং, লামাহাটার মতো গন্তব্যে যাওয়ার সময় মাঝপথে আটকে দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা মেটাতে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির তরফে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়। কিন্তু মাঝে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও প্রশাসন কার্যকরী পদক্ষেপ না করায় মঙ্গলবার তাঁরা শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের অফিসে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে তাঁরা প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন। তারপরই বৃহস্পতিবার দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকের ব্যবস্থা করে জেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এবং শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের অফিসে বৈঠক হয়। বৈঠকে দার্জিলিংয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) সুমিত রাই, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাস সহ সেখানকার পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলি ছিল। শিলিগুড়ি থেকে বৈঠকে ভার্চুয়ালি মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা, শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে প্রশাসনের তরফে দু'পক্ষকেই স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, একই জেলার মধ্যে সমস্ত গাড়ি সমস্ত জায়গায় চলাচল করতে পারে। কোথাও কোনও সমস্যা হলে দ্রুত পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনকে জানাতে হবে। প্রশাসন আইন মেনে দ্রুত পদক্ষেপ করবে। বৈঠকের পরে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্রাট সান্যাল ও দেবাশিস মৈত্র জানিয়েছেন, প্রশাসনের ভূমিকায় তাঁরা খুশি। শুক্রবার থেকে পাহাড় ও সমতলে স্বাভাবিকভাবে গাড়ি চলাচল করবে।

যদিও দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল অপারেটরস (ডাটা)-এর সভাপতি প্রদীপ লামা বলেছেন, 'বৈঠকে ধৈর্য ধরে আমাদের কথাই শোনা হয়নি। তাড়াতাড়ি বৈঠক শেষ করার জন্য তোড়জোড় চলেছে। তাই সমাধানসূত্র কিছুই বের হয়নি।' তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি থেকে প্রচুর গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে প্যাকেজ টুর করছে। তারা পাহাড়ে এসে সমস্ত দর্শনীয় স্থানে চলে যাচ্ছে।

ফলে পাহাড়ের গাড়িচালকরা ভাড়া পাচ্ছেন না। এতে তাঁদের রুটিরুজির সমস্যা হচ্ছে। আমাদের এই বক্তব্যটা প্রশাসন যদি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করত, তাহলে ভালো হত।'

জমি বিবাদে আহত

সোনাপুর, ১১ ডিসেম্বর : পারিবারিক জমি বিবাদের জেরে মারপিট। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও ছেলে। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনা আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়া পুলিশলাইন এলাকার। অভিযোগ, পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/৯৭ বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা জ্যোৎস্না বর্মন রায়ের স্বামী বাবলু রায়ের পরিবারে বেশ কয়েকদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছে। অভিযোগের তির তাঁর বাবা ও ভাই নান্টু রায়ের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ফের জমি ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ বাধে। বৃহস্পতিবার সকালে বিবাদ মারপিটের দিকে গড়ায়। মারপিটের পর বাবলু ও তাঁর ছেলে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ির এই ঘটনায় গ্রামবাসী অবাক। হাসপাতালে ভর্তি বাবলু বলেন, 'জমি নিয়ে সমস্যা চলছে। আজ সকালে ভাই আমাদের মারতে আসে। আমার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এমনকি, ছেলের হাতেও আঘাত করে। বিষয়টি পুলিশকে জানাব।' বাবলুর ভাই নান্টুর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

'ভুখা' শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর

গত বছর থেকেই মেরিকো টি কোম্পানির বাগানগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি, স্টাফ, সাব-স্টাফদের বেতন অনিয়মিত। এবছর পরিস্থিতি চরমে। সংস্থার দাবি, উৎপাদন এবং চায়ের দাম কমে যাওয়ায় লোকসানের খাঁড়া নেমেছে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার অনশনে বসে বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিক সঞ্জু ওরাওঁ বলছিলেন, 'অন্য কোথাও কাজও পাচ্ছি না। খাব কী? ছেলেমেয়েদের টিউশন পড়ানো বন্ধ করে দিতে হয়েছে। স্কুলে পাঠানোর গাড়িভাড়াও দিতে পারছি না। শাসক, বিরোধী সব দলের নেতাদের কাছে অনুরোধ, আমাদের কথা ভাবুন। আপনারা মাছমাংস খাচ্ছেন। অথচ আমাদের নুনভাত জুটছে না।' গুলু লোহার নামে আরেক মহিলা শ্রমিক বললেন, '২০২৬ সালে মোদি, মমতা কাউকেই ভোট দেব না। আমরা ভাত পাচ্ছি না। অথচ নেতারা আমাদের কথা ভাবছেন না।'

এদিন চা শ্রমিকদের অনশনের খবর পেয়ে টনক নড়ে পুলিশ প্রশাসনের। বীরপাড়া চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। শ্রমিকদের উদ্দেশে তিনি হাতজোড় করে বলতে থাকেন, 'পুলিশ প্রশাসন আপনাদের সমব্যথী। আপনারা দয়া করে ধৈর্য ধরুন।' পরে তিনি বলেন, 'সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে চা শ্রমিকদের দুরবস্থার জন্য আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা দুষছেন রাজ্য সরকার, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে, মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর দাবি, সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীকে তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস জানান, বুধবার ছয়টির মধ্যে তিনটি বাগানে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটানোর কথা ছিল। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও বাগানেই মজুরির বকেয়া টাকা মেটানো হয়নি। তিনি বলেন, 'বকেয়া মজুরি ইস্যুতে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রম দপ্তর নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।'

মিছিল করে

প্রথম পাতার পর

পুঁটিমারি মোড়ের ব্যবসায়ী ভবতোষ বর্মনেরও গ্রিলের দোকান ভাঙা পড়ে। তিনিও এদিন মিছিলে শামিল হন। তাঁর কথায়, 'প্রশাসন পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অনিয়ম করেছে। সঠিকভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হলে আমরাও আগে জায়গা পেতাম। তাই এখন আমাদের জায়গা দিতেই হবে।'

এদিন দুপুরে মেজবিল থেকে ব্যবসায়ীদের মিছিল শুরু হয়। তারপর পলাশবাড়িতে এসে ব্যবসায়ীদের অবস্থান বিক্ষোভ চলে। সেখানে আসেন শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার। তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন মেজবিলের ব্যবসায়ীরা। পরে সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনাও ভেস্তে যায়। সম্পাদক বলেছেন, 'মেজবিলের ব্যবসায়ীরা জায়গা পান, এটা আমিও চাই। কিন্তু ওরা আন্দোলনের মাঝেই হাল ছেড়ে দেন। আর জায়গা দেওয়ার মালিক তো আমি নই। এই জায়গা দিচ্ছে জেলা পরিষদ।' তবে মেজবিলের ব্যবসায়ীদের একাংশ নানা তির্যক মন্তব্য করায় সম্পাদক সেখান থেকে চলে যান। পরে মেজবিলের ব্যবসায়ীরা ফাঁকা জায়গায় বাঁশ বেঁধে দেন। এরপর মেজবিলের ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধিদল সোনাপুর ফাঁড়িতে গিয়ে আলোচনা করে। সন্ধ্যার দিকে যে জায়গাগুলি ঘিরে রাখা হয়েছিল সেখানকার বাঁশ মেজবিলের ব্যবসায়ীরাই আবার খুলে ফেলেন। জেলা পরিষদের সঙ্গে আন্দোলনকারী ব্যবসায়ীদের কবে আলোচনা হয় এবং তার ফল কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

দাদা আর বাবুদের মানে বদল বাংলায়

প্রথম পাতার পর

কী চমৎকার দাদাগিরি দেখাচ্ছেন এঁরা। দাদাগিরি শব্দটা ব্যবহার করা হত দারুণ ইতিবাচক অর্থে। এখন নেতা, মেজো নেতা, সেজো নেতা, ছোট নেতাদের দৌলতে দাদাগিরি হয়ে উঠেছে চূড়ান্ত অপসংস্কৃতির অঙ্গ। ধরে নেওয়া হচ্ছে, দাদাগিরি দেখায় এক শ্রেণির মস্তানরা। দাদাগিরি তাদেরই অঙ্গ। অমুকদা, তমুকদা অনেক সময় বলা হয় ব্যঙ্গার্থেই।

দাদাগিরির মতো বাবুয়ানি কথাটাও তো ব্যবহার করা হয় কটাক্ষ অর্থে। দাদাগিরি ও বাবুয়ানি, শব্দ দুটো কোথাও এক হয়ে যায়। মোদির 'বঙ্কিমদা' এবং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নরেন্দ্র বাজপেয়ী' যেমন হাসির খোরাকে এক হয়ে যায়।

দাদা মানে কী, অক্সফোর্ড বা ওয়েবস্টারের অভিধানে ঘাঁটলে দেখব, প্রথমেই রয়েছে এক আন্তর্জাতিক ছবি আঁকার যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের কথা। আন্দোলন ও আন্দোলন সমর্থকদের ক্ষেত্রে দাদাইজম কিংবা দাদাইস্ট কথাটা চলে আসে। সৌরভ বা ভক্তদের ক্ষেত্রেও এই দুটো শব্দ ব্যবহার করা যায় না?

দাদা আবার ডাকা হত সর্বকালের অন্যতম নিষ্ঠুর শাসক উগান্ডার ইদি আমিনকে। বাঙালির দাদারা ইদানীং যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। বিশেষ করে নির্বাচন ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেললে।

আর আমরা ভোটাররা ধরে নিয়েছি, এইসব দাদাদের দেখতেই হবে আমাদের। এদের লেজ ধরেই পেরোতে হবে বৈতরণি। এটা আমাদের, মানে 'বঙ্কিমদা' বা 'বঙ্কিমবাবু'র উত্তরসূরিদের ভাগ্যে লেখা আছে!

বেনজির তোপ মমতার

প্রথম পাতার পর

কিচ্ছু করতে পারবে না।' এসআইআর প্রসঙ্গে প্রথম দিন থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই দোষারোপ করে চলেছেন মমতা। এমনকি, তাঁর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, শা'র অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। এরাজ্যে দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। মমতা কৃষ্ণনগরে বলেন, 'বাংলাকে আমি হাতের তালুর মধ্যে রাখি। কারণ, আমি রাজ্যটাকে চিনি। দিল্লি থেকে ওদের লোক পাঠিয়েছে। ওদের বলা হয়েছে দেড় কোটি নাম বাদ দিতে। একটা নাম বাতিল হলেও আমি ধর্না দিয়ে বসে থাকব। মনে রাখবেন, ২০২৯ সালের আগেই বিজেপি সরকারের পতন হবে।'

দু'দিন আগে কোচবিহারে এসে সীমান্তে বিএসএফের 'যথেচ্ছাচারের' মোকাবিলায় মহিলাদের সামনে এগিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষ্ণনগরে তিনি এসআইআর-এ কারও নাম বাদ গেলে মহিলাদের 'বাড়ির রান্নার সরঞ্জাম' নিয়ে আন্দোলনের প্রথমের সারিতে থাকার ডাক দেন বৃহস্পতিবার। মমতা বলেন, 'ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবে? তাড়িয়ে দেখাও। এসআইআর করে মা-বোনেদের অধিকার কাড়বে? তারপর দিল্লির পুলিশ এনে ভয় দেখাবে?'

মহিলাদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, 'কি মা-বোনেরা বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো? যেগুলো দিয়ে রান্না করেন?' মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সভায় উপস্থিত মহিলারা সমস্বরে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ আছে। নাম কাটলে ছেড়ে দেব না। সেই শক্তি আছে।' এরপর তিনি পরামর্শ দেন, 'মেয়েরা সামনে থেকে লড়াই করবে। ছেলেরা পিছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই, মা-বোনেদের শক্তি বেশি, না বিজেপির শক্তি বেশি। ভোট এখনও ঘোষণা হয়নি। তোমরা জেলা শাসকদের ভয় দেখাচ্ছ? মানুষকে বন্ডেড লেবার বানাতে চাইছ? মনে রাখবেন, আঘাত করলে প্রত্যাঘাত হবে।'

কলকাতা ময়দানে গত রবিবার লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের কর্মসূচির সময় এক চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি ওদের সবক'টাকে গ্রেপ্তার করেছি। এটা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়।' যদিও ধৃত তিনজনেরই বৃহস্পতিবার জামিন মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিট

সোনাপুর, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিট পরিষেবা চালু হল আলিপুরদুয়ার -১ ব্লকে। এদিন বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইরাগুড়িতে এই ভ্যানের উদ্বোধন হয়। এই ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিটে বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা থেকে ইসিজি সহ একাধিক সুবিধা পাওয়া যাবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিল্পী দে সূত্রধর, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ভাস্কর সেন প্রমুখ।

মোটা টাকায় অ্যাম্বুল্যান্স

প্রথম পাতার পর

বিশেষ করে রক্তদান শিবিরগুলিতে যাতায়াত এবং সঠিকভাবে সংগৃহীত রক্ত হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য এখন ভাড়ার অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই মুহূর্তে হাসপাতাল চত্বরেই দুটি অ্যাম্বুল্যান্স পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এর মধ্যে একটি অ্যাম্বুল্যান্স জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং আরেকটি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের নামে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নামে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স নেই। এই অবস্থায় এতদিন রক্তদান শিবির হোক বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে ওই অ্যাম্বুল্যান্সটি ব্যবহার করত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত প্রায় ছয়-সাত মাস ধরে দুটি অ্যাম্বুল্যান্সই বিকল হয়ে পড়ে আছে। আর তারপর থেকেই বিপাকে পড়ে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে নিজস্ব কোনও অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী থেকে রক্ত নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। রক্ত নিয়ে কাজ করা ফালাকাটা প্রয়াস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শুভজিৎ সাহা বলেন, 'এত বড় একটি হাসপাতালের নিজস্ব কোনও অ্যাম্বুল্যান্স নেই, এটা ভাবাই যায় না। তার উপর রক্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবায় স্থায়ী অ্যাম্বুল্যান্স না থাকাটাও চিন্তার বিষয়।' শহরের বাসিন্দা প্রতাপ সাহার কথায়, 'শুধু অ্যাম্বুল্যান্সই নয়, হাসপাতালে জরুরি অনেক পরিষেবাও মেলে না। স্বাস্থ্য দপ্তরের উচিত হাসপাতালের দিকে নজর দেওয়া।'

দিল্লির প্রাথমিক দলে বিরাট

‘পারিশ্রমিক’ কমতে চলেছে রোকোর

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : টি২০-র পর টেস্টকে গুডবাই জানিয়েছেন।

ওডিআই ফর্ম্যাটেই টিকে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ টক্করে দুইজনেই দুরন্ত ফর্মে থাকলেও সূত্রের খবর, বিরাটদের পারিশ্রমিক কমতে চলেছে। শুধুমাত্র একটি ফর্ম্যাটে খেলার ফলে সর্বোচ্চ ‘এ প্লাস’ গ্রেড থেকে বাদ পড়তে চলেছেন রোকো।

বর্তমান বার্ষিক চুক্তির তালিকায় মোট চারজন সর্বোচ্চ ‘এ প্লাস’ ক্যাটিগোরিতে আছেন। বিরাট, রোহিত ছাড়া বাকি দুইজন হলেন জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজা। জাদেজাও টি২০ ফর্ম্যাটকে বিদায় জানালেও রোকোর মতো তাঁকেও সর্বোচ্চ গ্রেডে রাখা হয়েছে। সূত্রের দাবি, পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে যে ভাবনায় বদল আসতে চলেছে।

আগামী ২২ ডিসেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা রয়েছে। যেখানে বার্ষিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। চূড়ান্ত তালিকাও তৈরি হওয়ার কথা। খবর, প্রাথমিক ভাবনায় সর্বোচ্চ গ্রেড থেকে বিরাট-রোহিতকে ‘এ’ গ্রেডে নামিয়ে আনা হবে।

‘এ প্লাস’ গ্রেডে বার্ষিক চুক্তির অঙ্ক ৭ কোটি টাকা। ‘এ’ গ্রেডে ৫ কোটি। ‘বি’ ও ‘সি’ গ্রেডে যথাক্রমে ৩ ও ১ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে বিরাট-রোহিতকে যদি সর্বোচ্চ থেকে ‘এ’ গ্রেডে নামানো হয়, তাহলে দুইজনের পারিশ্রমিক ২ কোটি টাকা কমতে চলেছে। টেস্ট ও ওডিআই ফর্ম্যাটে অধিনায়ক শুভমান গিলের সর্বোচ্চ গ্রেডে স্থান পাওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। এছাড়া নতুন চুক্তিতে উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা অভিষেক শর্মা, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানাদের।

বার্ষিক সভার অ্যাজেন্ডায় রয়েছে মহিলা ক্রিকেটারদের বার্ষিক চুক্তির বিষয়। বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, বিশ্বজয়ী মহিলা দলের পারিশ্রমিক অনেকটাই বাড়বে নতুন বার্ষিক চুক্তিতে। আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারিদের পারিশ্রমিকের বর্তমান কাঠামোতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

এদিকে, বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য বৃহস্পতিবার ঘোষিত দিল্লির প্রাথমিক দলে বিরাট কোহলির নাম। আছেন ঋষভ পন্থও। বিরাটের বিজয় হাজারে ট্রফি খেলা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। বোর্ডের তরফে বিরাটের খেলা নিয়ে ইতিবাচক ঘোষণা হলেও ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে কোহলি ঘনিষ্ঠদের কথায়। তবে দিল্লি নির্বাচক কমিটি দাবি করেছে, বিরাটকে পাওয়া যাবে। খেলার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন।

দিল্লি এলিট গ্রুপ ‘ডি’-তে রয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। তারপর গুজরাট ম্যাচ। দুই ম্যাচই বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলবে তারা। আইপিএলের সুবাদে যা কোহলির দ্বিতীয় হোমগ্রাউন্ড। গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে নবনির্মিত আলুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

সিটির কাছে হেরে আরও চাপে রিয়াল

মাদ্রিদ, ১১ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মঞ্চেও চাকা ঘুরল না। ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে ম্যাচ হেরে আরও চাপে রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম দলের ৮ ফুটবলারকে ছাড়াই দল সাজাতে হয়েছিল রিয়াল কোচ জাভি অলন্সোকে। তবুও ২৮ মিনিটে রডরিগোর গোল স্বস্তি এনে দেয় শিবিরে। যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩৫ মিনিটে সিটিকে সমতায় ফেরান নিকো ও’রিলি। এরপর ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের লক্ষ্যভেদে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় পেপ গুয়ার্দিওলার দল। দ্বিতীয়ার্ধে বহু চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি মাদ্রিদ জায়েন্টরা। শেষপর্যন্ত ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে সিটি।

> রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে এটা খুবই সাধারণ বিষয়। সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। তারা কেন বিদ্রুপ করছে তা অবশ্যই ভাবতে হবে। সমস্যার সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই। আমার কাছে সবার আগে রিয়াল মাদ্রিদ।
>
> **– জাভি অলন্সো**
> রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের বিদ্রুপ প্রসঙ্গ

ঘরের মাঠে হেরে মুখ ঢাকলেন রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

দলের খারাপ পারফরমেন্সের জেরে রিয়াল কোচ অলন্সোর ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। যদিও রডরিগো, জুড বেলিংহামে মতো কয়েকজন ফুটবলার কোচের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। সিটির কাছে হারের পর রডরিগো বলেছেন, ‘জানি কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছি না আমরা। সময়টা কঠিন। তবে কোচ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।’ সেই রেশ ধরেই বেলিংহাম বলেছেন, ‘আলোচনার মাধ্যমে সাজঘরেই সমস্যার সমাধান করতে হবে আমাদের। দেখতে হবে কোথায় ভুল হচ্ছে।’

এদিন স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচ শেষে রিয়াল সমর্থকদের থেকে বিদ্রুপ ধেয়ে আসে অলন্সোর দিকে। তা নিয়ে রিয়াল কোচের স্পষ্ট জবাব, ‘রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে এটা খুবই সাধারণ বিষয়। সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। তারা কেন বিদ্রুপ করছে তা অবশ্যই ভাবতে হবে। সমস্যার সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই। আমার কাছে সবার আগে রিয়াল মাদ্রিদ।’

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দিনের অন্য ম্যাচে ক্লাব ব্রাগাকে ৩-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। গানারদের হয়ে জোড়া গোল করেন নোনি মাদুয়েকে। অপর একটি গোল গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির। আটকে গিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা।

ম্যাচ জয়ের পর উল্লাস ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মাদের।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ১-২ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
ক্লাব ব্রাগা ০-৩ আর্সেনাল
অ্যাথলেটিক বিলবাও ০-০ প্যারিস সাঁ জাঁ
বেনফিকা ২-০ নাপোলি
বেয়ার লেভারকুসেন ২-২ নিউক্যাসল ইউনাইটেড
জুভেন্তাস ২-০ পাফোস এফসি
কারাবাগ এফকে ২-৪ আয়াখস আমস্টারডাম
ভিয়ারিয়াল ২-৩ এফসি কোপেনহেগেন
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-২ বোডো/গ্লিমট

বৃহস্পতিবার ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টি২০-র আগে দুই বিশ্বজয়ী হরমনপ্রীত কাউর ও যুবরাজ সিংয়ের সামনে তাঁদের নামে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ড উদ্বোধন করা হল।

ম্যাচ শুরুর আগে প্রাক্তন সতীর্থ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আড্ডায় মাতলেন যুবরাজ।

১০০ টাকায় বিশ্বকাপের টিকিট!

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসেরও কম সময় বাকি। বৃহস্পতিবার শুরু হল মহারণের প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি। বিশ্বকাপের দশম সংস্করণে টিকিটের দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় মূল্যে ১০০ টাকা এবং শ্রীলঙ্কান রুপিতে ১০০০। কুড়ি লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি করা হবে। আইসিসি-র লক্ষ্য টিকিটের দাম যত বেশি সম্ভব কম রেখে বিশ্বকাপ সর্বজনীন করে তোলা। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সিইও সংযোগ গুপ্তা বলেছেন, ‘প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার- যে কোনও ভৌগোলিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ক্রিকেটপ্রেমীরা যেন ক্রিকেটের সেরা প্রতিযোগিতার স্বাদ নিতে পারেন।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘দর্শকদের সাশ্রয়ের কথা ভেবে টিকিটের দাম ভারতীয় মূল্যে ১০০ এবং শ্রীলঙ্কার মূল্যে ১০০০ রাখা হয়েছে। আমরা চাইছি দর্শকরা দূর থেকে নয়, বরং স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে ক্রিকেটের বিশ্বব্যাপী এই উদযাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক।’

> প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার- যে কোনও ভৌগোলিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ক্রিকেটপ্রেমীরা যেন ক্রিকেটের সেরা প্রতিযোগিতার স্বাদ নিতে পারেন।
>
> **সংযোগ গুপ্তা**
> *(আইসিসি-র সিইও)*

৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২০ দলের প্রতিযোগিতা চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। ভারতীয় সময়ে খেলা শুরু হবে সকাল ১১টা, দুপুর ৩টা এবং সন্ধ্যা ৭টায়। প্রথমদিন মুম্বইয়ে ভারত নামবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

ডেভন কনওয়েকে ফিরিয়ে কাভেম হজের সঙ্গে জাস্টিন গ্রিভস।

সুবিধাজনক অবস্থায় কিউয়িরা

ওয়েলিংটন, ১১ ডিসেম্বর : জমে উঠেছে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের দ্বিতীয়দিনে বিনা উইকেটে ২৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে কিউয়িরা। মিচেল হে (৬১) ও ডেভন কনওয়ের (৬০) সৌজন্যে ২৭৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয় তাদের। অ্যান্ডারসন ফিলিপ ৩ উইকেট নেন। একটি উইকেট পেয়েছেন জাস্টিন গ্রিভস। প্রথম ইনিংস ২০৫ রানেই শেষ হয়েছিল ক্যারিবিয়ানদের। ৭৩ রানের লিড পায় নিউজিল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেটে ৩২ রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রিজে ব্র্যান্ডন কিং (১৫) ও কাভেম হজ (৩)। এখনও ৪১ রানে এগিয়ে কিউয়িরা। শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্রুত অল আউট করাই লক্ষ্য তাদের। দ্বিতীয়দিনের শেষে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও ব্লেইর টিকনারের চোট বড় ধাক্কা দিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। টেস্টের প্রথমদিনেই চোট পান তিনি। জানা গিয়েছে, এই টেস্টে টিকনারের পক্ষে বোলিং বা ফিল্ডিং করার সম্ভাবনা নেই। এদিন দ্বিতীয়দিনে চোটের কারণে ব্যাট করতেও নামেননি টিকনার।

কঠিন সময়ে হাল ছাড়েননি শেফালি

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : তিনি সদ্য সমাপ্ত মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। অথচ বিশ্বকাপের দলেই ছিলেন না শেফালি ভার্মা। আচমকা প্রতীকা রাওয়ালের চোটের জন্য সেমিফাইনালে দলে ঢোকেন। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

বিশ্বকাপ জেতাটা শেফালির স্বপ্ন ছিল। কিন্তু দলে ডাক না পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। পরে সুযোগ মিলতেই তাঁর সদ্ব্যবহার করতে দেরি করেননি শেফালি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘জীবনে উত্থান-পতন আসবেই। সেটাকে মেনে নিতে হবে। বিশ্বকাপের দলে ডাক না পাওয়ার সময় আমার কাছে খুব কঠিন ছিল।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘তবে আমি হাল ছাড়িনি। কঠিন পরিশ্রম করে গিয়েছি। সেই পরিশ্রমের প্রতিদান হিসেবে ঈশ্বর আমাকে সুযোগটা দিয়েছিলেন। ফাইনাল ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছি।’

বিশ্বকাপ জেতার পর এখানেই থেমে থাকতে চাননা শেফালি। ট্রফি জেতাকে অভ্যাসে পরিণত করতে চান তিনি। শেফালি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ জেতা সবার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তবে ট্রফি জেতাটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। ভবিষ্যতে আবারও বিশ্বসেরা হতে চাই।’

বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে বিশ্বকাপজয়ী শেফালি ভার্মা।

টি২০ বিশ্বকাপ খেলা স্বপ্ন

গম্ভীরদের বার্তা যশস্বীর

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : গত টি২০ বিশ্বকাপ দলে ছিলেন।

দলও চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু একটা ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি। ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় টি২০ দল থেকেও। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টি২০ সিরিজে ডাক পাননি। যদিও কুড়ির বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি যশস্বী জয়সওয়াল। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশ্যে এদিন সেই বার্তা দিয়ে রাখলেন।

‘রোহিতভাইয়ের বকুনিতে ভালোবাসা থাকে’

২০২৩ সালে টি২০ অভিষেকের পর ২২ ইনিংসে ৭২৩ রান করেছেন একটি সেঞ্চুরি, পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি সহ। স্ট্রাইক রেট ১৬৪.৩১। প্রশংসনীয় পরিসংখ্যান। যদিও অভিষেক শর্মার উত্থান এবং টিম ম্যানেজমেন্টের টি২০ ভাবনায় শুভমান গিল ঢুকে পড়ায় যশস্বীর সম্ভাবনা কমেছে। তবে স্বপ্ন দেখা ছাড়তে নারাজ শেষ ওডিআই ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকানো যশস্বী।

এদিন এক অনুষ্ঠানে নিজের মনের ইচ্ছে প্রকাশ করে যশস্বী বলেছেন, ‘টি২০ বিশ্বকাপ খেলার আমার স্বপ্ন। তবে নির্বাচন আমার হাতে নেই। ফোকাস তাই নিজের খেলাতে রাখছি। অপেক্ষায় আছি সেই সময়ের জন্য।’ ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ। মাঝে আর ৯টি টি২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন বিশ্বকাপে ঢুকে পড়া কার্যত অসম্ভব। ফলে যশস্বীর স্বপ্নপূরণের প্রতীক্ষা দীর্ঘ হতে চলেছে।

দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ারও স্বপ্ন দেখেন। যশস্বীর বিশ্বাস একদিন ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার দায়িত্ব পাবেন। এক প্রশ্নের জবাবে সাফ কথা, ‘দায়িত্ব নিতে সবসময় প্রস্তুত। যদি সুযোগ পাই, অবশ্য ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে ভালো লাগবে।’

রোকো-ইস্যুতে সিনিয়ার দুই সদস্যের পাশেও দাঁড়ালেন। বিশ্বাস, রোহিতভাইয়ের সঙ্গেই ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে ওপেন করতে নামবেন। কুলদীপ যাদব, তিলক ভার্মাদের রাস্তায় হেঁটে যশস্বীও জানিয়ে দিলেন, ’২৭-এর বিশ্বকাপে রোকোকে চাই। আর পাশে রোহিত-বিরাট কোহলি থাকলে অনেক নিশ্চিন্তে খেলতে পারেন।

যশস্বী বলেছেন, ‘রোহিতভাই, বিরাটভাই দলে থাকলে বাড়তি অনুপ্রেরণা পাই। সবসময় খেলা নিয়ে কথা হয়। ওরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। দলকে জেতানোর সেসব শুনে উজ্জীবিত হই। কেরিয়ারের শুরুর দিকে ওরা যে ভুলগুলি করেছে, তা যেন আমরা না করি, সেই পরামর্শ পাই। ওরা পাশে থাকা মানে ভরসা। না থাকলে ভয় লাগে।’

ওডিআই সিরিজের নির্ণায়ক শেষ ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে যশস্বী আরও বলেছেন, ‘তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে আমাকে আশ্বস্ত করে রোহিতভাই বলেছিল, বুঝেশুনে খেল। চাপ নিস না। আমি ঝুঁকি নিচ্ছি। একথা ক’জন বলতে পারে। পরে বিরাটভাইও ক্রিজে এসে বলে, ছোট ছোট লক্ষ্য নিয়ে এগো। দুজনেই দলকে জিতিয়ে ফিরব। এমন দুজনের সঙ্গে খেলা ভাগ্যের।’

রোহিতের থেকে বকুনিও কম শুনতে হয় না। যশস্বীর কথায়, যে শাসনের মধ্যে ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। বরং রোহিতভাই না বকলেই অস্বস্তি হয়! কিছু ভুল হল কিনা চিন্তায় পড়ে যান। প্রশ্ন জাগে, রোহিতভাই কিছু নিয়ে অসন্তুষ্ট হল নাকি? সবসময় তাই মুখিয়ে থাকেন রোহিতভাইয়ের কখন বকুনি দেবেন!

নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে যশস্বী জয়সওয়াল। বৃহস্পতিবার।

বিপণনকারী আকর্ষণে সংবিধান সংশোধনের পরামর্শ ক্লাবজোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চরমপত্র দিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবজোট। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের মহাসচিবকেও সিসি করা হয়েছে এই চিঠি। পরে আবার এই চিঠির উত্তর দেন সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণন। একইদিনে ফেডারেশনের অন্তঃকলহও প্রকাশ্যে এল সত্যনারায়ণনকে দেওয়া কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল ও অন্য সদস্যদের পত্রবোমায়।

মাঠে বল গড়াবে কবে বা আদৌ গড়াবে কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সন্দেহ তৈরি হয়েছে। তবে তাতে থেমে থাকছে না চিঠি এবং পালটা চিঠি। বুধবার সত্যনারায়ণন পাঠানো চিঠির পালটা হিসাবে এদিন ক্লাবজোট পরিষ্কার পরামর্শ দিয়েছে, দ্রুত সংবিধানে বদল আনুক এআইএফএফ। একইসঙ্গে ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ নেতৃত্বের দাবিও জানানো হয়েছে এই চিঠিতে। ক্লাব এবং ফেডারেশনের যৌথভাবে লিগ শুরু করার সম্ভাবনার কথা ছিল ফেডারেশনের সহ সচিবের চিঠিতে। ক্লাবজোটের এদিনের চিঠিতে শুরুতেই অভিযোগ করা হয়েছে ফেডারেশন তাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ১.২১, ১.৫৪ এবং ৬৩ নম্বর ধারার বদল প্রয়োজন বলে ক্লাবগুলি চিঠি দেয় আগেই। যেখানে বলা হচ্ছে একটি আর্থিক বছর ধরা হয় ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু ফেডারেশনের কোনও বিপণন সঙ্গী নেই, তাই নতুন করে চুক্তির সময়ে নতুন মরশুম হিসাবে এই স্বাধীনতাটা দেওয়া উচিত। বাকি দুটি ধারায় লিগের মালিকানা পুরোপুরি ফেডারেশনকে দেওয়া হয়েছে। যার বদল প্রয়োজন বলে ক্লাবজোট মনে করছে। এদিনের চিঠিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অন্যতম ডিরেক্টর বিনয় চোপড়া লেখেন, ‘ক্লাবদের দেওয়া রাস্তা অনুসরণ করে, যেটা সারা পৃথিবীতে হয় সেভাবে এআইএফএফের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে সব ক্লাবই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একইসঙ্গে স্পনসর, বিনিয়োগকারী ও দীর্ঘমেয়াদি বিপণন সঙ্গীদের আকর্ষণ করতে পারে এমন ব্যবস্থাই থাকা উচিত। বিপণনের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হওয়া বিষয়গুলি সংবিধান সংশোধন না করলে লিগের সম্ভাবনা কখনোই সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল বজায় রাখার মতো কোনও লিগ পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে না যদি না সঠিক মনোভাব থাকে।’ ক্লাবজোটের পক্ষে এদিনের চিঠিতে দুটি বিকল্প বিষয় দেওয়া হয়- এক, আগামী ২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংবিধান সংশোধন করে এই আর্থিক বাধাগুলি দূর করা হোক বিপণনের ক্ষেত্রে। দুই, তারপর সরকার এবং ক্লাবদের সাহায্যে ফেডারেশন স্বচ্ছতার সঙ্গে সঠিক বিপণন সঙ্গী খুঁজে বার করুক। সত্যানারায়ণনের লেখা চিঠিতে বৈঠকে বসার যে কথা বলা হয় তাতে তাঁরা রাজি বলে বিনয় লেখেন। তবে তা ফেলে না রেখে সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এমন আশ্বাস পেলেই। একইসঙ্গে এই চিঠিতে রীতিমতো ব্যঙ্গের সঙ্গে বলা হয়েছে, ক্লাব সবরকম সাহায্য করতেই রাজি কিন্তু ভারতীয় ফুটবলে এখন প্রয়োজন দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার মতো দক্ষতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো নেতৃত্ব।

কোষাধ্যক্ষের চিঠিতে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

এই চিঠির খুবই ছোট উত্তর দিয়ে সত্যানারায়ণন লেখেন, এখন দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। এক, সুপ্রিম কোর্টের শেষ রায়দান পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং দুই, একজোট হয়ে পরিবর্ত সমাধানের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছানো। তবে যে প্রস্তাবই ক্লাবদের পক্ষ থেকে আসুক না কেন, তা ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সাধারণ সভায় পাশ করাতেই হবে। এই প্রসঙ্গেই এদিন একটি চিঠি দিয়েছেন ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল। তিনি সত্যনারায়ণনকে রীতিমতো বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দায়ী করেছেন। কার্যনির্বাহী কমিটিতে যেসব সদস্য ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকছেন তাঁদের বক্তব্য মিনিটসে বদলে দেওয়া হচ্ছে এবং ড্রাফট মিনিটস তাঁদের পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি উদাহরণ হিসাবে গত ১ অগাস্ট খালিদ জামিলকে নিয়োগ সংক্রান্ত সভার উল্লেখ করেন। এসবকে তিনি এআইএফএফ সচিবালয়ের অপদার্থতা বলে ব্যাখ্যা করেন।

ডি কক ঝড়ে বেলাইন গম্ভীর ব্রিগেড

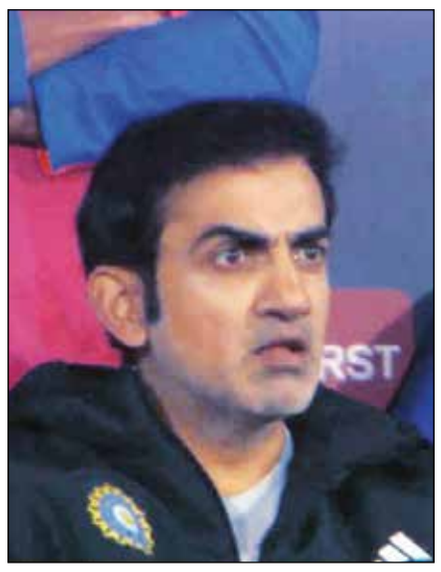

বিধ্বংসী ব্যাটিং কুইন্টন ডি ককের। অর্শদীপ এক ওভারে ৭টি ওয়াইড দেওয়ায় ক্ষুব্ধ গৌতম গম্ভীর। বৃহস্পতিবার।

দক্ষিণ আফ্রিকা-২১৩/৪
ভারত-১৬২
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৫১ রানে জয়ী)

নিউ চণ্ডীগড়, ১১ ডিসেম্বর : ম্যাচ তখনও শুরু হয়নি।

সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার হাডলে উপস্থিত যুবরাজ সিং! চণ্ডীগড়ের ঘরের ছেলে। নবনির্মিত মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে তাঁর নামে এদিনই আস্ত একটা স্ট্যান্ডের নামকরণ করা রয়েছে। সূর্যদের উৎসাহ জোগাতে সোজা হাডলে।

যুবি-পাজিকে পেয়ে শুভমান, অভিষেক শর্মার উচ্ছ্বাস দেখার মতো। সূর্যকে জড়িয়ে ধরলেন যুবি। প্রাক্তন সতীর্থ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে খুনশুটিও। পেপটকও দিলেন। সব মিলিয়ে 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর।

উদ্দীপনা বাড়িয়ে টসে জয় সূর্যর। যদিও বাইশ গজের টক্করে ফুরফুরে মেজাজের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখা যায়নি। ব্যাটে-বলে চূড়ান্ত ভরাডুবিতে লজ্জার হার, অসহায় আত্মসমর্পণ। ২১৪ রানের জয়লক্ষ্যে ১৬২-তেই থমকে গিয়ে ৫১ রানে হার। কটক জয়ের অ্যাডভান্টেজ হাতছাড়া।

টিম ইন্ডিয়াকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় কুইন্টন ডি ককের ঝোড়ো শুরু। ভারতের বিরুদ্ধে রান করতে ভালোবাসেন। কটকে ব্যর্থ হলেও এদিন সুদে-আসলে আক্ষেপ মেটালেন। শুরু থেকেই টপ গিয়ারে। পায়ের কাছাকাছি বল পেলেই অনের দিকে উড়িয়ে দিলেন। বেশিরভাগই গ্যালারিতে। ডি কক (৪৬ বলে ৯০) স্পেশালে ইনিংস ব্রেকেই কার্যত ম্যাচে কবজা জমানো। ২১৩-র পুঁজি নিয়ে বাকি কাজ সারতে ভুলচুক করেনি প্রোটিয়া বোলাররা।

বেচারা অর্শদীপ সিং (৫৪/০)। ডি ককের প্রহারের সামনে শুরু থেকে খেই হারালেন। এক ওভারে সাতটি ওয়াইড দিয়ে লজ্জা আরও বাড়ালেন। রেহাই পাননি জসপ্রীত বুমরাহ (৪৫/০), হার্দিক পান্ডিয়াও (৩৪/০)।

যা কাজে লাগিয়ে শেষদিকে ঝড়ের গতি বাড়িয়ে দেন ডোনোভান ফেরেইরা (১৬ বলে ৩০) ও ডেভিড মিলার (১২ বলে ২০)। ভারতের কাজ কঠিন করে ২১৪-র জয়লক্ষ্য ছুড়ে দেয়। এত রানতাড়া করে কখনও জেতেনি ভারত। এদিন মুল্লানপুর স্টেডিয়ামেও অঘটন ঘটাতে পারেননি সূর্যরা।

রাতের দিকে শিশির। পিচ ব্যাটিংয়ের অনুকূল হবে। যদিও কোনও ফ্যাক্টর কাজে লাগেনি। উলটে বিশাল রানের চাপে আগাগোড়া খোড়াল ইনিংস। প্রথম ২ ওভারেই ডাগআউটে চণ্ডীগড়ের দুই ঘরের ছেলে শুভমান (০) ও অভিষেক (১৭)।

গত কয়েক সিরিজে ছন্দে নেই শুভমান। এদিন গোল্ডেন ডাক। অভিষেক আউট মার্কো জানসেনের দুরন্ত বলে শটে ব্রেক লাগাতে গিয়ে। চাপ আরও বাড়িয়ে দেন সূর্যকুমার (৫)। কঠিন পরিস্থিতিতে স্কাইয়ের 'কেয়ার ফ্রি' ক্রিকেট অতীতে বাজিমাত করেছেন। অধিনায়ক হওয়ার পর যদিও উধাও সেই জাদু।

২১৪ রানের টার্গেটে পৌঁছোতে ভালো শুরু দরকার ছিল। সেখানে ৪ ওভারের মধ্যে ৩২/৩! তিন নম্বরে নেমে বড় স্কোরের সুযোগ হাতছাড়া করেন অক্ষর প্যাটেল (২১)। ১০ ওভারে ৮১/৪। বাকি দশে দরকার ১৩৩ রান। প্রয়োজন ছিল একটা হার্দিক স্পেশালের। কটকে ম্যাচের রং বদলে দিয়েছিলেন। এদিন ২০ রানের ইনিংসে সেই ছন্দটা সারাক্ষণ হাতড়ে বেড়ালেন।

জিতেশ শর্মার ক্যামিও ইনিংস থামে ২৭-এ। শিবম দুবে (১) কেন দলে, যৌক্তিকতা খুঁজে পেলেন না অনেকে। সামগ্রিক ব্যাটিং ব্যর্থতার মাঝে লড়াই বলতে তিলক ভার্মার ৩৪ বলে ৬২। কিন্তু 'জয়তিলক' আঁকতে তা যথেষ্ট ছিল না। শেষপর্যন্ত ১৬২-তে আটকে যায় মেন ইন ব্লু। ৫১ রানে ভারত-বধে সিরিজে সমতা ফেরায় আইডেন মার্করাম ব্রিগেড।

এর আগে প্রোটিয়া ইনিংসজুড়ে ডি কক-স্পেশাল। নিজের প্রথম বলে রেজা হেনড্রিক্সকে (৮) ফিরিয়ে বরুণ চক্রবর্তী (২/২৯) ধাক্কা দিলেও যা চাপা পড়ে যায়। সাত-সাতটি ছক্কায় গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেন ডি কক।

২৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ। মার্করামকে (২৯) নিয়ে ৮৩ রানের জুটি ডি ককের। ১০ ওভারে ৯০/১, ১৫-তে ১৫৬/২। শেষপর্যন্ত জিতেশ শর্মার দুরন্ত প্রয়াসে থামে ডি কক ঝড় (৪৬ বলে ৯০)। অফের দিকে হালকা ঠেলে ১ রান নিতে চেয়েছিলেন। যদিও বল চলে যায় পিছনে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যে বল ধরে নিমেষে উইকেট ভেঙে দেন জিতেশ।

অক্ষর-তিলকের যুগলবন্দিতে পরের ওভারে আউট ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (১৪)। জোড়া ধাক্কায় সাময়িক স্বস্তি। ১৭ ওভারে ১৬৪/৪। মনে হচ্ছিল দুশোর আগেই থামানো যাবে প্রতিপক্ষকে। কিন্তু শেষ তিন ওভারে বুমরাহ-অর্শদীপের ছন্নছাড়া বোলিং প্রত্যাশায় জল ঢালে। একের পর এক ফুলটস, ওয়াইড- বুমরাহদের যে উপহার কাজে লাগিয়ে ফেরেইরা, মিলাররা ২১৩/৪ স্কোরে পৌঁছে দেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। শেষপর্যন্ত যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

ব্যাটে-বলে ভরাডুবি ভারতের

অর্ধশতরান করলেও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হলেন তিলক ভার্মা।

লিওনেল মেসির গোট কনসার্ট অনুষ্ঠানের টিকিট নিয়ে ভক্তরা। - ডি মণ্ডল

কলকাতায় মেসির মঞ্চে শাহরুখও

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : শুক্রবার মধ্যরাতে কলকাতায় পা রাখছেন লিওনেল মেসি। শনিবার আর্জেন্টাইন মহাতারকার আগমন ঘিরে উন্মাদনার জোয়ারে ভাসবে তিলোত্তমা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকবেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানও।

কলকাতায় মেসির মঞ্চে শাহরুখ থাকবেন বলে জল্পনা চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। বৃহস্পতিবার এই খবর নিশ্চিত করলেন স্বয়ং কিং খান। সমাজমাধ্যমে শাহরুখ লেখেন, 'এইবারের কলকাতা সফরে নাইটদের (কলকাতা নাইট রাইডার্স) নিয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই। দিনটা পুরোপুরি মেসির হতে চলেছে। দেখা হচ্ছে ১৩ তারিখ সল্টলেক স্টেডিয়ামে।' আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের সঙ্গে একমঞ্চে 'বলিউড বাদশা'-র উপস্থিতি বড়দিনের আগে বড় পাওনা বঙ্গবাসীর জন্য। কিং খান ছাড়াও মেসির 'গোট কনসার্টে' প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অনুশীলনে কড়া নজর নতুন কোচ সের্জিও লোবেরার।

মোহনবাগানে শুরু সের্জিও লোবেরার জমানা

লিওকে নিয়ে খোঁজ নিলেন দিমি-কামিন্সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'মেসি কি এসে গিয়েছে?'

অনুশীলন শেষে ট্রেনিং গ্রাউন্ডের বাইরে দাঁড়ানো সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিন্স। শুধু তিনিই নন, একই প্রশ্ন বাগানের অন্য ফুটবলারদের মুখে।

আইএসএল কবে শুরু হবে কেউ জানে না। আপাতত কলকাতায় আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসির আগমন নিয়ে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, তাতেই গা ভাসিয়েছেন বাগান ফুটবলাররাও।

বৃহস্পতিবার থেকে মোহনবাগানে শুরু হল সের্জিও লোবেরার জমানা। দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিনই প্রথম অনুশীলনে দেখা গেল বাগানের নয়া স্প্যানিশ কোচ লোবেরাকে। প্রথম দিন ঘণ্টা দেড়েকের কড়া অনুশীলন করালেন তিনি। মরশুমের শুরু থেকে মোহনবাগানের ফিটনেস নিয়ে সমস্যা রয়েছে, সেই বিষয়ে আগেই খোঁজখবর নিয়েছেন লোবেরা। সম্ভবত সেই কারণে এদিন বেশিরভাগ সময় ফিজিক্যাল ট্রেনিং করালেন তিনি। অনুশীলন শেষে সব ফুটবলারকে ডেকে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করতেও দেখা গিয়েছে লোবেরাকে। ব্যক্তিগত কারণে ছুটি নেওয়ায় বৃহস্পতিবার অনুশীলনে আসেননি লিস্টন কোলাসো ও সাহাল আব্দুল সামাদ। এছাড়া জ্বর হওয়ায় অনুশীলনে দেখা যায়নি আপুইয়াকে।

এদিকে, বাগান ফুটবলাররা কিন্তু অনুশীলন শেষে মেসিকে নিয়ে রীতিমতো খোঁজখবর নিয়েছেন। কামিন্সরা যে হোটেলে থাকেন সেই হোটেলেই থাকবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এই সংবাদ শোনার পর দিমি মজা করেই বলেছেন, 'আমার মেসির সঙ্গে রুম শেয়ার করার সুযোগ হবে।' তবে বাগান ফুটবলাররা মেসিকে নিয়ে আগ্রহ দেখালেও নিরুত্তাপ ছিলেন সের্জিও লোবেরা। ২০১২ সালে বার্সেলোনার সহকারী কোচ থাকার সময় আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে কোচিং করানোর সুযোগ হয়েছে। তবে নিজের প্রাক্তন ছাত্রের কলকাতা আগমন নিয়ে কিছু বলতে চাননি বাগানের নয়া হেডস্যর।

পুরুষদের সঙ্গে লড়ে চ্যাম্পিয়ন প্রণবী

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : পুরুষদের সঙ্গে লড়ে ভারতের প্রথম মহিলা গলফ চ্যাম্পিয়ন প্রণবী উর্স।

আইজিপিএল আয়োজিত মুম্বইয়ের মিক্সড ফিল্ড আমন্ত্রণমূলক গলফ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ২১ বছর বয়সি প্রণবী। সেখানে পুরুষ প্রতিযোগীদের সঙ্গে সমানতালে লড়ে শিরোপা জিতে নেন এই প্রতিভাবান গলফার। বোম্বে প্রেসিডেন্সি গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার শেষ রাউন্ডে প্রণবীর লড়াই মনে রাখার মতো। তিন রাউন্ড মিলিয়ে তাঁর স্কোর দাঁড়ায় ১৪ আন্ডার। এই চমকপ্রদ পারফরমেন্সেই শিরোপা ছিনিয়ে নেন তরুণী গলফার।

Tender Notice
e-tenders are hare by invited by the undersigned on 08/12/2025 from intending tenders for different scheme vide eNIT No.- WB/APD/APD I/VGP-II-ET/APAS/04/2025, Dated : 11.12.2025. Others details are available in **www.wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Vivekananda II Gram Panchayet

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), BONGAIGAON
DATE FIXED :- 27/01/2026
SUMMONS TO APPEAR IN PERSON/PLEADER/ ADVOCATE UNDER ORDER V, RULE 1 & 5 OF C.P.C.
T.S. (P) No. 99/2022
Plaintiffs :- Kartick Ghosh & anr
-Vs-
Defendants :- Pradip Ghosh & ors

To,
Smt. Mukti Ghosh
[D/O Late Khokan Ghosh]
W/O Sri Suman Mallick
R/O Lechutala, Badalnagar
P.O. Bholardabri, Dist. Alipurduar- 736123
West Bengal

Whereas the plaintiff above-named has instituted the above-numbered Suit, against you.
You are hereby summoned to appear before this Court on 27.01.2026 at 10 A.M. and to file your Written Statement if any.
Take notice that, in default of your appearance on the day & time before mentioned, the Suit will be heard ex-parte and shall be determined in your absence.
Given under my HAND & SEAL of this Court this 5th day of Dec., 2025.
Sd/- Civil Judge (Sr. Div.)
Bongaigaon

সাফে পাক যুদ্ধে জয়ী ইস্টবেঙ্গল

কাঠমান্ডু, ১১ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের ক্লাবকে হারিয়ে নেপালের মাটিতে তেরঙা ওড়াল ইস্টবেঙ্গলের প্রমীলাবাহিনী।

মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় জয়। করাচি সিটি এফসিকে ২-০ গোলে হারাল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল। দুইয়ের বেশি গোল করতে না পারলেও এদিন গোটা ম্যাচজুড়ে দাপট ছিল লাল-হলুদের। ৫ মিনিটে সুলঞ্জনা রাউলের করা অনবদ্য গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ান রেস্টি নানজিরি।

এই জয়ের সুবাদে ফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল অ্যান্থনির ইস্টবেঙ্গল। দিনের অন্য ম্যাচে ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে নেপাল আর্মড ফোর্স। ফলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকার পাশাপাশি বাকি চার দলের থেকে গোল পার্থক্যেও এগিয়ে মহিলা মশাল ব্রিগেড। রাউন্ড-রবিন পর্বের শেষে পাঁচ দলের মধ্যে শীর্ষে থাকা দুই দল খেলবে সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। সেখানে এই পর্বে ইস্টবেঙ্গলের বাকি আরও দুটি ম্যাচ। তার মধ্যে একটা জিতলেই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলতে পারবে লাল-হলুদ মেয়েরা। তা না হলেও ইস্টবেঙ্গলের ফাইনালে খেলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির নিরিখে একথা বলাই যায়।

ফাইনালের পথে লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে সুলঞ্জনা রাউল।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে দিব্যেন্দু দে রায়। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

দিব্যেন্দুর ৫ উইকেট

কোচবিহার, ১১ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ১৯৯৫-১৯৯৭ সংযুক্ত দল ৪ উইকেটে হারিয়েছে ২০২২ ব্যাচকে। ২০২২ প্রথমে ৯.৪ ওভারে ৮৯ রানে সব উইকেট হারায়। দিগন্ত কুমার বর্মন ১৮ বলে ৩৪ রান করেন। জবাবে সংযুক্ত দল ৮.২ ওভারে ৬ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। মৌমিত দে-র অবদান ১৫ বলে ৩০ রান। ম্যাচের সেরা দিব্যেন্দু দে রায় ১০ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন।

ম্যাচের সেরা হয়ে করণ তাতের। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

প্রথম ডিভিশনে জয়ী শামুকতলা

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার শামুকতলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৮ উইকেটে হারিয়েছে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। বিজয় টসে জিতে ১৮.৪ ওভারে ৫৯ রানে অল আউট হয়। দীপঙ্কর দাস ১১ রান করেন। ম্যাচের সেরা করণ তাতের ৩ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে শামুকতলা ২১.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬০ রান তুলে নেয়। শুভম দেবনাথের অবদান ১৮ রান।

জিতল কিংফিশার

বীরপাড়া, ১১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বীরপাড়া কেন্দ্রের খেলা বৃহস্পতিবার শুরু হল। প্রথম ম্যাচে কিংফিশার ৮ উইকেটে হাসিমারা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। জুবিলি ক্লাবের মাঠে হাসিমারা প্রথমে ২৪.৫ ওভারে ৮৫ রানে অল আউট হয়। অজয় গোপ ৩২ রান করেন। জবাবে কিংফিশার ১৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। রাজেশ শা ২৬ রান করেন। রোহন ৮ রানে নেন ২ উইকেট। শুক্রবার খেলবে যুবশক্তি এবং স্বামী বিবেকানন্দ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

জয়ী সোনাপুর

ফালাকাটা, ১১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে ফালাকাটা জোনের খেলায় বৃহস্পতিবার সোনাপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১ উইকেটে ফালাকাটা ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে প্রথমে ডুয়ার্স ২৪ ওভারে ১২০ রানে অল আউট হয়। পাপন বিশ্বাস ৫০ রান করেন। রঞ্জন রায় ১০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সুদীপ্ত বিশ্বাসও (১২/২)। জবাবে সোনাপুর ৩৪.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৪ রান তুলে নেয়। রাজীব সরকার ২৩ ও আয়ুষ দাস ২০ রান করেন। হাসিনুর জামাল ২৬ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন প্রধাংশু বর্মনও (১৬/২)।

মাস্টার্সের জয়

তুফানগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ মাস্টার্স ৮ উইকেটে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। বিবেকানন্দ টসে জিতে ২৫.২ ওভারে ১১৬ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা দীপক দাস ২২ রানে ৫ উইকেট নেন। জবাবে মাস্টার্স ২ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়।

স্মরণে

ডায়নামিকা রায় সরকার
জন্ম : ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৮ ইং
প্রয়াণ : ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ ইং
এই দিনে তুমি আমাদের সবাইকে ছেড়ে অত্যন্ত অসহায় ভাবে চিরঘুমে পাড়ি দিয়েছ। তুমি ঈশ্বরের চরণে মহাশক্তিতে আছ। আমরা প্রতিনিয়ত তোমাকে স্মরণ করছি।
ভাগ্যহত - ক্রীশঙ্ক সরকার (পুত্র)
শরৎ চন্দ্র সরকার (স্বামী),
শোকাহত পরিবারবর্গ
শান্তিনিকেতন, শুশ্রুতনগর, শিলিগুড়ি।